পাণ্ডব গোয়েন্দা ২২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তেত্রিশ অভিযান

ফাল্গুনের আজ প্রথম দিন। বসন্তেব সমাগমে প্রকৃতি যেন হাসছে। এই মাস কুসুমের মাস। মিত্তিবদেব বাগানের গাছপালাগুলো ভরে আছে রকমারি ফুলে। বাবলুবা সেবার দুমকা থেকে ফেরার সময় একটা পলাশেব চারা এনে পুঁতেছিল এক কোণে। কালক্রমে সেই পলাশ এখন পল্লবিত হয়ে লালে লাল। আমেব শাখায় মুকুল এসেছে কত। গাছের ডালে পাতাব আড়ালে বসে কোকিল ডাকছে কুহু কুহু কুহু। কোকিল বারোমাসই ডাকে। তবে এই সময় একটু বেশি। ডাকও সুমধুর হয়। বসন্তেব কোকিলের ডাকে মনের ভেতরটা যেন আনচান করে ওঠে।

পঞ্চুকে নিয়ে বিকেলবেলা বাবলু এসে সেই পলাশগাছেব নীচে দাঁড়াল। তাবপব পকেট থেকে মাউথঅর্গানটা বের করে বাজাতে লাগল আপনমনে। ওর প্রিয একটি গানেব সুব। নীল আকাশ, লাল ফুল আব সুবের মূর্ছনায় ভরে উঠল চাবদিক।

পঞ্চু বাগানময টহল দিয়ে বেড়াতে লাগল।

আর বাবলু আচ্ছন্ন হয়ে গেল পলাশের নেশায়। রঙের যেমন চটক, সুন্দরেরও তেমনই মোহ আছে। এই সবুজ বনে এত লাল কত যে সুন্দব তা বলে বোঝানো যাবে না। রুক্ষ প্রকৃতির বুকে যখন পলাশেব বন লালে লাল হয তখন মনে হয বনে যেন আগুন লেগেছে। সুন্দবের সেই অবর্ণনীয় রূপ ওবা অনেকবার দেখেছে। ঘাটশিলা, মোসাবনি, বুরুডিপাস ও ধারাগিবির গভীব বনে। চ্যাংজোড়ার ওপারে যে বন, তামুকপালের অরণ্য, সেই অবণ্য নির্মূল হলেও তাব শোভাসৌন্দর্য বাবলুব মন থেকে আজও মুছে যায়নি। আসলে সুখেব স্মৃতি কি কখনও ভোলা যায়?

"বাবলু, একটা ফুল দেবে আমাকে? পলাশফুল?" মাউথঅর্গান থামিয়ে সচকিত হয়ে ঘুবে তাকাল বাবলু। দেখল শরতের শিউলির মতো শ্বেতশুভ্র এক কিশোরী হাসি হাসি মুখ কবে তাকিয়ে আছে ওব দিকে। মেযে নয তো, যেন শ্বেতপাথরের পরী। বাবলু অবাক চোখে মেয়েটিব দিকে তাকিযে থেকে বলল, "আমাব নাম তুমি জানলে কী করে?"

মেয়েটিও হাসিমুখ উজ্জ্বল করে বলল, "কেন, বই পড়ে।"

বাবলু মেয়েটির পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবাব দেখে নিয়ে বলল, "কে তুমি! এর আগে তোমাকে কখনও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না।"

"দেখলেও কি মনে বাখতে? তোমরা তো এব আগে কত অভিযান করেছ। কতজনেব সঙ্গে পবিচয় হযেছে তোমাদের। তাদের ক'জনকে তোমরা মনে বেখেছ?"

বাবলু হেসে বলল, "তাদের ভুলে গেছি এমন ধারণা হল কেন? আমাদের প্রতিটি অভিযানে ঘটনাব গতি এমনভাবে দিক পরিবর্তন করে যে, পুবনোকে আর মনে রাখা সম্ভব হয় না। তবে একেবাবে ভুলেও যাই না।"

মেয়েটি বলল, "তাই বুঝি?"

"কিন্তু তুমি কে?"

"আমি উত্তরা।"

"কোথায় থাকো তুমি?"

উত্তরা সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "আমাকে একটা ফুল দেবে না?"

ততক্ষণে পঞ্চু এসে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নির্বাক হয়ে লেজ নাড়ছে। তারপর ধীরে ধীরে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে ওর পায়ের কাছের মাটিতে মুখ এনে কী যেন শুঁকল।

উত্তরা বোধহয় কুকুরকে ভয় পায় না। অথবা সহসা সুড়সুড়ি লাগে না ওর। তাই পরমাদরে পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "এই বুঝি তোমাদের পঞ্চু? কী সুন্দর!"

বাবলু বলল, "চিরসুন্দর ও।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"তুমিও। তোমরা সবাই। যাক, আমাকে একটা ফুল দাও না!"

হঠাৎ একটি পলাশ বৃন্তচ্যুত হল হালকা হাওয়ায়।

বাবলু সেটা লুফে নিয়েই বলল, "এই নাও। এটা তোমারই।"

উত্তরা ফুলটি হাতে নিয়েই বলল, "বাঃ, চমৎকার! তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার এই শুভক্ষণটি আমার কিন্তু চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আর স্মৃতি থাকবে এই রক্তপলাশ।"

উত্তরার কাব্যিক ভাষায় মুগ্ধ হয়ে গেল বাবলু। যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মেয়ে, তেমনই কথাবার্তা। সুন্দরী অথচ স্মার্ট। না হলে এইভাবে এই নিভৃতে কেউ আলাপ করতে আসে?

এমন সময় বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাইকে দূর থেকে আসতে দেখা গেল।

বাবলু বলল, "ওই আমার সঙ্গী বন্ধুরা আসছে। চলো ওদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।"

উত্তরা বলল, "তার আগে যে গানের সুরটা তুমি বাজাচ্ছিলে আপনমনে, সেই সুরটা আর-একবার বাজাও তো।"

বাবলু মাউথঅর্গান মুখে দিয়ে সমধুর সুরে আবার ভরিয়ে তুলল চারদিক।

উত্তরা বলল, "শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন যেমন যুদ্ধপ্রিয়, তেমনই বংশীবাদক। তুমিও দেখছি দুষ্টদের দমনের ফাঁকে সুরের সাধনা বেশ ভালই করে থাকো।"

বাবলু হেসে বলল, "আরে, ও কিছু না। প্রিয় দেবতার সঙ্গে আর যাই করো না কেন, আমার তুলনা কোরো না।"

"না, না। তুলনা করব কেন? তোমার তুলনা তুমি।"

ততক্ষণে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু অনেক কাছে এসে গেছে।

বিচ্ছু কৌতূহলী দৃষ্টিতে উত্তরার দিকে তাকিয়ে বাবলুকে জিজ্ঞেস করল, "কে বাবলুদা? চিনলাম না তো?"

বাবলু বলল, "ওকেই জিজ্ঞেস করো।"

উত্তরা হাসির জ্যোৎস্না ছড়িয়ে বলল, "আমার নাম উত্তরা। আমি তোমাদের অতিথি।"

"কোথায় থাকো তুমি?"

"এই মুহূর্তে তা বলা যাবে না।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল।

বিলু বলল, "তার মানে তুমি এক রহস্যময়ী। কোনও রহস্যের জট খোলাতে আসোনি তো আমাদের কাছে?"

উত্তরা বলল, "শোনো, আজকের দিনে স্বার্থ ছাড়া কেউ এক পা-ও এগোয় না। আমিও তাই স্বার্থ নিয়েই তোমাদের কাছে এসেছি। অনেকদিন ধরেই আসব আসব করছিলাম কিন্তু পড়াশোনার চাপে তা আর হয়ে উঠছিল না।"

"এখন কি পড়াশোনার চাপ শেষ হয়েছে তোমার?"

"মোটেই না। সামনের বছরই মাধ্যমিক পরীক্ষা দেব। এখন তারই প্রস্তুতি চলছে।"

"খুব ভাল কথা। মন দিয়ে পড়াশোনা করো।"

"তা তো করব। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার যা মানসিক অবস্থা তাতে কী যে করব কিছু ভেবে পাচ্ছি না।"

কেমন যেন একটা রহস্যের গন্ধ ফুটে উঠল উত্তরার কথায়। অভিজ্ঞ পাণ্ডব গোয়েন্দাদের চোখ একভাবে তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

উত্তরা একটু সংকুচিত হয়ে বলল, "আমি যদি আমার কোনও ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য চাই তোমরা কি তোমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে আমার দিকে?"

"নিশ্চয়ই দেব। এটাই তো আমাদের কাজ। তবে তার আগে তোমার প্রবলেমটা কী সেটা তো আমাদের জানা দরকার।"

"সেটা বলব বলেই তো এসেছি। তবে এও বলে রাখি, এই কাজটা যদি তোমরা করে দিতে পারো তা হলে পারিশ্রমিক হিসেবে যা তোমরা পাবে তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।"

"বলো কী!"

"টাকার অঙ্কটা শুনলে মাথাখারাপ হয়ে যাবে তোমাদের।"

"কীরকম তবু শুনি?"

"কম করেও দশ লাখ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"দশ লাখ।"

"হ্যাঁ, দশ লাখ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা চমকে উঠল উত্তরার কথা শুনে। বলে কী মেয়েটা!

বাবলু কিছুক্ষণ একভাবে উত্তরার দিকে চেয়ে থেকে বলল, "খুব ভাল কথা। কিন্তু ও জিনিসটা কীসের, কটন না টেরিকটের?"

উত্তরা ভুরু কুঁচকে বলল, "তার মানে?"

"তার মানে তোমার মাথায় যে ছিটটা আছে সেটা কীসের? কটন না—?"

"তুমি কি আমায় বিদ্রূপ করছ?"

"স্বাভাবিক। অত টাকা তুমি দেবে কোত্থেকে?"

"সেটা আমার ব্যাপার। তা ছাড়া এই টাকা তো আমি দেব না, দেবেন অন্যজন। আমি শুধু টেন পার্সেন্ট কমিশন চাই।"

রীতিমতো হুঁশিয়ার মেয়ে। অথচ দেখলে মনে হয় না। সামনের বছর যে মেয়ে মাধ্যমিক দেবে এ কী পেটে পেটে বুদ্ধি তার!

বাবলু বলল, "কাজের দায়িত্বটা যদি নিই আর দশ লাখ টাকা যদি সত্যি সত্যিই পাই তা হলে টেন পার্সেন্ট কমিশন তোমাকে দিতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই।"

"থ্যাঙ্কস। এই কথা রইল তা হলে, আমি এখন আসি?"

"সে কী! তুমি কে? কোথা থেকে আসছ? কাজটা কী? কিছুই তো জানা হল না। সব না জানলে পাকা কথা আমরা দেব কী করে?"

"ওসব কথা এখানে হওয়া সম্ভব নয়। কাল ঠিক সকাল আটটার সময় একটা গাড়ি আসবে তোমার বাড়ির সামনে। তার যে চালক সে কিন্তু বোবা। কথা বলতে পারে না। তোমরা তাকে কোনওরকম প্রশ্ন না করে হর্ন শুনেই গাড়িতে উঠে বসবে। সে তোমাদের যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে গেলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে সব।"

বাবলু বলল, "কিন্তু...।"

"ডোন্ট নার্ভাস। মি. ফার্নান্ডেজ কোনওদিন কারও সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। তবে একটা কথা, টাকা কিন্তু পাবে কাজ হাসিল হওয়ার পর।"

"তখন যদি তিনি না দেন?"

"আমি জামিন রইলাম।"

বাবলু বলল, "তোমার দাম এক কানাকড়িও নয় আমাদের কাছে।"

উত্তরার দু' চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল। বলল, "আমি যাই। কাল ঠিক আটটায় গাড়ি আসবে।"

হতবাক পাণ্ডব গোয়েন্দারা নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল উত্তরার দিকে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত পরিবেশটা কেমন যেন থমথমিয়ে উঠল।

উত্তরা চলে গেল।

পঞ্চু ওর দেহটা টান করে এক পা এক-পা করে এগিয়ে গেল গেটের কাছ পর্যন্ত।

দারুণ একটা সাসপেন্স-এর মধ্যে ওদের রেখে চলে গেল উত্তরা। ওর কথাবার্তা, চালচলন সবই কেমন যেন রহস্যময় মনে হল। পাণ্ডব গোয়েন্দারা ভেবেও পেল না ওদেরই বয়সি কোনও মেয়ের পক্ষে এইরকম বেপরোয়া হয়ে ওঠা ও রীতিমতো একটা রহস্যের মায়াজাল সৃষ্টি করে ওদের মতো ছেলেমেয়েদের ভাবিয়ে তোলা কী করে সম্ভব!

অমন যে পঞ্চু সেও কিছু বুঝতে না পেরে ঘন ঘন লেজ নেড়ে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে এল।

এক গভীর নীরবতার ভেতর থেকেই বাবলু বলল, "ঘরে চল। অযথা এখানে সময় নষ্ট না করে ঘরে গিয়েই চিন্তাভাবনা করা যাক।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই অনুসরণ করল বাবলুকে। পঞ্চু এল সকলের পিছু পিছু।

বাবলুর মা তখন ঠাকুরঘরে সন্ধে দিচ্ছিলেন।

ওরা সবাই এসে হাত-মুখ ধুয়ে বাবলুর ঘরটিতে গুছিয়ে বসল। পঞ্চুই শুধু মায়ের ঘরের ড্রেসিং টেবিলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাটা বেশ ভালভাবে একবার দেখে নিয়ে উঠে গেল ছাদে।

বাবলুর এই সাজানো ঘরটিতে এখন সুঁচ পড়লেও শব্দ হবে বুঝি।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বাবলুই বলল, "উত্তরার ব্যাপারে তোদের প্রতিক্রিয়াটা কী? কেউ কোনও চিন্তাভাবনা করলি?"

ভোম্বল বলল, "আমি করেছি। ওই চতুর মেয়েটি আমাদের ব্লাফ দিয়ে বোকা বানিয়ে গেছে।"

"এরকম মনে হওয়ার কারণ?"

"প্রথম কারণ, দশ লাখ টাকা মুখের কথা নয়। এই টাকা যিনি বা যাঁরা খরচ করবেন তাঁরা আমাদের সাহায্য নিতে আসবেন কেন? এই টাকার অঙ্কে অনেক পেশাদার লোককেই পেয়ে যাবেন তাঁরা।"

বিলু বলল, "তোর এই ধারণাটা অবশ্য অমূলক নয়।"

"দ্বিতীয় কারণ, মেয়েটির কথা বলার ধরন দেখে মনে হল ও বেশ রীতিমতো খোঁজখবর নিয়ে এবং রিহার্সাল দিয়েই এসেছে আমাদের সঙ্গে অভিনয় করবে বলে। অতএব ওই দশ লাখ টাকাও ধাপ্পা, কাল সকালে কোনও গাড়িও আসবে না আমাদের নিতে। সব মিথ্যে।"

বিলু বলল, "যদি আসে?"

"তা হলে জানব দারুণ একটা ষড়যন্ত্রের জাল পাতা হয়েছে আমাদেব জন্য।"

"মেয়েটির সব কিছুই সন্দেহজনক।"

বাবলু বলল, "ঠিক এইরকমই সন্দেহ আমার মনেও যে দানা বাঁধেনি তা নয়। তবে কিনা মেয়েটিকে দেখে বেশ ভাল ঘবের মেয়ে বলেই মনে হল। কিন্তু ওব এই পবিচয় না দেওয়া বা ওর এই কথাবার্তা রীতিমতো গোলমেলে। আমার শুধু একটাই জানাব বিষয়, মেযেটি কে?"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই এতক্ষণ চুপ করে ওদের কথা শুনছিল। এবার বাচ্চুই বলল, "মেয়েটি যে এই এলাকাব ধারেকাছেও থাকে না সে-কথা আমি কিন্তু হলফ করে বলতে পারি।"

বিচ্ছু বলল, "এমনকী মেয়েটিকে এর আগে পথেঘাটে দেখিওনি কখনও।"

বিলু বলল, "আমরা কেউই দেখিনি। কেন না এমন সুন্দব মুখের কোনও মেয়েকে একবাব দেখলেও তার কথা অনেকদিন মনে থাকত।"

ভোম্বল বলল, "মেয়েটি যে স্থানীয় নয় তা কিন্তু পরিষ্কাব। তবে একটা ব্যাপারে আমাদেব কিন্তু মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে।"

বাবলু বলল, "কীরকম!"

"আমাদের উচিত ছিল পঞ্চুকে ওব পেছনে লাগিয়ে দেওয়া। তা যদি হত তা হলে আজই ওব পবিচযটা পেয়ে যেতাম।"

বাবলু বলল, "এই কথাটা যে পরে আমারও মনে হয়নি তা নয়। তবে কিনা ব্যাপারটা এমনই আচমকা হযে গেল যে, কী কবব বা করা উচিত, ঠিক সময়টিতে তা মনেই এল না। এমনকী স্কুটারটা সঙ্গে থাকলেও আমরা দূব থেকে ওর পিছু নিতাম।"

বিচ্ছু বলল, "তাতেই বা লাভ কী হত? ও যা মেয়ে তাতে ঠিক টেব পেয়ে যেত। যেরকম গাম্ভীর্য নিযে ও এল তাতে খুব একটা গোলা মেয়ে বলে মনে কোবো না ওকে। প্রথমত, মেযেটি 'ফলো' করাব ব্যাপাবটা জানতে পারলে রুখে দাঁড়িয়ে বাধা দিত। দ্বিতীয়ত, যে মেযে সবকিছুই ধোঁয়াশাব মধ্যে রাখতে চায় সে যখনই বুঝত আমরা তার পিছু নিয়েছি তখনই সে করত কী, একটা ভুল ঠিকানায় ঢুকে আমাদের বোকা বানাত। মোট কথা, আমরা কিছুতেই নাগাল পেতাম না ওর।"

বাচ্চু বলল, "বিচ্ছু ঠিকই বলেছে। ও কিন্তু সাধারণ মেয়ে নয়। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং ডেসপাবেট।"

বিলু বলল, "তা ঠিক।"

বাবলু বলল, "একটি মেয়েকে ঘিরে এমন রহস্য কিন্তু এর আগে আর কখনও দানা বাঁধেনি। মেয়েটি নাটকীয় ভঙ্গিতে এল, কাব্যিক ছন্দে কথা বলল, খুব বেশি আলাপ-পরিচয়ের ধার দিয়েও গেল না, বরং রেখে গেল একমুঠো রহস্য। সবচেয়ে রহস্যময়, মেয়েটি যাওয়ার সময় বলে গেল কাল সকাল আটটার সময় আমাদের নিতে একটা গাড়ি আসবে। এমন এক গাড়ি, যে গাড়িব ড্রাইভাব বোবা, অর্থাৎ কথা বলতে পারেন না।"

ভোম্বল ভেংচি কেটে বলল, "ওসব বাজে কথা। তবে সত্যি সত্যিই যদি বোবা হয় তা হলে আলাদা। কিন্তু কেউ যদি বোবা সেজে আসে তবে পঞ্চুকে দিয়েই সেই বোবার বোল আমি ফোটাব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু হেসে বলল, "ন্যাকামি যদি হয় তা হলে বোবার বোল ফুটবেই। কিন্তু সত্যি যদি হয়?"

বিলু বলল, "তা হলেই তো ভাবনার বিষয়।"

বাবলু বলল, "ওই সত্যের মধ্যেই তো আসল রহস্য। কেন না বোবা মানেই কালা। প্রকৃতির এটাই নিয়ম। তা যদি হয় তা হলে এইরকম একজন প্রতিবন্ধী গাড়ি চালান কী করে? অন্য গাড়ি হর্ন দিলেও তো তিনি শুনতে পাবেন না।"

বিচ্ছু চমকিত হয়ে বলল, "আরে তাই তো, এই কথাটা তো একবারও মনে হয়নি আমাদের।"

বাচ্চু বলল, "এখন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা আগাগোড়াই ধাপ্পা। নয়তো সত্যিই আমরা কোনও দুষ্টচক্রের শিকার হতে চলেছি।"

ভোম্বল বলল, "অতএব একটাই সিদ্ধান্তে আসা যাক, ওই বোবা-কালা ড্রাইভার এলে কোনওমতেই ওব গাড়িতে চাপা নয়!"

বাবলু বলল, "তা হলে কি বলতে চাস আমরা পিছিয়ে আসার সিদ্ধান্তই নেব?"

"মোটেই না। মেয়েটি আবার আমাদের কাছে এসে যদি স্পষ্ট করে ওর মনের কথা খুলে বলে, ওর বক্তব্য যদি গ্রহণযোগ্য হয় তবেই আমরা ভাবনাচিন্তা করব ওর ব্যাপারে। না হলে অযথা ওদের ফাঁদে পড়ে নিজেদের বিপদ ডেকে আনব কেন?"

বাবলু বলল, "আমি কিন্তু এই ব্যাপারে এমন একটি রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি যে, কোনওমতেই আর পিছু হটতে বাজি নই।" বলে বাচ্চু-বিচ্ছুর দিকে তাকাতেই ওরা বলল, "আমরাও তোমার সঙ্গে একমত।"

বিলু চুপ করে রইল।

ভোম্বল জোর দিয়ে বলল, "আমি কিন্তু এখনও একমত নই। আমি এখনও বলছি ওই মেয়ের ব্যাপাবে কোনওমতেই এগনো উচিত নয়। ও হচ্ছে বীতিমতো একটি বাস্তুঘুঘু এবং ধূর্ত মেয়ে। যে মেয়ে আমাদের দিয়ে কাজ করিয়ে কমিশন খেতে চায় সে মেয়ে কম নাকি? কী সুপরিকল্পিত ধান্দাবাজি।"

বাবলু বলল, "রহস্য তো ওইখানেই। মোদ্দা ব্যাপারটা তা হলে ফলস নয় এটা তো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। মেয়েটি লোভের বশবর্তী হয়েই আমাদের কাছে আসুক বা কারও নির্দেশ মেনেই এসে থাকুক সেটা জানা যাবে তখনই যখন ওদের উদ্দেশ্য কী আমরা সঠিকভাবে জানতে পারব।"

বিলু বলল, "তবে ওর যা তেজ, চোখ-মুখের যা ভাব, তা কিন্তু মেকি নয়। একটা কিছু উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে ওব।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে সকালটাই হতে দে। কাল যদি সত্যি সত্যিই ওদের গাড়ি আসে তা হলে সবাই মিলে গিয়েই দেখি ব্যাপাবটা কী। তুই কিন্তু তৈরি হয়ে যাবি বাবলু। আমরাও আত্মরক্ষার হাতিয়ার একটা কবে সঙ্গে বাখব। তা ছাড়া পঞ্চু তো থাকবেই আমাদের সঙ্গে।"

বিলু বলল, "তার মানে নতুন একটা খেলা জমছে কাল।"

এমন সময় মা সকলের জন্য চা-জলখাবার নিয়ে এলেন। ওরা আলোচনা বন্ধ করে খাওয়ার ব্যাপাবে মনোনিবেশ করল। ঠিক সময়টিতে পঞ্চুও এসে হাজির হল সেখানে।

॥ ২ ॥

পরদিন সকালে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই নতুন মডেলের সুন্দর ঝকঝকে একটি গাড়ি এসে থামল বাবলুদের বাড়ির সামনে। ওরা তৈরিই ছিল। তাই পঞ্চুসমেত সবাই এসে বসল গাড়িতে।

গাড়ির চালকের আসনে বসেছিলেন নিগ্রোদের মতো চেহারার একজন সুটেড-বুটেড বেঁটে কালো ভদ্রলোক। লোকটিকে দেখলে খুবই রাশভারী এবং বদমেজাজি বলে মনে হয়। শুধু তাই নয়, ওঁর চোখ-মুখেও কেমন যেন একটা হিংস্র ভাব লক্ষ করল ওরা।

গাড়ি দ্বিতীয় হুগলি সেতু পার হয়ে দক্ষিণ কলকাতার দিকে রওনা হল। পার্ক স্ট্রিটে এসে একটি বহুতল বাড়ির সামনে গাড়ি থামতেই জিনস পরা উত্তরাকে দেখা গেল সেই বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে।

উত্তরা গাম্ভীর্য বজায় রেখে অভ্যর্থনা করল ওদের।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা গাড়ি থেকে নেমে অনুসরণ করল ওকে। এই বহুতল বাড়ির দোতলায় সিঁড়ি বেয়েই উঠল ওরা। তারপর এমন একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল, যে ঘরে ঢুকেই মনে হল এ যেন এক স্বপ্নপুরী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঘরের মধ্যে ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে বসেছিলেন এক দীর্ঘদেহী সাহেবি চেহারার পুরুষ। হাসিমুখে ওদের সকলকে আসন গ্রহণ করতে বলে বললেন, "আমিই মি. জেড ফার্নান্ডেজ। আমার আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়ার জন্য তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ।"

বাবলু বলল, "ধন্যবাদ আপনাকেও যে, আপনি আপনার কোনও কাজের ব্যাপারে আমাদের মতো ছেলেমেয়ের সাহায্য চেয়েছেন। এখন বলুন, আমরা আপনার কোন কাজে লাগতে পারি?"

"তার আগে বলো, চা না কফি?"

বাবলু বলল, "ওসব পরে হবে। আগে কাজের কথা হোক।"

মি. ফার্নান্ডেজ একদৃষ্টে বাবলুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে তেকে বললেন, "আমার মনে হচ্ছে তোমরাই পারবে। উত্তরা তোমাদের ব্যাপারে একটুও বাড়িয়ে বলেনি।"

বাবলু বলল, "অযথা সময় নষ্ট করে কী লাভ?"

মি. ফার্নান্ডেজ বললেন, "তা হলে কাজের কথাতেই আসা যাক এবার? হ্যাঁ, যেজন্য তোমাদের আসতে বলেছিলাম। তোমরা মালকানগিরির নাম শুনেছ? ওদিকে গেছ কখনও?"

"নাম শুনেছি। কিন্তু যাইনি। তবে ভাইজাগ থেকে বোরাগুহালু হযে আমরা আরাকু পর্যন্ত গেছি। শুনেছি মালকানগিরির প্রাকৃতিক অবস্থানটা নাকি এক রোমাঞ্চকর আরণ্যক পরিবেশের মধ্যে।"

"ঠিক তাই। দণ্ডকারণ্যের ওই গভীর গোপনে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায দুষ্ট দুর্জন মাফিয়াদের মোকাবিলায় যদি তোমাদের যেতে হয়, তোমরা কি যেতে রাজি আছ?"

"কাজটা কী তা জানতে না পারলে মতামত দেব কী করে?"

মি. ফার্নান্ডেজ এবার ড্রয়ারের ভেতর থেকে একটি খবরের কাগজ বের কবে ওদেব সামনে মেলে ধরলেন। বললেন, "আগে খুব মন দিয়ে এটিকে পড়ে দ্যাখো, তবেই আমি কাজের কথা বলব তোমাদের।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই ঝুঁকে পড়ল কাগজে প্রকাশিত একটি সংবাদের ওপর, "সোনার অভিশাপ লেগেছে আদিবাসীদের।" সংবাদটি এইরকম—মালকানগিরি, (ওড়িশা) ২৭ এপ্রিল (ইউ এন আই) মালকানগিরি জেলার উত্তর-পূর্বে পাহাড় আর জঙ্গলঘেরা এক উপত্যকা ঘুমিয়ে ছিল সভ্য জগতেব অনেক দূরে। হঠাৎ সোনাব কাঠির স্পর্শে সে জেগে উঠল। উপগ্রহ চিত্রে জানা গেল সেখানে মাটিব নীচে গচ্ছিত আছে সোনার খনি। তাই বহু দূর থেকে মানুষ এসে ভিড জমাচ্ছে সেখানে। উপত্যকার নিঃসঙ্গতা দূব হয়েছে। সেইসঙ্গে সভ্যতার বিষ সংক্রামিত হয়েছে তার শরীরে। মাফিয়া আর চোবাকারবাবিব দল এখন সেখানে রীতিমতো সক্রিয়। তাদের ঠেকাতে চলছে কড়া পুলিশ প্রহরা।

"গোদাবরী নদীর উপত্যকায় এই অঞ্চলের মানুষজনের মধ্যে সোনার খনির একটা গল্প মুখে মুখে চালু ছিল। গ্রামের বৃদ্ধরা শিশুদের শোনাতেন, একসময় নদীর তীর বা ঝবনার জলে পাওযা যেত সোনার দানা। সোনা সংগ্রহ ছিল তাদের পিতামহ-প্রপিতামহদের জীবিকা। বাদশাহি আমলে সেই সোনাব দৌলতে মহাসুখে দিন কাটত গ্রামবাসীদের। গল্প বলতে গিয়ে অতীতের সোনার দিনগুলোয় হারিয়ে যেতেন তাঁবা। সে-সব ছিল রূপকথা। রূপকথাকে বাস্তব হয়ে উঠতে দেখে চকচক করে উঠল মাফিয়াদের চোখ। এতদিন তারা জঙ্গলেব গাছ কেটে বেআইনি কোটি কোটি টাকা রোজগার কবেছে। এবার তাদের হাতেব নাগালে এল সোনার খনি।

"ইতিহাস বলে, মালকানগিরিতে সোনা সংগ্রহের জনশ্রুতিটা পুরোপুরি মিথ্যা ছিল না। ১৯০৭ সালে 'ভাইজাগ গেজেটিয়ার' থেকে জানা যায় আঠারো শতকের শেষভাগে এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকে সত্যিই নদী বা ঝবনার ধারে বালিতে সোনা পাওয়া যেত। ১৮৫৬ সালে মিস্টাব ডিউক নামে এক ব্রিটিশ ভদ্রলোক সবব নদীর উৎস সন্ধানে ১২৫ কিমি ভেলায় পাড়ি দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, নদীর দু'ধারে মানুষ সোনা সংগ্রহ করে বেশ সমৃদ্ধিশালী জীবনযাপন করত। তখন তোলা-প্রতি সোনাব দাম ছিল পাঁচ থেকে ছ' টাকা। সেটা বাদশাহি আমলের শেষভাগ। এক টাকায় তখন এক একর জমি কেনা যেত। দিনে দশ পয়সা রোজগার হলে পাঁচজনেব এক পরিবারের ভালমতো চলে যেত।

"কালক্রমে একসময় ভূস্তরে জমা সোনার পরিমাণ শেষ হয়ে এল। একই সঙ্গে শেষ হয়ে গেল একটি বর্ধিষ্ণু জনপদ। মানুষ নতুন জীবনের সন্ধানে দেশান্তরে পাড়ি দিল। প্রাসাদ আর দেবদেউলের ধ্বংসাবশেষ পড়ে রইল গোটা অঞ্চলে। অবণ্য গ্রাস করল শহর, গ্রাম সব কিছুই। রয়ে গেল রূপকথা। রয়ে গেল অপুষ্টি আর অসুখে ভোগা একদল মানুষ। এরা সেই উপকথার স্বপ্ন নিয়ে পড়ে ছিল এখানেই। সোনা যুগযুগান্তর ধরে এখানকার মানুষকে ছুটিয়ে মেরেছে।

"সম্প্রতি স্বর্ণখনি এলাকার আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত জানায়, গত কয়েক বছর ধরে দিয়াং থেকে পদমগিরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পর্যন্ত ৯০ কিমি জুড়ে মাফিয়ারা দরিদ্র আদিবাসীদের মজুরি দিয়েই সোনা তোলার কাজ করাচ্ছে। সেই সঙ্গে খননকারীদের সোনার ভাগও দিচ্ছে। জেলা প্রশাসন জানাচ্ছে, এদের রোখা অসম্ভব। মানুষ বহিরাগতদের ঠেকানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু কোনও ফল হয়নি। শেষে স্বর্ণ-সন্ধানীদের ঠেকাতে তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।

"স্থানীয় অধিবাসীরা প্রথমে এখানে টিনের আকরিকের সন্ধান পেয়েছিল। প্রকৃত টিন রুপোর চেয়েও দামি। বাজারে টিনের জিনিস বলে যেগুলো চলে তা আসলে পাতলা লোহার পাত মাত্র। আসল টিন আণবিক চুল্লিতে ব্যবহৃত হয়। তার আন্তর্জাতিক বাজারদর বিরাট। চোরাকারবারিরা প্রথমে তাতেই আকৃষ্ট হয়েছিল। তারপর জানা গেল ওখানে মাটির নীচে আট থেকে দশ হাজার টন সোনা সঞ্চিত আছে। তখন তো সোনায় সোহাগা।

"শুধু মালকানগিরিতেই নয়, মালকানগিরি থেকে দুশো কিমি এলাকা জুড়ে মধ্যপ্রদেশ অবধি বিস্তৃত সোনার খনি। সে অতি দুর্গম অঞ্চল। রাস্তাঘাট নেই। ফলে পুলিশ যতটা অসহায়, দুষ্কৃতীরা ততটাই সক্রিয়। তছনছ হয়ে যাচ্ছে উপত্যকা। দ্বিতীয়বার ধ্বংসের মুখোমুখি হচ্ছে সেখানকার জনজাতি। পীত দানবের অভিশাপ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে তাদের।"

আগাগোড়া সংবাদটি একবার-দু'বার নয়, বারবার পড়ে দেখল পাণ্ডব গোয়েন্দারা। কেমন যেন এক গা-ছমছম রহস্য ও উত্তেজনায় ভরে উঠল ওদের মন।

বাবলু বলল, "এই সংবাদ যে সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল সম্ভবত ওইরকম সময়ে আমরা কোনও অভিযান নিয়ে ব্যস্ত হয়েছিলাম। সেইজন্যই সংবাদটি আমাদের নজর এড়িয়ে গেছে। না হলে আপনার আমন্ত্রণে নয়, নিজেদের তাগিদেই আমরা অনেক আগেই কৌতূহল মেটাতে ওখানে পৌঁছে যেতাম। এখন বলুন আপনার কাজটা কী? ওখানে গিয়ে আমাদের কী করতে হবে? এবং কেনই বা আপনি আমাদের হাতে অত টাকা তুলে দিতে চাইছেন?"

"টাকার অঙ্কটা শুনেছ?"

"শুনেছি। কিন্তু এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না।"

"আমার কাজটা যদি তোমরা সত্যি সত্যিই করে দিতে পারো তা হলে ওই টাকা তোমরা অবশ্যই পাবে।"

বাবলু বলল, "তা হলে শুনুন মি. ফার্নান্ডেজ। টাকার লোভে নয়, আপনার কাজ যদি আমাদের সাধ্যের মধ্যে হয় তা হলে অন্তরের তাগিদেই সে কাজ আমরা করব। তা ছাড়া ওই বিশাল অঙ্কের টাকার হিসেব আমরা রাখতে পারব না। ব্যাঙ্কে, পোস্ট অফিসে যেখানেই রাখতে যাই না কেন আমরা, সকলেরই সন্দেহের চোখে পড়ে যাব। আর লুকিয়ে যে রেখে দেব তাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। কেন না কোনও অবস্থাতেই কালো টাকা ঘরে ঢোকাব না আমরা।"

"কিন্তু এ টাকা তো আমি তোমাদের পারিশ্রমিক হিসেবে দেব।"

তা যদি হয়, তা হলে সকলের সামনে প্রকাশ্যে এই টাকা আপনি আমাদের দেবেন এবং সেই টাকা আমাদের নামে আমাদেরই নির্বাচিত কোনও জনকল্যাণমূলক সংস্থার হাতে তুলে দিতে হবে।"

মি. ফার্নান্ডেজ নিষ্পলক চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন ওদের দিকে। তারপর বললেন, "তবে কিছুটা অসুবিধে আছে। কেন না আমার এইসব টাকার মধ্যে একটি টাকাও সৎ উপায়ে রোজগার করা নয়। তবুও টাকা আমি দেব, কিন্তু আমার নামটি গোপন রেখো তোমরা।"

"বেশ, তাই হবে।"

"এবার তা হলে এক কাপ করে কফি হয়ে যাক।"

বাবলু বলল, "আপত্তি নেই।"

মি. ফার্নান্ডেজ উত্তরার দিকে তাকাতেই উত্তরা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার বাবলুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে চলে গেল। একটু পরেই একজন মহিলাকে নিয়ে ঘরে এল সে। তার হাতের ট্রেতে রাখা কফি এবং সকলের জন্য কেক।

একটি প্লেটে কেক নিয়ে প্রথমে পঞ্চুকেই দেওয়া হল। পঞ্চু লাজুক লাজুক মুখে কেক খাওয়া শুরু করতেই ফার্নান্ডেজ স্নেহভরে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, "কেউ বলবে, এই কুকুরের এত তেজ? দেখলে মনেই হবে না।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও সবাই কেক আর কফির পাত্র তুলে নিল।

ফার্নান্ডেজ কেক নিলেন না। নিজের ভাগেরটাও পঞ্চুকে দিয়ে কফির পেয়ালায় চুমুক দিলেন। তারপর

বলতে শুরু করলেন, "আশা করি খবরের কাগজের ওই অংশটুকু পড়ে মালকানগিরি সম্বন্ধে একটা ধারণা তোমাদের হয়েছে। এখন শোনো, আমার একমাত্র ছেলে মাইক, তার স্ত্রী ডোনা ও আমার আদরের নাতি বনি দুর্ভাগ্যক্রমে ওইখানকার মাফিয়াদের কবলে পড়ে গেছে। ওই বিশাল আয়তনের দুর্গম পার্বত্য এলাকায় কোথায় যে তারা কীভাবে মৃত্যুর দিন গুনছে তা জানি না। বনির ব্যাপারেই ভয়টা আমার সবচেয়ে বেশি। কেন না আজও ওখানকার বন্য আদিবাসীরা অন্ধ সংস্কারের বশে বেশি স্বর্ণলাভের প্রত্যাশায় গোপনে শিশুবলি দিয়ে থাকে। কোরাপুটের কাছে গুপ্তেশ্বরের স্ট্যালাকটাইট গুহায় কিছুদিন আগেও এক বন্য কাপালিককে পুলিশ শিশুবলির অপরাধে গ্রেফতার করেছে। তাই তোমাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, তোমরা যেভাবেই হোক আগে চেষ্টা কোরো আমার বনিকে উদ্ধার করতে। অবশ্য যদি ও এখনও বেঁচে থাকে। আর আমার পুত্রবধূ ডোনা, ওরকম সুন্দরী মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। আমার ছেলে মাইক ওকে একদম কাছছাড়া করত না। কিন্তু...।"

বাবলু বলল, "সবই বুঝলাম। তা এই ব্যাপারে আমরা কী করতে পারি? আপনি ইমিডিয়েটলি পুলিশে খবর দিন।"

ফার্নান্ডেজ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "তাতে কোনও লাভ হবে না। ওই স্বর্ণচক্রের মাঝখানে পুলিশের ভূমিকাটা যে কী হতে পারে, তা আশা করি পাণ্ডব গোয়েন্দাদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। বিশেষ করে ওই অঞ্চলের মাফিয়াদের গডফাদার যে, সেই একচক্ষু ইউনিকর্নই আমাদের প্রধান শত্রু। পুলিশের সাধ্য নেই তার কিছু করে।"

"সেটা হয়তো একাংশের। বাকিরা?"

"তারা তার নাগালও পায় না। না পাওয়ার কারণও আছে। ওই অঞ্চলের রাক্ষস প্রজাতির আরণ্যকদের ওপর তার প্রভাব খুব বেশি। তারাই তাকে পুলিশ প্রশাসনের আড়ালে সরিয়ে দেয়।"

বিলু বলল, "রাক্ষস প্রজাতির আরণ্যক মানে? একটু খুলে বলুন। ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।"

"না বোঝার কিছু নেই। মালকানগিরি জেলার মহারণ্যে ভীষণদর্শন আদিবাসীদের বাস। এরা রাবণের বোন শূর্পণখার বংশধর বলেই পরিচিত।"

"সত্যি?"

"তাই তো শোনা যায়।"

ভোম্বল বলল, "আপনি যা বললেন শুনেই তো ভয় লাগছে আমাদের।"

"ভয় পাওয়ারই কথা।"

বাবলু বলল, "আপনার ছেলে, বউমা, নাতি, এদের কোনও ফটো আমাদের দেখাতে পারেন?"

"নিশ্চয়ই। সে-সব তো হাতে নিয়েই বসে আছি। না হলে তোমরা চিনবে কী করে?" বলে একটি অ্যালবাম ওদের হাতে দিয়ে বললেন, "এতে যত ছবি আছে সবই ওদের।"

বাবলু তখন অ্যালবামটি মেলে ধরে ছবিগুলো খুঁটিয়ে দেখল। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল ছবিগুলো। শিশু বনির একটি ছবির দিকে তাকিয়ে বাবলু এমনই মুগ্ধ হয়ে গেল যে, আর চোখই ফেরাতে পারল না। অনেকক্ষণ ধরে ছবিটা দেখে একসময় বলল, "এই শিশুকে যদি ওরা সত্যিই হত্যা করে থাকে তা হলে ওদের উপযুক্ত শাস্তি যে আমরা কীভেবে দেব কেউ তা কল্পনাও করতে পারবে না।"

ফার্নান্ডেজের চোখে তখন জল এসে গেছে। বললেন, "হি ইজ মাই সোল অব লাইফ। বনি! মাই সুইট বেবি। ওঃ গড।" বলে একটুক্ষণ চোখ বুজে বসে থাকার পর আবার বললেন, "এর মূলে কিন্তু ওই শয়তান ইউনিকর্ন।"

বাবলু বলল, "লোকটাকে দেখেছেন আপনি? চেনেন তাকে?"

"দেখেছি মানে? খুবই সামান্য অবস্থা থেকে দেখেছি। একশৃঙ্গের বদলে একচক্ষুবিশিষ্ট নররূপী গন্ডার একটি। ওকে বলা হয় দেবগিরির দানব। জন্ম থেকেই একটি চোখ অন্ধ ওর। দারুণ শক্তিমান। প্রায় সাত ফুটের মতো লম্বা নৃসিংহ অবতার একটি। কোনওরকমে খুঁজেপেতে ওই লোকটিকে যদি ফাঁদে ফেলতে পারো তবেই সন্ত্রাসের অবসান হয়।"

বাবলু বলল, "কী হবে তাতে? মাফিয়াচক্র এমনই যে, একজন গেলে আর-একজন গজিয়ে উঠবে। তা ছাড়া ওখানে তো ওইরকম লোক একা ও নয়, আরও অনেকেই আছে।"

"আছে। কিন্তু ওই লোকই দারুণ প্রভাবশালী।"

"অর্থাৎ কিনা গডফাদার।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"হ্যাঁ। এবং আমার পরিবারের বিপর্যয় ওই লোকই ঘনিয়ে এনেছে। শুধু আমার নয়, আরও অনেকের। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ যার ওপরই হয়েছে, তারই সর্বনাশ করেছে ও। এ ছাড়া কথায় কথায় খুনজখম ওর কাছে পুতুল খেলার মতো। বন্য আদিবাসীদের ওপর দারুণ আধিপত্য থাকায় তাদের ভুল বুঝিয়ে সোনার লোভ দেখিয়ে মিসগাইড করেছে। শিশুবলির মতো কুসংস্কারে ইন্ধন জোগাতে ওর চেয়ে সহায়ক আর কেউ নেই।"

বাবলু বলল, "থাক, আর বলতে হবে না। এখন বলুন, দেবগিরি কোনখানে? কেনই বা ওকে দেবগিরির দানব বলা হয়?"

"সব বলব তোমাদের। কিছুই তো বলা হয়নি। এখন আমার কথাগুলো একটু মন দিয়ে শোনো। আজ আমাকে এই পরিবেশে তোমরা দেখলেও আমি কিন্তু এখানকার লোকই নই। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে সম্বলপুর শহরে আমি বাঘের চামড়া ও হরিণের শিং নিয়ে ব্যবসা শুরু করি। কিন্তু বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব ক্রমশ লোপ পেতে থাকায় ওই কারবার বেশিদিন চলেনি। এর পর গভীর বনপ্রদেশ থেকে জঙ্গলের গাছ কেটে গোপনে চালান দিতে থাকি। এই ব্যবসা ছিল অত্যন্ত লাভজনক। আমার মূল ঘাঁটি ছিল তখন কোরাপুটে। একবার দুদুমার জঙ্গলে গাছ কাটতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে বেশ কয়েক মাস জেলও খাটি। কিন্তু আবার জেল থেকে বেরিয়ে এসে শুরু করি ওই একই ব্যবসা। ততদিনে আমাদের দল বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আরও একাধিক চোরাকাটরা আমাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ শুরু করেছে। রীতিমতো কম্পিটিশন মার্কেট তখন। সেই সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে চলেছে বেষারেষি। ফলে চুরি-ডাকাতিও হতে লাগল। ওই অঞ্চলে নিরাপত্তার অভাব বুঝতে পেরেই একসময় কোরাপুটের পাট চুকিয়ে চলে এলাম রায়গড়ায়।"

বাবলু বলল, "রায়গড়া না রায়গড়?"

"রায়গড়া। এটা ওড়িশায়। কেউ কেউ রায়গাডাও উচ্চারণ করেন। তা এই রায়গড়া হল বিশাখাপত্তনম তিতলাগড় শাখার একটি জমজমাট জায়গা। আমি যে সময় ওখানে গিয়েছিলাম তখন শহব এখনকার মতো এমন সুন্দরভাবে গড়ে ওঠেনি। ওই রায়গড়ায় শহরের একপ্রান্তে নাগবতী নদীর তীরে মনের মতো একটি বাড়ি তৈরি করে আমি বসবাস করতে থাকি। আমার একমাত্র ছেলে মাইককে পড়াশোনা করার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ভিজিয়ানাগ্রামে। সেও আমারই মতো দীর্ঘ উন্নত ও বলবান। একবার দেবগিরিতে এক বন্য চিতার সঙ্গে লড়ে চমক সৃষ্টি করেছিল সে।"

বাবলু বলল, "দেবগিরিটা কোথায়?"

"রায়গড়া থেকে তিতলাগড়ের দিকে যেতে প্রায় আটচল্লিশ কিমি দূরে। অদ্ভুতদর্শন পাহাড় এটি। ওই দেবগিরির ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের বাংলোয় কাজ করত ইউনিকর্নের বাবা। বাবা ওর নাম দিয়েছিলেন গন্ডার। কিন্তু ওর ওই বিকট চেহারা এবং একচক্ষু দেখে ডোনাল্ড সাহেবই ওর নাম দেন ইউনিকর্ন। সেই থেকে ওই নামেই পরিচিত ও। নিজের মাথায় নারকেল ফাটিয়ে তাক লাগাত। সে যাই হোক, একবার ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে জেল খেটে এসে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একরাতে একই পরিবারের প্রায় সবাইকে খুন করে উধাও হয়ে যায় ও। পুলিশ ওর নাগালই পায় না আর। কোরাপুট জেপুর হয়ে মালকানগিরির গভীর জঙ্গলে ওর অজ্ঞাতবাস চলতে থাকে। মাঝেমধ্যে বিরলদর্শন হলেও হঠাৎ করে আত্মপ্রকাশ হয় ওর। এখন তো স্বর্ণসংগ্রহে ওর জুড়ি আর কেউ নেই।"

বাবলু বলল, "আপনার কথা শুনে লোকটাকে আমার এখনই একবার দেখতে ইচ্ছে করছে।"

ফার্নান্ডেজ বললেন, "এবার আমার ছেলের কথা বলি।"

"বলুন।"

"আমার ছেলে মাইক হঠাৎই করল কী, লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বড় একটি সার্কাস দলে ভিড়ে বাঘের খেলা দেখাতে শুরু করল। এই খেলা ও শিখেছিল এক সাহেবের কাছে। যাই হোক, এইভাবে খেলা দেখাতে দেখাতে দেশ-দেশান্তবে ঘুরে বেড়াত ও। ওই সার্কাস দলেই দড়ির খেলা ও জিমনাস্টিকস দেখাত একটি মেয়ে। নাম তার ডোনা। আমার ছেলে মাইক একদিন তাকেই বিয়ে করে বসল। প্রথমে আমি খুব আপত্তি করেছিলাম। ও কিন্তু আমার কথা কানেই নিল না। যাই হোক, বিয়ের পর ডোনাকে দেখে আমার এত ভাল লাগল যে, আমার মনে হল ছেলে আমার ভুল করেনি। ঠিকই করেছে সে। তবে ডোনা কিন্তু সত্যিই ভাল মেয়ে। আমার কথা শুনে সার্কাসের খেলা ছেড়ে সুখে ঘরসংসার করতে লাগল। এই ব্যাপারে সার্কাস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চরম বিবাদ বেধে গেল তাই। বাধবে নাই-বা কেন? সার্কাস কোম্পানির তো মাথায় হাত! কেন না ডোনা ছিল ওই সার্কাস দলের গ্ল্যামার কুইন। সে চাকরি ছেড়ে দেওয়ায় কর্তৃপক্ষ বেজায় অসন্তুষ্ট হল মাইকের ওপর। মাইকও তখন বিরক্ত হয়ে সার্কাস দলের চাকরি ছেড়ে ওই সোনাব খনির দেশে গিয়ে শুরু

করল মাফিয়াগিরি। আমি অনেক বারণ করলাম ওকে। ও কিন্তু আমার কথা শুনল না। কেন না সোনার নেশায় তখন পেয়ে বসেছে ওকে।"

"আপনার পুত্রবধূ ডোনা আপত্তি করেনি?"

"করেছিল বইকী। ও তো জানত এর পরিণতি কী হতে পারে।"

"তারপর?"

"তারপর আর কী? ও ওর খেয়ালখুশিমতোই কাজকর্ম করতে লাগল। আসলে ছেলেবেলা থেকেই ও বড় বেশি জেদি এবং খামখেয়ালি। একবার যা মাথায় চাপত তার শেষ না দেখে ও ছাড়ত না। এই মালকানগিরিতে এসে হঠাৎই একদিন ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ইউনিকর্নের। দু'জনেই দু'জনকে চিনতে পারল। ইউনিকর্ন বলল,'আমি এখানকার সোনার খনির রাজা। আমি চাই না আমার এলাকায় আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে তুমি কাজ করো। তাই তোমাকে সাতদিন সময় দিচ্ছি, আশা করি এই এলাকা ছেড়ে তুমি চলে যাবে।' ওর কথার উত্তরে মাইক বলল, 'ওই একই জবাব আমারও। ভবিষ্যতে এই এলাকার মধ্যে আর কখনও যদি তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় তা হলে তোমার নিয়তি আমিই হব। মনে রেখো, তোমারই জন্মভূমিতে বুনো চিতার সঙ্গে লড়ে আমি জিতেছি। কাজেই তোমার মতো নররূপী জাগুয়ারের হাল কী করে খারাপ করতে হয় তা আমার জানা আছে। তা ছাড়া পুলিশ এখনও হন্যে হয়ে খুজছে তোমাকে।'"

"এর পরেই কি সংঘাত?"

"না। ইউনিকর্ন আর একটি কথাও না বলে বিদায় নিল। তবে যাওয়ার সময় খানিকটা দূরে গিয়ে খুব একটা বাজে কথা বলে গেল ডোনার নামে। তাতেই মাথাটা গরম হয়ে উঠল মাইকের। আসলে ডোনাকে নিয়ে কেউ কোনও কথা বললে ওর মাথার ঠিক থাকে না।"

বাবলু বলল, "বিপর্যয়টা তা হলে ঘটল কীভাবে? এই ঘটনার কতদিন পরে উধাও হল ওরা?"

"এই ঘটনার দু'-একদিন পরই একটা উড়ো খবর পেয়ে মাইক তার দলবল নিয়ে চলল ইউনিকর্নের সন্ধানে। ওর কাছে খবর ছিল চিত্রকোণ্ডা অঞ্চলে ইউনিকর্ন ওর দলবল নিয়ে কাজ করছে। কিন্তু খবরটা যে মিথ্যে, তা ও বুঝতে পারেনি। তাই হতাশ হয়ে যখন ফিরে এল তখন দেখল চরম সর্বনাশ হয়ে গেছে। ঘর তছনছ করে শত্রুপক্ষ নিয়ে গেছে ওর অনেক কিছু। সেইসঙ্গে নিয়ে গেছে ডোনা আর বনিকেও। ছেলে-বউয়ের শোকে মাইক তখন উন্মাদ। সোনার নেশা ওর মন থেকে মুছে গেছে তখন। শুধুমাত্র প্রতিশোধের স্পৃহা নিয়েই পাহাড়-জঙ্গল তোলপাড় করতে লাগল ও। কিন্তু যার খোঁজে এত কাণ্ড, সে কোথায়? কোথায় ইউনিকর্ন? খবর পেয়ে আমি ছুটলাম। জ্যাকিকে বললাম গাড়ি বের করতে। জ্যাকি আমার অত্যন্ত বিশ্বাসী, অনুগত এবং বুদ্ধিমান। ওর হাতের অব্যর্থ টিপ কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। রায়গড়া থেকে মালকানগিরির পথ এখন দুর্ভেদ্য নয়। জকিপুর, অন্টেওয়াড়া, কুমারীখেড়া, কোরাপুট, জেপুর হয়ে আমপালি, গোবিন্দপালির ভেতর দিয়ে সুদূর মালকানগিরি পর্যন্ত প্রশস্ত পথ। সে-পথ আরও অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। সেই পথ ধরেই এগিয়ে চললাম আমরা। দু'জনেই সশস্ত্র। মনে-মনে ঠিকই করেছিলাম আমরা, কোথাও এতটুকু বাধা পেলেই লড়ে যাব। কিন্তু আমার শত্রুরা আমার চেয়েও অনেক বেশি সতর্ক। তাই কোটামেটার অরণ্যে ওরা কৌশলে আমার গাড়িটাকে দুর্ঘটনায় ফেলল। সেই দুর্ঘটনায় নিজের পাদুটো হারালাম আর জ্যাকি হারাল ওর বাক্‌শক্তি।"

"সেটা কীভাবে হল?"

"বলছি শোনো। যে জায়গায় দুর্ঘটনাটা হয়েছিল সেখানকার মানুষজন এসে আমাকে উদ্ধার না করলে মরেই যেতাম আমি। এরা অতি সাধারণ গ্রামবাসী। আমাকে দুর্ঘটনাস্থল থেকে নিয়ে এসে পাঠিয়ে দিল জেপুরের সরকারি হাসপাতালে। সেখান থেকে ভুবনেশ্বর। পাদুটো গেল কিন্তু প্রাণে বাঁচলাম। আর জ্যাকি? তার দেহটা দুর্ঘটনাস্থল থেকে একটু দূরে খাদের মধ্যে এমন এক জায়গায় পড়ে ছিল যে, ওর ভাগ্য ভাল ওকে বাঘে খায়নি বা ভালুকে আঁচড়ায়নি। তিনদিন পর কয়েকজন কাঠুরিয়ার সাহায্যে প্রবল জ্বর নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে এল সে। এদিকে ওই জঙ্গলে একটানা বিষাক্ত মশার কামড়ে ওর এমন এক অসুখ ধরল যে, সেই অসুখে ওর স্মৃতিভ্রম না হলেও কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলল ও। ইতিমধ্যে আমাদের নিয়ে পুলিশি ঝামেলাও চরম উঠেছে। বেআইনি পিস্তল ও রিভলভার রাখার জন্য অনেক খেসারত দিতে হয়েছে আমাকে।"

"তারপর?"

"তারপর আর কী? সবই স্বাভাবিক হয়ে গেছে। মাঝখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম আমাদের পরিবারের সবাই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "কতদিন আগের কথা এসব?"

"প্রায় তিন মাস তো হল।"

"আপনার পাদুটো কেটে বাদ দিতে হয়েছে?"

"না। দুটো পায়েরই হাড় এমন জায়গা থেকে ভেঙেছে যে, আর স্বাভাবিক হওয়া সম্ভব নয়। আরও দু'-একটা অপারেশনের পর হয়তো ক্রাচে ভর করে চলতে পারব, কিন্তু আগের মতো ভালভাবে নয়। রায়গড়ায় আমাদের নিরাপত্তার অভাব বোধ করে এবং ভাল চিকিৎসার জন্য আমরা দু'জনেই কলকাতার নিরাপদ আশ্রয়ে আছি। জ্যাকি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তবে ওর বোবা হয়ে যাওয়ার কারণ খতিয়ে দেখার জন্য অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা রুদ্ধশ্বাসে ফার্নান্ডেজের কথাগুলো শুনল।

ফার্নান্ডেজ বললেন, "এখন তোমরাই বলো, আমার করণীয় কী? এত কাণ্ডর পরও পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে ওখানে। মাইক, ডোনা, বনি এদের উদ্ধার করা দূরের কথা, আদৌ এরা বেঁচে আছে কিনা তাও বলতে পারছে না। কাজেই কী করে ওদের ওপর আমি ভরসা রাখি? তাই অনেক ভেবেচিন্তে তোমাদের শরণ নিতে বাধ্য হয়েছি আমি। পেশাদার কোনও গোয়েন্দাকে কাজে লাগালেও সেই একই ব্যাপার হত। তারা টাকার পর টাকা চাইত কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করত না। সবচেয়ে বড় কথা, তোমাদের কাছে আমার গোপনীয় যা কিছু সবই যেভাবে বললাম তা তো অন্যের কাছে বলা যায় না। যাবেও না।"

বাবলু মন দিয়ে ফার্নান্ডেজের সব কথা শুনে বলল, "পরিস্থিতি যা, তাতে মনে হচ্ছে ওদের বেঁচে থাকার আশা খুবই কম। আপনার পুত্রবধূ ডোনাকে ইউনিকর্ন মেরে ফেলতে না-ও পারে, কিন্তু বনি আর মাইকের ব্যাপারে খারাপটাই আশা করা যায়। যাই হোক, এখন আপনাদের যা ব্যাপার-স্যাপার তাতে বোঝাই যাচ্ছে দুটি ক্রিমিনাল গ্যাং এর অন্ধকার জগতের কাজকর্মের হিস্যা নেওয়ার ব্যাপার এটা। এইরকম কোনও দলাদলির মাঝখানে বিশেষ কোনও পক্ষের হয়ে কোনওরকম মোকাবিলার ঝুঁকি নিতে আমরা চাই না। তবুও শিশু বনির জন্য আমরা নিশ্চয়ই কিছু করব। তা ছাড়া এই মুহূর্তে ওই অঞ্চলের পাহাড় জঙ্গল আমাদের যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।"

"আমি জানি তোমরা পাহাড় পর্বতের ডাক উপেক্ষা করতে পারো না। তোমাদের উপস্থিত বুদ্ধি আর বয়স তোমাদের বড় সহায়। সহজে কেউ তোমাদের সন্দেহ করে না। তার ওপর পঞ্চুর মতো বডিগার্ড তোমাদের নিত্যসঙ্গী। অতএব তোমরা যাও। গেলে আর কিছু না হোক, ওদের ব্যাপারে সঠিক একটা সংবাদ আমি আশা করতে পারব। এবং সেইসঙ্গে এও আশা করব ইউনিকর্নের শেষ প্রহর তোমরাই ঘনিয়ে আনবে। তোমার একটি গুলিতে যদি ওই শয়তানের চর একেবারে যমের দুয়ারে পৌঁছে যায় তা হলে দশ লাখ নয়, চাইলে অনেক, অনেক পাবে।"

বাবলু হেসে বলল, "মি ফার্নান্ডেজ, অনুগ্রহ করে আপনি আমাদের ভাড়াটে গুন্ডা হিসেবে ব্যবহার করবেন না। তা হলে আমরা অত্যন্ত ব্যথা পাব। এখন আপনি আমাদের কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিন।"

"কী জানতে চাও বলো?"

"মালকানগিরির যে বাড়িতে আপনার ছেলে বসবাস করত, সেটা কি আপনাদের নিজেদের বাড়ি?"

"হ্যাঁ। আমাদেরই বাড়ি। রায়গড়ার বাড়িও আমার নিজের। আর এই যে ফ্ল্যাটে বসে কথা বলছ, এই ফ্ল্যাটও আমার কেনা। সাড়ে সতেরো লাখ টাকা দিয়ে এই ফ্ল্যাটটা আমি কিনেছি, তা কি জানো?"

"জানবার দরকার নেই। আমার এবারের প্রশ্ন, টাকা তো আপনি ব্যাঙ্কে রাখেন না, অত টাকা, সোনা কোথায় রাখেন আপনি?"

ফার্নান্ডেজ হেসে বললেন, "ব্যাঙ্কে যে একেবারে রাখি না তা নয়, তবে বেশিরভাগ টাকাই প্রপার্টি কিনে বা অন্যভাবে লুকিয়ে রাখতে হয়। সোনাও সংগ্রহে রাখতে হয় খুবই সাবধানে। খাঁটি সোনা বা আকরিক সোনার একটি দানাও অবশ্য এখানে নেই। মালকানগিরিতেও না। ওসব আছে রায়গড়ার বাড়িতে। এমন জায়গায় আছে যে, টেরও পাবে না কেউ।"

"আপনার রায়গড়ার সেই বাড়ি কার জিম্মায় রেখে এসেছেন?"

"জ্যাকির দুই ছেলে আর বউ আছে সেখানে।"

"ওখানে ওদের জীবন কি বিপন্ন নয়?"

"না। খুবই নিরাপদ আশ্রয় ওটা। এমনকী মাইক যদি ডোনা বা আমার কথা শুনে সোনার লোভে মরিয়া না হয়ে উঠত তা হলে এই বিপর্যয় কখনওই ঘনিয়ে আসত না আমাদের জীবনে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"রায়গড়া স্টেশন থেকে আপনার বাড়ি কতদূরে?"

"একটু দূর আছে। তা ধরো তিন কিমি। জায়গাটার নাম হাতিপাথর। ওখানে ফার্নান্ডেজ হাউস খুব বিখ্যাত। আর মালকানগিরির যে-বাড়ি, সে-বাড়ি এখন তালাবন্ধ। তবে ডুপ্লিকেট চাবি আমার কাছেই আছে। ওই বাড়ি দেখাশোনা করে গোপী সিংঘল নামে আমারই এক দোস্ত। তোমরা গেলে আমি তাকে চিঠিও লিখে দেব।"

"উনি কী করেন ওখানে?"

"বিজনেসম্যান। মালকানগিরির বাজারে পিতল-কাঁসার দোকান আছে একটা।"

বাবলু কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে থেকে হঠাৎই একসময় উত্তরার দিকে তাকিয়ে বলল, "আর এই মিস্টিরিয়াস গার্ল? এর পরিচয় কী? এর বাড়ি কোথায়?"

ফার্নান্ডেজ বললেন, "সে কী! ওর ব্যাপারে ও কিছু বলেনি? তবে যে শুনলাম ও তোমাদের দীর্ঘদিনের বন্ধু।"

"মিথ্যে কথা বলেছে।"

উত্তরা বলল, "তোমাদের গাড়ি রেডি। আর বসে না থেকে উঠে পড়ো। কবে নাগাদ তোমরা যাবে বা যেতে পারো আজ-কালের মধ্যেই ফোনে তা জানিয়ে দিয়ো। এই নাও ফোন নাম্বার।" বলে একটা নাম্বার লেখা কাগজ এগিয়ে দিল ওদের দিকে।

বাবলুরা উঠে দাঁড়াল। পঞ্চুও একবার আড়ামোড়া ভেঙে অনেকক্ষণ একভাবে বসে থাকার ক্লান্তি দূর করতে দেহটাকে টান করে পিছু নিল ওদের।

উত্তরা সবাইকে নিয়ে নীচে নামল।

॥ ৩ ॥

ঠিক সন্ধের মুখেই পাণ্ডব গোয়েন্দারা এক এক করে সবাই এসে জড়ো হল বাবলুর ঘরে। মা সকলকে চা-জলখাবার দিলে ফার্নান্ডেজ পরিবারের ওই ব্যাপারটা নিয়ে জোর আলোচনায় মেতে উঠল সবাই।

বাবলু বলল, "আমাদের এবারের এই অভিযানের গুরুত্ব যে কতখানি তা আশা করি তোরা বুঝতেই পেরেছিস?"

বিলু বলল, "পেরেছি। এবং এই অভিযানে সফল হওয়ার সম্ভাবনাটা যে আমাদের খুবই কম, তাও বুঝেছি।"

ভোম্বল বলল, "সম্ভাবনা কম কেন?"

"ইউনিকর্নের যা প্রকৃতি, তাতে মাইককে সে নিশ্চয়ই এতদিন বাঁচিয়ে রাখেনি। আর বনিকে যদি সত্যি-সত্যিই আদিবাসীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়ে থাকে তা হলে এতদিনে সে নির্ঘাত কুসংস্কারের বলি হয়ে গেছে। বাকি রইল ডোনা। ওঁর মতো মেয়ে সব হারানোর পর নিশ্চয়ই আত্মঘাতী হবেন। অতএব আমরা ওখানে গিয়ে কাদের অনুসন্ধান করব? আর করবটাই বা কী?

মা এতক্ষণ দরজার আড়াল থেকে একমনে শুনছিলেন ওদের কথা। সব শুনে বললেন, "তবু তোরা যাবি। পিছিয়ে আসার পরিকল্পনা একদম করবি না। তিন-তিনটি প্রাণের একজনেরও যখন পাকাপাকিভাবে মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি তখন চেষ্টা করেই দ্যাখ না, ওদের একজনকেও যদি উদ্ধার করতে পারিস। তারপর ওই শয়তানটিকে উচিত শিক্ষা দিয়ে আয়।"

বিচ্চু বলল, "যাব তো বটেই। তবে ফার্নান্ডেজের ব্যাপারে নয়, ইউনিকর্নকে ওই অপরাধের জগৎ থেকে টেনে বের করে আনার জন্যই আমরা যাব।"

বাচ্চু বলল, "একই সঙ্গে ফার্নান্ডেজকেও দাঁড় করাব আসামির কাঠগড়ায়। বেঁচে থাকলে মাইকও পার পাবে না। ওদের সমস্ত বিষয়সম্পত্তি সরকার নিশ্চয়ই বাজেয়াপ্ত করবে।"

বাবলু বলল, "উত্তরাকে কী বলব তা হলে?"

ভোম্বল বলল, "সেটা তুই-ই ঠিক কর।"

মা বললেন, "উত্তরা কে?"

বাবলু বলল, "সে এখনও রহস্যের অন্ধকারে। ওর সম্বন্ধে কিছুমাত্র জেনে উঠতে পারিনি আমরা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"সে কী! ওই মেয়েই তো কাল তোদের কাছে এসেছিল। কথাবার্তা বলে ও-ই তো যোগাযোগ করল তোদের সঙ্গে।"

বাবলু বলল, "তুমি কী করে জানলে মা?"

"বাঃ রে! আমি পাশের ঘরে থাকি বলে কি কিছু শুনতে পাই না ভেবেছিস? ওকে নিয়ে কত আলোচনা করলি তোরা। আমি তো সবই শুনেছি ও-ঘর থেকে।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, কোথায় মালকানগিরি, কোথায় পার্ক স্ট্রিট, কোথায় হাওড়া। সবই কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। উত্তরা আমাদের মতো অতি সাধারণ ঘরের মেয়ে। আর ফার্নান্ডেজ মাফিয়া কিং। অঙ্কটা মেলাতে পারছি না কিছুতেই।"

বাবলুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক অপূর্ব দীপ্তিতে ঝলমলিয়ে ঘরের দরজার সামনে এসে যিনি দাঁড়ালেন তাঁকে দেখেই চমকে উঠল সকলে। রুবিদি। ওদেরই এলাকার একটি নার্সারি স্কুলের দিদিমণি। ওরা সবাই চেনে রুবিদিকে। উনি শিবপুরের দিক থেকে আসেন। তা সেই রুবিদি হঠাৎ এই অসময়ে, ব্যাপারটা কী?

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "এ কী! রুবিদি আপনি!"

"হ্যাঁ। ভাই। আসতেই হল। বড় দায় আমার।"

সবাই রুবিদিকে বসবার জন্য জায়গা ছেড়ে দিল। মা ভেতরের ঘরে চলে গেলেন রুবিদির জন্য কিছু করে আনতে।

বাবলু বলল, "এই অসময়ে আপনাকে এইভাবে দেখব, তা আমরা ভাবিওনি।"

রুবিদি বললেন, "উত্তরার সঙ্গে কী কথা হয়েছে তোমাদের? দুপুর থেকে কিছু খায়নি মেয়েটা। শুয়ে আছে আর কাঁদছে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর চেয়ে রইল রুবিদির মুখের দিকে।

বাবলু বলল, "উত্তরা!"

"হ্যাঁ, আমার বোন।"

"উত্তরা আপনার বোন? কই, সে-কথা ও একবারও বলেনি তো আমাদের।"

"সে কী!"

"আমরা জানিই না।"

"কী সাংঘাতিক মেয়ে ভাই। আমার মুখেই ও তোমাদেব কথা সব শুনেছে। তোমাদের বই পড়েছে। পার্ক স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে ওই যে মি. ফার্নান্ডেজের ওখানে তোমরা গিয়েছিলে উনি আমার বাবার বন্ধু ডা. চৌধুরীর পেশেন্ট। স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ডাক্তার উনি। তা মাঝেমধ্যে গাড়ি নিয়ে উনি আমাদের ওখানে আসেন। আমরাও যাই। ওঁর রায়গড়ার বাড়িতেও দু'-একবার গেছি আমরা। আসলে আমরা যখন কোরাপুটে থাকতাম তখন থেকেই আলাপ ওঁদের সঙ্গে।"

"আপনারা কোরাপুটে থাকতেন কেন?"

"আমার বাবা যে রেলে চাকরি করতেন। যাক, ওঁর ব্যাপাবে শুনেছ তো সব? কী দারুণ বিপর্যয় ঘটে গেল ওঁদের।"

"এ তো ওঁদের নিজেদেরই দোষে। অগুন নিয়ে খেলার এই তো পরিণাম। তা ছাড়া সোনা নিয়ে কাজ-কারবার যেখানে, হত্যা, মৃত্যুও সেখানে। তাই ওঁদের হয়ে কিছু করতে যাওয়া মানেই অযথা নিজেদের বিপদ ডেকে আনা।"

"তা ঠিক। তবে কিনা তোমবা তো অনেক অসাধ্য সাধন করেছ, তাই ও অনেক আশা নিয়ে বারবার তোমাদের কথাই বলেছিল ওঁকে। উত্তরাকে দারুণ স্নেহ করেন উনি। ওর মান রাখতে তোমরা একটু চেষ্টা করে দ্যাখো না ভাই।"

বাবলু বলল, "চেষ্টা আমরা অবশ্যই করব। তবে কিনা কোনও টাকা-পয়সার বিনিময়ে নয়।"

"টাকা নেবে না কেন?"

"দুটি মাত্র কারণে। এক, আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে ফার্নান্ডেজ পরিবারের তিনজনের একজনও হয়তো বেঁচে নেই। মৃত প্রাণ তো আমরা ফিরিয়ে আনতে পারব না। কাজেই অভিযানের শুরুতেই একটি ব্যর্থতার প্রশ্ন রয়ে গেছে। আর দ্বিতীয় কারণ, ইউনিকর্ন। তার নাগাল আমরা পেলে তো? যদি পাই, তা হলে আমরাই হব ওর মৃত্যুবাণ। চিরকালের জন্য ওর খেলা আমরা শেষ করে দিয়ে আসব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"ফার্নান্ডেজ তো এই কাজের জন্যই পাঠাচ্ছেন তোমাদের।"

"উনি না পাঠালেও আমরা যাব।"

এমন সময় মা চা নিয়ে এলেন। সেইসঙ্গে সকলের জন্য লুচি, সন্দেশ ইত্যাদি।

রুবিদি বললেন, "এতসব কী নিয়ে এলেন মাসিমা?"

মা বললেন, "কিছুমাত্র নয়। সন্দেশ ফ্রিজেই ছিল। লুচিক'টা ভেজে এনেছি শুধু।"

বিচ্ছু বলল, "এ-বাড়ির ধারাটাই এই। আমরা বাড়িতে যত না খাই তার চেয়ে বেশি খাই এখানে।"

মা বললেন, "শোনো পাগলি মেয়ের কথা! যাক, বেশি বাক্‌চাতুরি না করে গরম গরম খেয়ে নাও দেখি।"

খাওয়ার পর্ব শুরু হল। পঞ্চুর কী হল কে জানে? ওর জন্য আলাদা করে খাবার দেওয়া হলেও ও খাওয়ার ব্যাপারে এতটুকুও আগ্রহ প্রকাশ করল না।

বাবলু একবার আড়চোখে ভোম্বলের দিকে তাকালে ও বলল, "আসলে আজ বিকেলে অনন্তদার কেবিনে বসে আমরা দু'জনে মাংসের ঘুগনি খেয়েছিলাম তো, তাই—।"

বিলু বলল, "পারিসও বটে তুই!"

খেতে খেতেই রুবিদি বললেন, "হ্যাঁ, যা বলছিলাম। টাকা তোমরা অবশ্যই নেবে। যে টাকা উনি দেবেন বলেছেন সেটার কথা পরে। এখন এই যে যাবে তোমরা, এর একটা খরচ-খরচা নেই? এই টাকা না নেওয়ার কোনও মানেই হয় না। তা ছাড়া জেনে রাখো, মি. ফার্নান্ডেজের লাখ-লাখ টাকা নয়, কোটি-কোটি টাকা। সোনা পাচারে রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন বাপ-ব্যাটায়। মজুত সোনার স্টকও নেহাত কম নেই। কাজেই ওঁদের টাকা হাতছাড়া করে লাভ কী?"

"ওঁদের ওই অন্যায়ের পয়সার ওপর আমাদের একটুও লোভ নেই দিদি। তা ছাড়াও আমরা ওঁর কাছ থেকে টাকা নিতে সাহস করছি না কেন জানেন?"

"জানি। টাকা রোজগার করাটা তোমাদের উদ্দেশ্য নয় বলে। পেশাদার গোয়েন্দাও নও তোমরা—।"

"ঠিক। আসলে আমরা আমরাই। আমাদের পাঁচজনকে নিয়ে থ্রিলারধর্মী কাহিনী লেখা হয় বলেই এত নামডাক আমাদের। না হলে কে আমাদের চিনত? আমরা সব কাজের ব্যাপারে সবরকম ঝুঁকি নিতে রাজি হলেও এই কাজটা এমনই যে, এর সফলতার ব্যাপারে এতটুকুও আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না আমরা। তার কারণ আমাদের তদন্তের কাজটা অনেক দেরিতে হচ্ছে।"

"তবুও আশা ছাড়বে কেন? দ্যাখোই না চেষ্টা করে কী হয়! তবে আমার বিশ্বাস, জয়যুক্ত তোমরা হবেই। কেন না মায়ের আশীর্বাদ আছে তোমাদের ওপর। আর যাঁর কৃপায় এত নামডাক তোমাদের, সেই তিনিই যখন তোমাদের সহায় তখন তোমাদের ভয় কী? তিনি কখনওই এত তাড়াতাড়ি ব্যর্থতার দায়টা চাপিয়ে দেবেন না তোমাদের ওপর। তাঁর ওপরে বিশ্বাস রাখো, তোমরা ঠিকই জয়যুক্ত হবে।"

বাবলুর মুখে হাসি ফুটল এবার।

ভোম্বল বলল, "তবে কিছু মনে করবেন না রুবিদি, আপনার বোন সামনের বছরে মাধ্যমিক দেবে অথচ কী দারুণ হিসেবি।"

রুবিদি বললেন, "তোমাদের কাছে ওই টাকা পাওয়ার ব্যাপারে কোনও কমিশন চেয়েছে কী?"

বিলু, বাচ্চু, বিচ্ছু তিনজনেই খুব বিরক্তি নিয়ে ভোম্বলের দিকে তাকাল।

বাবলু বলল, "আরে, ও কিছু নয়। ছেলেমানুষি ব্যাপার একটা।"

"মোটেই তা নয়। ও এখন টাকা-টাকা করে পাগল হয়ে উঠেছে।"

মা বললেন, "সে কী! এই বয়সের মেয়ে এত টাকা নিয়ে কী করবে?"

"সিনেমায় নামবে।"

"সিনেমায় নামবে!"

সবাই চমকে উঠল রুবিদির কথা শুনে।

বাবলু সকৌতুকে রুবিদির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "ভারী ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো! হঠাৎ এরকম দুর্বুদ্ধি মাথায় চাপল কেন?"

ভোম্বল বলল, "সিনেমায় যদি নামে তা হলে আমরা টাকা পেলে তার থেকে কমিশন ওকে নিশ্চয়ই দেব। যা সুন্দর দেখতে ওকে, তাতে ওর সিনেমাতেই নামা উচিত।"

বিচ্ছু বলল, "তোমার মুণ্ডু।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "ওর ব্যাপারে সবকিছু একটু বলুন তো শুনি। মেয়েটাকে নজবে রাখতে হবে।"

পঞ্চু কী বুঝল কে জানে? ও হঠাৎই একটু উচ্চস্থান দেখে বেশ গুছিয়ে বসল।

রুবিদি বললেন, "ওর হঠাৎ মাথায় চেপেছে ও চলচ্চিত্রের একজন অভিনেত্রী হবে। টিভি, সিনেমার নায়িকাদের ছবিতে ওর অ্যালবাম ভর্তি।"

বাবলু বলল, "ও খুব সিনেমা আর টিভি দ্যাখে বুঝি?"

"আগে দেখত না। এখন দেখছে। আসলে হয়েছে কী আমাদের পাড়ার এক ভদ্রলোক টালিগঞ্জের স্টুডিয়োপাড়ায় যাতায়াত করেন। উনিই ওর মুখশ্রী দেখে মুগ্ধ হয়ে ওকে একটা ছবিতে নায়িকার বোনের ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ করে দিয়েছেন। ওকে নিয়ে পর-পর কয়েকদিন শুটিংও হয়েছে। কাগজে ছবিও বেরিয়েছে ওর। বন্ধুমহলে ওকে নিয়ে তাই এখন দারুণ মাতামাতি। ইতিমধ্যে ওই ছবির প্রডিউসার মারা যাওয়ায় ছবির কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ। আদৌ ছবিটা হবে কিনা সন্দেহ।"

বাবলু বলল, "তাই বলুন, এইরকম অবস্থায় ওর মনখারাপ হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।"

"বর্তমানে ওই ভদ্রলোক আর-একজন পরিচালককে বলে-কয়ে ওকে আর-একটি ছবিতে অভিনয় করবার সুযোগ করিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা আমাদের কাছ থেকে পঁচিশ হাজাব টাকা চান।"

বাবলু লাফিয়ে উঠল, "কখনওই না। এই ভুল কখনওই করবেন না রুবিদি।"

"আরে পাগল, ভুল করা তো পরের কথা। অত টাকা পাব কোথায় আমরা?"

"জেনে রাখুন, এইভাবে টাকা নিয়ে যারা ছবি করতে আসে তারা কখনওই ছবি করতে পারে না। ওকে বারণ করুন। যেভাবেই হোক ওর মাথা থেকে এই ভূত আপনি তাড়ান।"

"এই দায়িত্বটা আমি তোমাদেরকেই দিতে চাই।"

ভোম্বল বলল, "তা এই টাকার কথাটা তো ও মি. ফার্নান্ডেজকেও বলতে পারত।"

"ওইখানেই তো অন্য মেয়েদের সঙ্গে ওর তফাত। ফার্নান্ডেজকে বললে এখনই এককথায় টাকাটা দিয়ে দেবেন। কিন্তু ও তা বলবে না। তার কারণ, ওঁদের এই পারিবারিক সংকটের মুহূর্তে মরে গেলেও নিজের স্বার্থের কথা বলতে পারবে না ও।"

"আপনার বাবা-মা এই ব্যাপারে কী বলেন?"

"কী আর বলবেন? বাবার তো ঘোব আপত্তি।"

"মা?"

"মায়ের একদম ইচ্ছেই ছিল না ওই সাইড রোলেও ওকে অভিনয় করতে দেওয়ার। শুধু আমার ইচ্ছাতেই হয়েছে। আমিই চেয়েছিলাম চলচ্চিত্রের রঙিন পরদায় ওর মুখটা আসুক।"

বাচ্চু-বিচ্চু দু'জনেই লাফিয়ে উঠল, "এই না হলে দিদি! এমন দিদি যদি আমাদেরও থাকত।"

রুবিদি বললেন, "তা যাক, এখন তোমরা কী করবে বলো?"

বাবলু বলল, "আপনি কালই পাঠিয়ে দিন উত্তরাকে। তারপর যা বলবার ওকেই আমবা বলব।"

"আমি তা হলে আসি?"

"আসুন।"

ওরা সবাই ঘর থেকে বেবিয়ে এসে একটা রিকশা ডেকে চাপিয়ে দিল রুবিদিকে। রুবিদি চলে গেলে সবাই যে যার ঘরের দিকে চলে গেল।

পরদিন সকালেই শ্বেতশুভ্র এক রাজহংসীর মতো পাখা মেলেই যেন এসে হাজির হল উত্তরা। বাবলু তখনও ঘুমোচ্ছিল।

উত্তরা এসেই ঘরে ঢুকে একটানে ওর গা থেকে চাদরটা সরিয়ে দিয়ে বলল, "এই তুমি পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলু? এই বুঝি তোমাদের মর্নিংওয়াকের নমুনা? যত্তসব গুলতাপ্পি বানিয়ে বানিয়ে লিখিয়ে নাও নিজেদের সম্বন্ধে। এত বেলা অবধি ঘুমোতে লজ্জা করে না?"

বাবলু উঠে বসে উত্তরাকে দেখেই বলল, "ভারী চমৎকার একটা সিন তুমি ক্রিয়েট করলে তো? নাঃ, অভিনয় তোমার সত্যিই হবে। কিন্তু আমার বাড়িতে এসে আমার ঘরে ঢুকে এইভাবে আমার গা থেকে চাদর খুলে নেওয়ার সাহস তোমার কী করে হল?"

"সেটা আমাকে না জিজ্ঞেস করে তোমার মাকে জিজ্ঞেস করলেই পারো, যিনি আমাকে এই ঘরে ঢোকার এন্ট্রি দিয়েছিলেন। ওঁর নির্দেশেই এ-কাজ আমি করেছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

উত্তরার কথা শেষ হতেই মা ঘরে ঢুকলেন, "কী ঘুম ঘুমোচ্ছিলি বাবা কাল রাত থেকে, ওরা সব এসে অপেক্ষা করে করে চলে গেল।"

"আমাকে ডাকতে পারতে।"

"ইচ্ছে করেই ডাকিনি। হঠাৎ করে ঘুম ভাঙালে যদি শরীর খারাপ হয়?"

বাবলু বলল, "কাল মাঝরাতে কী একটা স্বপ্ন দেখে হঠাৎই ঘুমটা ভেঙে গেল। সেই যে ঘুম ভাঙল, আর এল না। অনেকক্ষণ ধরে বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে করতে অনেক আবোল-তাবোল চিন্তা করতে লাগলাম। তারপর ভোরের দিকে কখন যে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তার ঠিক নেই। এখন এই পরীটা এসে ডেকে না তুললে ঘুমই ভাঙত না।"

মা বললেন, "তবে?"

বাবলু একটা হাই তুলে উত্তরাকে বলল, "তুমি একটু বোসো। আমি বাথরুম থেকে আসি। অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে। হুট করেই চলে যেয়ো না যেন।"

উত্তরা বলল, "যাব বলে তো আসিনি। তোমার ডাক পেয়েই এসেছি।"

"বোসো তা হলে।" বলেই চলে গেল বাবলু।

মা নিজেই তখন ওব ঘরের সব জানলা-দরজা খুলে আলো-বাতাস খেলতে দিলেন। শীতটা এ-বছর যাই-যাই করেও যাচ্ছে না। বসন্তের মিষ্টি ছোঁয়ায় শীতের তীব্রতা যদিও নেই, তবুও শীত-শীত ভাবটা এখনও যেন সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বাথরুমের কাজ সেরে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে এল বাবলু। এসেই প্রথম প্রশ্ন মাকে, "বাবার কোনও ফোন এসেছে মা?"

মা বললেন, "না রে!"

"একটা এস টি ডি করতে পারলে হত।"

উত্তরা বলল, "তোমার বাবা তো দুর্গাপুরে থাকেন?"

"হ্যাঁ। তুমি তো সবই জানো দেখছি।"

"জানি বইকী! তোমাদের সঙ্গে কি আমার একদিনের পরিচয়? যদিও মি. ফার্নান্ডেজেব সামনে আমাকে মিথ্যাবাদী বলে এলে, তবুও—।"

"ক্ষমা চাইছি। তবে এর জন্য কিন্তু তুমিও খানিকটা দায়ী।"

"আমি দায়ী কেন?"

"নিজেকে অতটা অন্ধকারের মধ্যে না রাখলেই পারতে! সত্যি পরিচয়টা দিলে কোনও ক্ষতিটা হত? তুমি কি একবারও আমাদের বলেছিলে তুমি রুবিদির বোন?"

"আসলে তোমাদেরকে আমি একটুখানি সাসপেন্স-এর মধ্যে রাখতে চেয়েছিলাম। রহস্য-রোমাঞ্চের যাত্রী তোমরা। তোমাদের মনের দরজায় একটু জোরে ধাক্কা দেওয়া দরকার নয় কী?"

বাবলু বলল, "ও, তাই বুঝি?" বলেই জোর গলায় ডাকল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু বোধ হয় বাইরে ছিল। এর ডাকে ছুটে এল।

"যা। ওদের ডেকে নিয়ে আয়।"

চোখের পলকে পঞ্চু উধাও।

উত্তরা তখন আরাম কেদারায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে বলল, "বলো এবার কী বলবে? কীজন্য ডেকেছিলে আমাকে?"

"ধৈর্য ধরো। ওরা আসুক।"

এমন সময় সশব্দে টেলিফোনটা বেজে উঠল। বাবলু ফোন ধরে হ্যালো করতেই বাবার কণ্ঠস্বর ভেসে এল। উল্লসিত হয়ে বাবলু বলল, "এইমাত্র মাকে জিজ্ঞেস করছিলাম তোমার কথা। আর-একটু পরেই আমি এস টি ডি করতাম। ...হ্যাঁ, ভাল আছি। ...তুমি কোথা থেকে ফোন করছ?...তা হলে তো আধঘণ্টার ভেতরেই এসে পড়বে?... আচ্ছা আচ্ছা, রাখছি তা হলে?"

ফোন রেখে মাকে ডাকল বাবলু, "মা, এইমাত্র বাবা ফোন করেছিলেন হাওড়া স্টেশন থেকে। উনি এখনই এসে পড়বেন।"

"যাক বাবা, বাঁচা গেল। কী দুশ্চিন্তা যে হয়েছিল! দিনের পর দিন বাইরে পড়ে থাকে, মনটাও আমার পড়ে থাকে ওইদিকে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

একটু পরেই বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই এসে হাজির। উত্তরাকে দেখে দারুণ খুশি সকলে।

বিচ্ছু একটা অটোগ্রাফ-খাতা এগিয়ে দিয়ে বলল, "প্লিজ, একটা অটোগ্রাফ দিন না ফিল্মস্টার দিদিমণি।"

উত্তরা বলল, "আবার আমার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করছ? আমি কিন্তু অত্যন্ত সিরিয়াস মেয়ে। ওইসব একদম পছন্দ করি না।"

বাবলু বলল, "আমাদের সঙ্গে মিশতে গেলে এইরকম অনেক উপদ্রব তোমাকে সহ্য করতে হবে যে ভাই?"

"ভাই!"

'ইয়েস। আমরা যখন অভিযানে মাতি তখন আমরা আর ছেলেমেয়ে থাকি না। সবাই আমরা একাকার হয়ে যাই। এমনকী পঞ্চুও এক হয়ে যায় আমাদের সঙ্গে।"

"খুব ভাল কথা। এখন কাজের কথা একটু বলো দেখি? তোমরা কি যাচ্ছ? ইয়েস ওর নট?"

"যাচ্ছি, যাব। এবং সেইজন্যই তোমাকে ডেকেছি।"

উত্তরার চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "সত্যি?"

"কেন, রুবিদি বলেননি তোমাকে? আমরা তো কথা দিয়েছি।"

"কবে যাচ্ছ তোমরা?"

"তোমার সঙ্গে আলোচনা করেই দিন স্থির করব। তার আগে বলো, রুবিদির মুখে যা শুনলাম, অর্থাৎ তোমার ওই রঙ্গিলা হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখার কথাটা কি সত্যি?"

"সত্যি! আমার মন এখন সম্পূর্ণ অন্য জগতে চলে গেছে।"

"এতে তোমার পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে না?"

"না। বরং ভাল হচ্ছে। আসলে এই পরীক্ষা-টরিক্ষার ব্যাপারগুলো আমার কাছে কোনও আতঙ্কের বিষয় নয়। তবে এটা ঠিক, মাধ্যমিকের প্রথম দশজনের মধ্যে আমার নাম মা-সরস্বতী নিজে চেষ্টা করলেও রাখতে পারবেন না।"

উত্তরার কথায় পাণ্ডব গোয়েন্দারা হো-হো করে হেসে উঠল। পঞ্চুও হাসবার চেষ্টা করল একটু। কিন্তু পারল না বলে ডেকে উঠল 'ভৌ ভৌ' করে।

মা ততক্ষণে দারুণ সব খাবার বানিয়ে ফেলেছেন সকলের জন্য। কড়াইশুঁটির কচুরি, আলু-ফুলকপি ভাজা, আলুর দম। কাল রাতে গাজরের হালুয়া করেছিলেন, ফ্রিজে রাখা ছিল। তাও গরম করে দিলেন। সেইসঙ্গে শক্তিগড়ের স্পেশ্যাল ল্যাংচা।

সকলের চোখ তো কপালে উঠে গেল।

বাবলু বলল, "এ কী, এই ল্যাংচা কোথায় পেলে?"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই বাবার গলা শোনা গেল, "আমি এনেছি রে! কোম্পানির গাড়িতে আসছিলাম, শক্তিগড়ের কাছে গাড়িটা গেল খারাপ হয়ে। তাই ল্যাংচা কিনে একটা লোকাল ধরেই চলে এলাম।"

ভোম্বল বলল, "ওঃ! কতদিন যে ল্যাংচা খাইনি।"

বিলু বলল, "কতদিন আমার হাতের ঝাড়ও খাসনি।"

ভোম্বল বলল, "বড় বেশি টকেটিভ তুই। থাম তো।"

"থামলাম।"

সকলে বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই সবকিছু খেতে লাগল।

উত্তরা বলল, "আমি মিষ্টি খাই না। গা ঘুলোয়। এটা বরং কেউ তুলে নাও।"

ভোম্বল বলল, "মিষ্টি না খাওয়া খুব ভাল। আমার দাদামশাই তো মিষ্টির বদলে স্যাকারিন দিয়ে চা খান। যাই হোক, ওটা তা হলে আমাকেই দাও।"

বাবলু বলল, "না। এ মিষ্টি উত্তরাকেই খেতে হবে। এ বাড়িতে আজই ওর প্রথম দিন। কাজেই একটু মিষ্টিমুখ না করলে মনে আমি ব্যথা পাব।"

ভোম্বল বলল, "যাঃ বাবা।"

মা তখন আরও দুটো ল্যাংচা এনে ভোম্বলের পাতে দিয়েছেন।

পঞ্চুরও বোধহয় দরকার হয়ে পড়ল আরও দু'-একটার। তাই সে কুঁই-কুঁই করতে করতে মায়ের সঙ্গে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবা এবারে ঘরে এসে ওদের গোল হয়ে বসে থাকা দেখে বললেন, "তোরা কি আবার কোনও অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিস?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। এবারে মালকানগিরির দিকে যেতে হবে আমাদের।"

"ওরে বাবা, সে তো অনেকদূর। একেবারে দণ্ডকারণ্যে। বিশাল এলাকা। তা কী ব্যাপার?"

বাবলু উত্তরাকে দেখিয়ে বলল, "এদেরই একটা সমস্যা। পরে সব বলব তোমাকে।"

"খুব সাবধানে কাজ করবি ওখানে। নানা ধরনের লোকের বাস তো। অন্ধ্র, ওড়িশা আর মধ্যপ্রদেশের সীমান্ত। ওখানকার লোকেদের ভাষা বোঝাও দুষ্কর। কেন না পুরো আদিবাসী বেল্ট ওগুলো। তবে যেখানেই যাস সেন্টার করবি জয়পুরকে।"

বিলু বলল, "জয়পুর না জেপুর।"

"একই ব্যাপার। ওড়িশার জয়পুর। উচ্চারণভেদে জেপুর হয়ে গেছে। জয়পুরের বানানটা এই, JEYPUR যাক তোরা সব কথাবার্তা বল, আমি বাজারটা করে নিয়ে আসি।"

বাবা বাজারে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে পাশের ঘরে গেলেন।

উত্তরা বলল, "আমাদের এইসব আলোচনাগুলো তোমাদের বাগানে গিয়ে করল হত না?"

বাবলু বলল, "মন্দ কী?"

মা তখন চা নিয়ে এসেছেন। সেই চা খেয়ে ওরা সবাই পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়েই মিত্তিরদের বাগানের দিকে চলল। যেতে যেতে উত্তরা বলল, "আমার দিদি খুব ফুল ভালবাসেন। তোমাদের বাগানে যা গাঁদাফুলের গাছ দেখলাম, অত ফুল কী করো তোমরা? ঠাকুরকে দাও না?"

"মাঝে মাঝে দিতে হয় বইকী।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই এতক্ষণ নীরব ছিল।

এবার বাচ্চু বলল, "তুমি কি রুবিদির সঙ্গে এলে?"

"হ্যাঁ। দিদির তো মর্নিং স্কুল। তাই একসঙ্গেই এলাম। যাবও একসঙ্গে। দিদির স্কুলের ছুটি হলে তোমাদের এখানে আসবে। দু'জনে আমবা একসঙ্গেই যাব।"

বাগানে প্রবেশ করে মনোমতো একটা জায়গা দেখে গোল হয়ে বসল ওরা। পঞ্চু বসল সবাব মাঝখানে।

বাবলু বলল, "এবার তোমার কথা বলো শুনি।"

উত্তরা বলল, "আমার কথা আর নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। যে মুহূর্তে আমি মনস্থির করি এই কাজটা তোমাদের দিয়ে করাব, তখনই ফার্নান্ডেজ আঙ্কেলের সঙ্গে কথা বলি। তাবপব দিদির মুখ থেকে তোমাদের ব্যাপারে সবরকম খোঁজখবর নিয়ে একদিন বাত্রিবেলা জ্যাকিদাকে নিয়ে এখানে এসে সব দেখেশুনে যাই। তারপর নাটকীয়ভাবে যোগাযোগ করি তোমাদের সঙ্গে।"

"এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক আছে। তুমি যেজন্য কমিশন চেয়েছিলে সেই ব্যাপারটাও বোধগম্য হয়েছে। তবে একটা কথা—।"

"এর মাঝে আর কোনও কথা নয়, ওই টাকাটা না পেলে আমার স্বপ্ন সফল হবে না বাবলু। যে-কোনও একটা ছবিতে মুখ যদি আমি দেখাতে না পরি তা হলে দারুণ আক্ষেপ থেকে যাবে আমার। বন্ধুদের কাছেও মুখ দেখাতে পারব না।"

"এই কথা? এর জন্য চিন্তা কোরো না। ছবিতে তুমি অভিনয় করবে এবং সেরকম চ্যানেলও আমাদের আছে। এরজন্য কোনও টাকা দিতে লাগবে না। এখন যে কাজের জন্য আমাদের দবকার সেই কাজের ব্যাপারেই কথা হোক।"

"বেশ, বলো তা হলে কী ঠিক হল? কবে যাচ্ছ তোমরা?"

"যেদিনের টিকিট পাব। প্রথমেই আমরা রায়গড়ায় যাব। কেন না ফার্নান্ডেজ পরিবারের মূল ঘাঁটিটা আমাদের একবার দেখা দরকার। তারপরে যাব দেবগিরি।"

"ওখানে গিয়ে অযথা সময় নষ্ট করবে কেন?"

"বাঃ রে! ইউনিকর্নকে যখন দেবগিরির দানব বলা হয় তখন তার জন্মস্থানটা একবার দেখব না? ওর কোনও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গেও যদি পরিচয় হয় আমাদের, তা হলে ওর ব্যাপারে একটু খোঁজখবরও নিতে পারব। হয়তো এমন কোনও সূত্র আমরা পেয়ে যাব যাতে—।"

"কী সূত্র পাবে? কোথায় দেবগিরি, কোথায় মালকানগিরি।"

"আমাদের তদন্তে কোনও কিছুই অবহেলার নয়। মালকানগিবির গভীর জঙ্গলে কোথায় কোনখানে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ইউনিকর্নের বাসা তারও খোঁজখবর হয়তো ওখান থেকেই পেয়ে যেতে পারি। এর পর কোরাপুট, জেপুর হয়ে সোজা চলে যাব মালকানাগিরি। কেন না ফার্নান্ডেজ পরিবারের ওই তিনজনের খোঁজখবর নিতে গেলে ইউনিকর্নকে আমাদের চাই-ই চাই।"

"তোমরা তা হলে যত শিগগির পারো রওনা হও।"

"কালকের টিকিট পেলে কালই যাব আমরা।"

"কাল গেলে কী করে হবে? কাল গেলে আমার যাওয়া হবে না। তা ছাড়া ফার্নান্ডেজ আঙ্কেলের কাছ থেকে গাড়িভাড়ার টাকাটা তো নিয়ে আসতে হবে।"

"না। আমরা আমাদের নিজেদের খরচাতেই যাব। পরের পয়সায় নয়।"

"প্লিজ বাবলু! কালকের দিনটা বাদ দাও। একটা দিন অন্তত সময় দাও আমাকে।"

"তা না হয় দিলাম। কিন্তু যাবে কী করে তুমি? তোমার না মাধ্যমিক পরীক্ষা?"

"সে তো সামনের বছর। তা ছাড়া পড়াশোনার কাজ যেটুকু আমি করি তার বেশি করলে কিন্তু সব আমি ভুলে যাব। আমি তো আগেই বলেছি পরীক্ষার ভয়-ভীতি আমার নেই।"

"ও তোমার ব্যাপার, তুমি বোঝো। আমরা ওর মধ্যে নেই। কিন্তু তুমি যে যাবে আমাদের সঙ্গে, এই ব্যাপারে তোমার মা-বাবা আপত্তি করবেন না?"

"আমি হ্যাঁ বললে না করার সাধ্য কারও নেই।"

এতক্ষণে বিচ্ছু মুখ খুলল। বলল, "তুমি যদি আমাদের সঙ্গে যেতে চাও তাতে আপত্তির কিছু নেই। তবে কিনা আমাদের মতো অভিযানে অভ্যস্ত তো তুমি নও, পারবে আমাদের মতো কষ্ট সহ্য করতে? এমনকী জীবনও বিপন্ন হতে পারে।"

"পারব। নিশ্চয়ই পারব।"

বাবলু বলল, "বেশ, তা হলে তুমিও যাবে। ওই অঞ্চলের পথঘাট নিশ্চয়ই তোমারও পরিচিত?"

"আমরা তো কোরাপুটে থাকতাম। কোরাপুট, জেপুর সব আমার জানা। তবে মালকানগিরিতে যাইনি কখনও। যেমন যাইনি দেবগিরিতে। অথচ রায়গড়ায় গেছি। হাতিপাথারে নাগবতী নদীর জলপ্রপাত দেখেছি। ফার্নান্ডেজ আঙ্কেলের বাড়ি তো ওই হাতিপাথারেই।"

ওদের কথার ফাঁকেই রুবিদি এলেন। বললেন, "কী! কথাবার্তা সব ফাইনাল তো?"

"হ্যাঁ। এবার টিকিটটা পেলেই গাড়িতে উঠব।"

"টিকিট পেয়ে যাবে। ও গাড়ির ডিম্যান্ড খুব একটা নেই। যেটুকু ভিড়ভাট্টা হয় তাও ঝাড়সুগড়া আর সম্বলপুর পর্যন্ত। এখন তো ইস্পাত এক্সপ্রেস সম্বলপুর পর্যন্ত যাচ্ছে, তাই ও গাড়িব ভিড়ের চাপ অনেক কমে গেছে।"

বাবলু বলল, "আপনার বোনও তো আমাদের সঙ্গে যেতে চাইছে।"

"খবরদার নয়। ওকে নিয়ে গেলে তোমরাই কিন্তু বিপদে পড়বে।"

উত্তরা মুখ টিপে হাসতে হাসতে বলল, "আমি যাব।"

রুবিদি বললেন, "তোকে ছাড়লে তো যাবি?"

উত্তরা বলল, "আচ্ছা, দেখা যাবে।"

রুবিদি ওর হাতে টান দিয়ে বললেন, "তুই আয় তো আমার সঙ্গে।" বলে বাবলুকে বললেন, "তোমরা টিকিট কেটেই কিন্তু জানিয়ো ভাই। আমাদের ফোন নাম্বারটা আছে তো তোমাদের কাছে?"

বাবলু বলল, "আছে।"

উত্তরা বলল, "অনেক আগেই আমি দিয়ে রেখেছি। তবে আঙ্কেলের নাম্বারটা দেওয়া হয়নি। আসলে নাম্বারটা আমার মনে ছিল না। সবে কিছুদিন হল ফোন পেয়েছেন উনি।"

বাবলু বলল, "যাই হোক, আমাদের হয়ে তুমিই তা হলে মি. ফার্নান্ডেজকে জানিয়ে দিয়ো খুব শিগগির আমরা রওনা হচ্ছি বলে।"

রুবিদি বললেন, "তোমরা জয়যুক্ত হও।" বলে উত্তরাকে নিয়ে চলে গেলেন।

ওরা চলে গেলে বিলু বলল, "এখন আমাদের করণীয়?"

"অবিলম্বে একবার থানার সঙ্গে যোগাযোগ করা।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে টিকিট কাটতে যাবি কখন?"

"একেবারেই বেরোব। প্রথমে ব্যাঙ্কে যাব। তারপরে থানায় দেখা করে চলে যাব টিকিট কাটতে।"

ওরা আর একটুও সময় নষ্ট না করে পঞ্চুকে নিয়ে ঘরের দিকে চলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

॥ ৪ ॥

ব্যাঙ্কের কাজ শেষ করে থানায় যাওয়ামাত্রই ও সি বর্মণ ওদের দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলেন, "এসো, পঞ্চপাণ্ডবের দল। অনেকদিন পর তোমাদের সঙ্গে দেখা হল।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, অনেকদিন পর। আপনি ভাল আছেন তো স্যার? মাঝে আপনি অন্য জায়গায় বদলি হয়ে গিয়েছিলেন বলে কী মনখারাপই না হয়ে গিয়েছিল আমাদের! কবে জয়েন করেছেন এখানে?"

"প্রায় দিন পনেরো হল। যাক, ভাল আছ তো সব?"

"আমরা ভালই আছি। তবে খুব জটিল একটা কেসের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি আমরা। এই ব্যাপারে আপনার পূর্ণ সহযোগিতা চাই।"

মি. বর্মণ বেশ একটু গুছিয়ে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে জোরে একটা টান দিয়ে বললেন, "বলো তো শুনি ব্যাপারটা কী?"

বাবলু ফার্নান্ডেজের ব্যাপারটা বিশদভাবে না বলে ইউনিকর্নের কথাটাই বেশি করে বলল। আর বলল মাইক, ডোনা ও বনির নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাটা। সেইসঙ্গে সোনা নিয়ে যে রমরমা কাজ-কারবার চলছে ওখানে, তাও জানাল অকপটে।

সব শুনে গালে হাত দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বর্মণ বললেন, "খুব গোলমেলে ব্যাপার তো! তবে আমার মনে হয় ওই স্বর্ণচক্রের মধ্যে তোমরা না গেলেই পারতে!"

বাবলু বলল, "না। ওর মধ্যে আমরা যাচ্ছিই না। তার কারণ ওই অচেনা পরিবেশে গিয়ে আমাদের সীমায়িত ক্ষমতার মধ্যে কিছুই তো করতে পারব না আমরা। আমরা শুধু ঘুরে বেড়ানোর ছলে চেষ্টা করে দেখব নিখোঁজ ওই তিনজনের একজনকেও খুঁজে বের করতে পারি কি না। আর সম্ভব হলে ইউনিকর্নকে উচিত শিক্ষা একটা দিয়ে আসব, অথবা তুলে দিয়ে আসব পুলিশ প্রশাসনের হাতে।"

"হুম। খুব ভাল কথা। এখন আমাকে তোমরা কী করতে বলো?"

"আপনি এমন কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিন যাতে প্রয়োজনে ওখানে আমরা পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য পাই।"

বর্মণ আধখাওয়া সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বললেন, "এই তো মুশকিল করলে, এ হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্য স্টেটের ব্যাপার। ওখানকার পুলিশকে কিছু বলতে গেলেই তোমরা কীজন্য যাচ্ছ তা আমাকে বলতেই হবে। ওই সোনা পাচারের কারবারটা ওদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। ওই চক্রের সঙ্গে কে যে কীভাবে জড়িত তাও আমাদের জানা নেই। এখন ব্যাপারটা যদি প্রেস্টিজ ইসু হয়ে দাঁড়ায়?"

বাবলু বলল, "আমরা তা বলছি না। আমাদের আসল উদ্দেশ্যটা কেউ যেন কোনওভাবেই জানতে না পারে। তা হলে তো শুরুতেই বাধা দেবে ওরা। আমরা ক'জন ছেলেমেয়ে ওখানকার পাহাড়-জঙ্গলের আদিবাসীদের জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করতে যাচ্ছি, কাজেই ওখানে গিয়ে কোনওভাবে আক্রান্ত হলে আমরা যেন পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য পাই।"

"গুড আইডিয়া। এইরকমটা হতে পারে।"

"তারপর যদি কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোয় তখন দেখাই যাবে ওখানকার পুলিশ প্রশাসন কী করে!"

"বেশ। আমি সময়মতো জেপুরের পুলিশ সুপারকে সব জানিয়ে রাখব। তবে আমার বন্ধু ওইখানকার এক প্রভাবশালী ব্যক্তি। নাম রাঘব পাণিগ্রাহী। উনি জেপুরের রাজবাড়ির কাছে থাকেন। ওঁকে বরং একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, ওঁর সঙ্গে তোমরা দেখা কোরো। উনি সহায় থাকলে কারও সাধ্য নেই তোমাদের কিছু করে। ওখানকার পুলিশও ওঁর কথায় ওঠে-বসে।"

বাবলু বলল, "আমরা তো এইরকমই চাইছি। প্রভাবশালী একজন কেউ আমাদের সহায় থাকুন। আপনি ওঁকেই একটা চিঠি লিখে দিন।"

ও সি বর্মণ প্যাডের ওপর কয়েক ছত্র চিঠি লিখে খামে এঁটে বাবলুকে দিলেন। তারপর বললেন, "তোমরা তা হলে ঘুরে এসো। বেস্ট অব লাক।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা থানা থেকে বেরিয়ে দু'ভাগ হয়ে গেল। বাচ্চু, বিচ্চু, পঞ্চুকে নিয়ে চলে গেল বাড়ির দিকে। বাবলু, বিলু আর ভোম্বল গেল হাওড়া স্টেশনে টিকিট কাটতে। নতুন একটা অভিযানের আনন্দে ওদের মন এখন ভরপুর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুপুরবেলা এই যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে জোর আলোচনায় মেতে উঠল ওরা। ওড়িশার পর্যটন মানচিত্রটা নিয়ে সকলে বেশ ভাল করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখতে লাগল সবকিছু। বাবলুর বাবাও এসে যোগ দিলেন ওদের সঙ্গে।

বাবা বললেন, "উত্তরা না কী যেন নাম মেয়েটির? ওর ব্যাপারে কী করলি? ও কি যাচ্ছে?"

"না, ওকে নিচ্ছি না। যেহেতু রুবিদি আমাদের অত্যন্ত পরিচিত তাই ওর ব্যাপারে কোনওরকম রিস্ক নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ওই সমস্ত পাহাড়-জঙ্গলের দেশে ওকে নিয়ে হঠাৎ যদি কোনও বিপদে পড়ি তখন ফিরে এসে মুখ দেখাতে পারব না রুবিদির কাছে।"

"যে-কোনও অভিযানে কোনও মেয়ের দায়িত্ব না নেওয়াই ভাল।"

"তা ছাড়া ফার্নান্ডেজ পরিবারের সঙ্গে ওদের হৃদ্যতার ব্যাপারটা সবাই জানে। এইরকম অবস্থায় ওকে আমাদের সঙ্গে দেখলেই দুষ্কৃতীরা পেছনে লেগে যাবে আমাদের।"

"তোরা তা হলে ওখানে গিয়ে উঠবি কোথায়?"

"যেমন আমরা স্বাধীনভাবে হোটেলে বা লজে উঠি সেইরকমই উঠব।"

"সেই ভাল। কবে রওনা হচ্ছিস তা হলে?"

"আগামীকাল।"

"সাবধানে যাবি। আমি দিন পনেরোর ছুটি নিয়ে এসেছি। তাই ঘরেই থাকব আমি। রোজ একবার করে ফোনে যোগাযোগ করবি। না হলে মনটা কিন্তু আমার ওইদিকেই পড়ে থাকবে।"

বাবলু বলল, "সম্ভব হলে নিশ্চয়ই করব। তবু আমাদের জন্য চিন্তা কোরো না।"

"পঞ্চুটাকেও একটু সামলে রাখবি। চট করেই ওর মাথা গরম হয়ে যায়, এটা কিন্তু ঠিক নয়।"

ওর প্রসঙ্গেই কথা হচ্ছে বুঝতে পেরে পঞ্চু একবার "গোঁ-ও-ঔ" করে ডেকে উঠল।

এমন সময় সশব্দে বেজে উঠল টেলিফোনটা।

বাবলু গিয়ে রিসিভার তুলে হ্যালো করতেই উত্তরার কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "কে বাবলু? আমি উত্তরা বলছি।"

"বলো কী ব্যাপার?"

"তোমাদের টিকিট কি কাটা হয়েছে?"

"হ্যাঁ। আমরা আগামীকাল যাচ্ছি।"

"এদিকে তো এক কেলেঙ্কারি হয়ে বসে আছে।"

"কীরকম?"

"কাল রাতে হাতিপাথারে ফার্নান্ডেজ হাউসে হানা দিয়ে দুর্বৃত্তরা জ্যাকিদার পরিবারের সবাইকে প্রচণ্ড মারধোর করে সমস্ত ভাঙচুর করে গেছে। ফার্নান্ডেজ আঙ্কেল আর জ্যাকিদা আজ সকালের ট্রেনেই রওনা হয়ে গেছেন।"

"সকালের ট্রেনে কীভাবে যাবেন ওঁরা?"

"ইস্পাত এক্সপ্রেসে সম্বলপুর পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে প্রাইভেট গাড়ি একটা ভাড়া করে নেবেন।"

"খেলা তা হলে ভালই জমবে। আমরা তো কাল যাচ্ছি।"

"কিন্তু আমি যে বাদ পড়ে গেলাম। আমার খুব ইচ্ছে ছিল তোমাদের সঙ্গে যাওয়ার।"

"টিকিট আমাদের কাটা হয়ে গেছে।"

"শুধু আমাকেই বাদ দিয়ে এই তো?" বলেই ফোন নামিয়ে রাখল উত্তরা।

বাবলুও ফোন রেখে যা যা কথা হল সব বলল সকলকে।

বিলু বলল, "দুষ্কৃতীদের এটাও কোনও চাল নয় তো?"

"আমার কিন্তু সেইরকমই সন্দেহ হচ্ছে। এইভাবে প্যানিক সৃষ্টি করে ওরা আবার নিজেদের কবজায় টেনে নিল ওদের। আসলে ফার্নান্ডেজের সঞ্চিত সোনার খোঁজ না নিয়ে কি ছাড়বে ওরা?"

ভোম্বল বলল, "মি. ফার্নান্ডেজের উচিত ছিল যাওয়ার আগে আমাদের সঙ্গে একবার পরামর্শ করা।"

বাবলু বলল, "আসলে ওইরকম একটা খবর পেয়ে মাথার ঠিক ছিল না ওদের।"

বাচ্চু বলল, "তা ছাড়া এই যাওয়ার ব্যাপারে আমাদের সঙ্গেও তো পাকাপাকি কোনও কথা হয়নি।"

বিচ্ছু বলল, "মোট কথা, এটা বেশ বোঝাই যাচ্ছে ফার্নান্ডেজ ফ্যামিলিটা শেষ হয়ে গেল। কমপ্লিটলি লস্ট।"

বিলু বলল, "পাপের পরিণাম, বুঝলি তো? ইউনিকর্নও একদিন শেষ হয়ে যাবে ঠিক এইভাবেই।"

বাবলু বলল, "কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না ওই জ্যাকি লোকটা কে? ফার্নান্ডেজ পরিবারের প্রতি এত আনুগত্যের কারণটা কী ওঁর?"

ভোম্বল বলল, "জ্যাকির ব্যাপারে আমার মনেও একটা সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে। ওঁকে শুধু ড্রাইভার বললে ভুল হবে। অমন সুটেডবুটেড চেহারা, ওই কি ড্রাইভারের ড্রেস? রীতিমতো রহস্যজনক। নিশ্চয়ই উনিও ওদেরই একজন বিজনেস পার্টনার। তা যদি না হতেন তা হলে ফার্নান্ডেজ কখনওই ওঁর পরিবারের লোকজনদের নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে নিশ্চিন্তে কলকাতায় এসে বসে থাকতেন না।"

বাবলুর বাবা এদের কথাবার্তা একভাবে শুনে যাচ্ছিলেন এতক্ষণ। এবার বললেন, "তোদের অনুমান ঠিক। তবে কিনা এমনও হতে পারে উনি নিজগুণে ওঁর বন্ধুর মতো। মি. ফার্নান্ডেজ হয়তো জ্যাকিকে ড্রাইভারের মতো দেখেন না।"

বাবলু বলল, "হতে পারে। মি. ফার্নান্ডেজ নিজেও বলেছেন সেই কথা। জ্যাকি নাকি ওঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক।"

বিচ্ছু বলল, "হয়তো একসময় ছিলেন। পরে যে কোনও কারণেই হোক হাত মিলিয়েছেন ওদের সঙ্গে।"

বিলু বলল, "অসম্ভব! তা যদি হত তা হলে উনি কখনওই মি. ফার্নান্ডেজের সঙ্গে মালকানগিরি ছেড়ে রায়গড়ায় থাকতেন না। মাইকের বিপর্যয়ের পর গাড়ি নিয়ে আসবার সময় কাটামেটার জঙ্গলে দুর্ঘটনায় পড়তেন না।"

বাবলু হঠাৎই বলল, "এগুলো তো ওদের চালও হতে পারে? ওই দুর্ঘটনা যে ইউনিকর্নের নির্দেশে জ্যাকিই ঘটায়নি তাই বা কে বলতে পারে? লোকটার চোখের চাউনি দেখেছিস? পাক্কা ক্রিমিন্যালের মতো?"

বাচ্চু বলল, "আমার মনে হয় জ্যাকির ব্যাপারে তোমরা সম্পূর্ণ অন্যরকম চিন্তাভাবনা করছ। ওই দুর্ঘটনায় লোকটি তাঁর বাক্‌শক্তি হারায় এটা তো ঠিক।"

বাবলু বলল, "ঠিক কিনা বলা শক্ত। এটা অভিনয়ও হতে পারে, আবার সত্যিও। ওই দুর্ঘটনায় মি. ফার্নান্ডেজ তাঁর পাদুটি হারান। অথচ ওই একই দুর্ঘটনায় জ্যাকির কিছু হল না, তার কারণটা কী? তার মানে নিশ্চয়ই উনি সতর্ক ছিলেন? আর ওই খাদে পড়া, কাঠুরিয়া মারফত উদ্ধার হয়ে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হওয়া সব ধাপ্পা। অত বড় একটা দুর্ঘটনার পর তিন-তিনটে দিন একজন একটি খাদে পড়ে থাকবে অথচ কেউ তাকে দেখতে পাবে না এ কি হয়? তার চেয়েও বড় কথা, মি. ফার্নান্ডেজ যে মুহূর্তে আমাদের ডাকিয়ে এনেছেন তারপরই হাতিপাথরের বাড়িতে গুন্ডারা এসে ওঁর পরিবারের লোকদের মারধোর করল আর ওঁদের চলে যেতে হল? আমার মনে হয় ফার্নান্ডেজকে কৌশলে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই চমকে উঠল এবার।

বিলু বলল, "তুই ঠিক বলেছিস তো?"

বাবলু বলল, "আমার অনুমান যদি সত্য হয় তা হলে রায়গড়ায় ট্রেন থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই বিপদের মুখোমুখি হব আমরা।"

ভোম্বল বলল, "তা যদি হয় তা হলে জ্যাকির গতিবিধির ওপর নজর রাখলেই ইউনিকর্নের সাক্ষাৎ পাব আমরা।"

বাচ্চু বলল, "ভাবতেও কেমন রোমাঞ্চ লাগছে, তাই না?"

বিচ্ছু বলল, "সে-কথা আবার বলতে? দেবগিরি, মালকানগিরি এই নামগুলোর মধ্যেও কেমন যেন রহস্যের হাতছানি আছে।"

বাবলুর বাবা বললেন, "থাকবে নাই বা কেন? ওইসব জায়গা হচ্ছে পুরাণবিদিত জায়গা। মহাকাব্যের পটভূমি। তীর্থ মহিমায় মহিমান্বিত। মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত পড়েছিস তোরা?"

বাবলু বলল, "আমি পড়েছি।"

বিলু বলল, "আমিও।"

"সেই মেঘদূতেই আছে যক্ষকে এক বছরের জন্য যে নির্বাসিত জীবন কাটাতে হয়েছিল তা ওই অঞ্চলেই। রামগিরি পর্বতমালার যে অঞ্চলে যক্ষকে থাকতে হয়েছিল তা বস্তারের পূর্ব এবং ওড়িশার কোরাপুটের পশ্চিম প্রান্তে। ওখানকার অরণ্যেই আছে গুপ্তকেদার বা গুপ্তেশ্বরের প্রাকৃতিক গুহা। তোরা তো সেইখানেই যাচ্ছিস। রামগিরি বা মালকানগিরি, আকর্ষণ তোদের করবে নাই বা কেন? আর দেবগিরিই বা হাতছানি দেবে না কেন তোদের? রহস্য আর রোমাঞ্চ তো উপলক্ষ। আসলে তোরা পেয়েছিস দেবতার ডাক।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অভিভূত হয়ে গেল এই কথা শুনে।

বাবা বললেন, "শুধু মেঘদূতেই নয়, ওই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশে মুগ্ধ হয়ে আদিকবি বাল্মীকিও উপেক্ষা করতে পারেননি ওই অঞ্চলকে। ওড়িশার কোরাপুট আর মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলা নিয়ে বিশাল দণ্ডকারণ্য। যার বিস্তৃত বিবরণ রামায়ণেও আছে। ওইখানেই পর্ণকুটিরে শববী প্রতীক্ষা করেছিলেন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের। ওইখানেই—।"

বাবলু আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "আর কিছু বোলো না বাবা। কী দারুণ উত্তেজনা যে এসে গেল তোমার কথা শুনে! এখন আমরাই শবরীর মতো প্রতীক্ষা করি কতক্ষণে আমাদের যাত্রার ক্ষণটি ঘনিয়ে আসে! মনকে আর স্থির রাখতে পারছি না কিছুতেই।"

"স্বাভাবিক। তোদের এবারের অভিযানে দারুণ চমক। একবারে তিন-তিনটি পাহাড়ের ডাক। দেবগিরি, মালকানগিরি, রামগিরি। এ কী কম কথা? দুদুমার মৎস্যতীর্থে যেতে না পারিস, অরণ্যদণ্ডকের গভীরে গিয়ে ইন্দ্রাবতী নদীর শাখা পেরিয়ে রামগিরি পাহাড়ে গুপ্তেশ্বরের স্ট্যালাকটাইট গুহাটা দেখে আসিস অন্তত। মন ভরে যাবে।"

মা তখন প্রত্যেকের জন্য পুডিং করে এনেছেন। তাই দেখে জিভে জল এলেও আনন্দে ভরে উঠল সকলে। সত্যি, কতদিন যে পুডিং খায়নি ওরা! পঞ্চু তো জিভটাকে বের করে ঠোঁটটা একবার চেটেই নিল। আর ভোম্বল? ওর যেন খুশির অন্ত নেই।

॥ ৫ ॥

আবার সেই হাওড়া স্টেশন। আবার পাণ্ডব গোয়েন্দা। রাত আটটা চল্লিশে ট্রেন। ওরা যখন বারো নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে হাজির হল তখন সবেমাত্র ট্রেন এসে থেমেছে। ওদের রিজার্ভেশন ছিল এস ওয়ান কোচে। তাই ওরা সামনের দিকেই এগিয়ে চলল।

এইসব গাড়িতে জানি করে আনন্দ আছে। ভিড়ভাট্টা নেই। ফাঁকা গাড়ি। ঝাড়সুগড়া বা সম্বলপুরের পর গাড়ি আরও খালি হয়ে যায়।

যেতে যেতে বিচ্ছু বলল, "আচ্ছা বাবলুদা, আমরা তো রায়গড়া যাব। তা গাড়ির নাম রায়গড়া এক্সপ্রেস না হয়ে সম্বলপুর এক্সপ্রেস কেন?"

বাবলু বলল, "আসলে এই গাড়িটা আগে সম্বলপুর পর্যন্ত যেত। তাই এর নাম সম্বলপুর এক্সপ্রেস। পরে যাত্রীদের সুবিধের জন্য এটিকে তিতলাগড় পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। এখন তো রায়গড়া অবধি যাচ্ছে। পরে হয়তো আরও এগিয়ে কোরাপুটেও যাবে। কোরাপুট-রায়গড়া লাইনের কাজও শেষ। পরীক্ষামূলকভাবে এখন মালগাড়ি চালানো হচ্ছে। একদিন যেন কাগজে দেখছিলাম এই পথে এমন একটি সুদীর্ঘ টানেল আছে যেটি পার হতে নাকি রীতিমতো শ্বাসকষ্ট হয়। তাই যাত্রীবাহী ট্রেন চালানো এখনও সম্ভব হয়নি।"

ওরা কথা বলতে বলতে যখনই ওদের নির্ধারিত কোচ-এর সামনে এসেছে ঠিক তখনই ঘটে গেল এক বিপর্যয়। হঠাৎ পঞ্চুর কেঁউ কেঁউ শব্দে থমকে দাঁড়াল ওরা। ব্যাপার কী? পঞ্চু তো সহসা খেঁকিদের মতো কেঁউ কেঁউ করে না!

ঘুরে তাকিয়েই ওরা দেখল, একজন মধ্যবয়সি উৎকলবাসী জিনিসপত্র ঘাড়ে নিয়ে যেতে যেতে একেবারে বোঝাসমেত হুমড়ি খেয়ে পড়েছে পঞ্চুর ঘাড়ে। দু'জনেরই লেগেছে খুব। জিনিসপত্র চাপা পড়ে পঞ্চু ভয় পেয়েই বোধহয় ওইরকম আওয়াজ করছে।

আর লোকটিও বিকট চিৎকার করছে, "ওলো বাপালো, মরি গলিলো। মোতে ধরি কি উঠাও কেহি।"

ধরে তুলবে কী, দৃশ্য দেখে বিচ্ছু তো হেসেই অস্থির। বাচ্চু তাড়াতাড়ি ওকে আড়াল করে ব্যাপারটা সামলে নিল। তবে বাবলু আর বিলু ছুটে গিয়ে ধরে তুলল লোকটিকে।

বাবলু বলল, "আপনার লাগেনি তো?"

"না বাবা, লাগিছি। সেমিতি কিছি নুহেঁ।"

বাবলুরা এবার ওদের কোচে এসে নিজেদের বার্থ খুঁজে নিয়ে বসে পড়ল। গোলমালের ভয়ে পঞ্চু ঢুকে রইল সিটের তলায়। পর পর তিন থাকের বার্থগুলোই পেয়েছে ওরা। যদিও অনেক বার্থ এখনও ফাঁকা।

ঠিক সময়েই ট্রেন ছাড়ল।

ওরা মনের আনন্দে নিজেদের মধ্যেই খোশগল্পে মেতে উঠল সবাই।

ওদের সঙ্গেই আপার বার্থে অন্য এক বয়স্ক ভদ্রলোকের জায়গা হয়েছিল। তিনি যাবেন সিঙ্গাপুর রোডে। সেখানে জে কে পেপার মিলের গেস্ট হাউসে থাকবেন উনি। এসেছেন কোম্পানির কাজে উপদেষ্টা হিসেবে। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মুখে দেবগিরির নাম শুনে খুব উৎসাহ দিলেন। বললেন, "দেবগিরি তোমরা অবশ্যই যেয়ো। আমি নিজে গেছি সেখানে। রায়গড়া থেকে কল্যাণসিংপুর, শর্টকাটে কে, সিংপুরের বাস পাবে। তাতেই চলে যাবে তোমরা। দশ-এগারো টাকা ভাড়া নেবে। ট্রেকারও আছে। ভাড়া নেবে তেরো টাকা। ঘন ঘন বাস।"

বাবলু বলল, "কতদূর ওখান থেকে?"

"মাত্র আটচল্লিশ কিমি। তা তোমরা ওখানে কীজন্য যাচ্ছ?"

"এমনি বেড়াতে। আমরা এই পাঁচজনে মাঝেমধ্যেই বেরিয়ে পড়ি।"

"ওখান থেকে আর কোথাও যাবে না?"

"কোরাপুট হয়ে জেপুর যাব। গুপ্তেশ্বর, দুদুমা দেখে পারি তো চলে যাব মালকানগিরি।"

"মালকানগিরিতে কেন যাবে?"

"ভাবছি ওখানকার আদিবাসীদের জীবনযাত্রা একটু প্রত্যক্ষ করব।"

"কোনও লাভ হবে না। ভাষাই বুঝতে পারবে না ওদের। শুধু শুধু অর্থ এবং সময় নষ্ট হবে তোমাদের। তার চেয়ে তোমরা বরং আরকু হয়ে ভাইজাগ চলে যাও।"

"ওসব আমাদের ঘোরা।"

এমন সময় কোচ অ্যাটেনডেন্ড এসে টিকিট পরীক্ষা করলেন সকলের। এর পর খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ার পালা।

সবাই খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে বার্থ রেডি করে শুয়ে পড়লে পাণ্ডব গোয়েন্দারাও রাতের খাওয়া সেরে নিল। এবারে রুটি আর মাংস এনেছিল ওরা। সঙ্গে ছিল কড়াপাকের সন্দেশ আর ঘরে তৈরি গাজরের হালুয়া। পঞ্চুর খাবারটা নীচেই দিয়ে দেওয়া হল। ও আর বেরিয়ে এসে অন্যের বিরক্তির কারণ হল না।

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকলে যে যার বার্থে শুয়ে পড়ল সবাই। ট্রেনের দুলুনিতে অল্প সময়ের মধ্যেই সকলের ঘুম এসে গেল। পঞ্চুই শুধু লুকিয়ে থেকে সজাগ রইল সকলের জন্য।

শেষরাতে হঠাৎ একসময় ঝাঁকানি খেয়ে থেমে গেল ট্রেনটা। চেন পুলিং। মনোহরপুর আর জরাইকেলার মাঝামাঝি জায়গায় চেন টানা হয়েছে। কী ব্যাপার! হল কী হঠাৎ?

চারদিকে চিৎকারে, চেঁচামেচি।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সতর্ক হয়ে নেমে পড়ল বার্থ থেকে।

বাবলু গেট খুলে উঁকি দিয়ে বাইরে তাকাতেই কিছু যাত্রী বাধা দিল, "এই যে ভাই, দরজা খুলছ কেন? বন্ধ করো। ডাকাতি হচ্ছে দেখছ না?"

"সে তো দেখতেই পাচ্ছি। এখন তো সকলেরই উচিত, গিয়ে ওদের বাধা দেওয়া। না হলে তো খুনখারাপি শুরু হয়ে যাবে।"

কন্ডাক্টর গার্ড এগিয়ে এসে বললেন, "ওরা উইথ আর্মস। কে ঠেকাবে ওদের?"

"ওদের নিয়তি আমাদের সঙ্গে আছে।" বলেই ডাক দিল বাবলু, "পঞ্চু!"

পঞ্চু তখন আত্মপ্রকাশ করেই ছুটে এল গেটের কাছে।

ভোম্বলকে বাচ্চু-বিচ্ছুর কাছে রেখে বিলু আর পঞ্চুকে নিয়েই অন্ধকারে লাইনধারে লাফিয়ে পড়ল বাবলু।

দুষ্কৃতীরা তখন লেডিজ কম্পার্টমেন্ট থেকে একজনকে নামিয়ে আনার চেষ্টা করছে। বাবলুর নির্দেশ পেয়েই ক্রোধান্ধ পঞ্চু অন্ধকার ভেদ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর।

এর পরই শুরু হল প্রাণান্ত চিৎকার।

এতক্ষণে সাহস পেয়ে অন্যান্য কামরা থেকেও লোকজন নেমে এসেছে।

দুষ্কৃতীরা সবাই তখন বেগতিক দেখে পালাল।

যে মহিলাকে দুষ্কৃতীরা নিয়ে যাচ্ছিল তিনি তখন লাইনধারে বসে কপাল চাপড়াচ্ছেন আর কাঁদছেন, "হায়, হায় রে! মেরা সব কুছ লে কর চলা গিয়া ও লোগ।"

বাবলু বলল, "কী নিয়েছে মাতাজি আপনার? ওরা তো কিছুই নিতে পারেনি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এই মহিলার সঙ্গে একটি মেয়ে ছিল। বলল, "অনেক কিছুই নিয়ে গেছে ভাই। প্রায় দু' লাখের মতো টাকা, হিরের নেকলেস, অনেক গয়না। ওঁর মেয়ের বিয়ে তো!"

বিলু বলল, "তুমি কি ওঁর সঙ্গে ছিলে?"

"হ্যাঁ। আমি ওঁদের বাড়িতে কাজ করি।"

বাবলু বলল, "এইভাবে রাতের গাড়িতে এতসব নিয়ে কেউ যায়?"

"সবাই বারণ করেছিল ওঁকে। উনি কারও কথা শোনেননি। বললেন, 'লেডিজ কামরায় বিপদ কম। তা ছাড়া অল্পদূরের যাত্রা। আমরা চক্রধরপুরে উঠেছি, নামব রাউরকেলায়। রাতের অন্ধকারে টেরও পাবে না কেউ। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই কেউ পিছু নিয়েছিল আমাদের। না হলে উঠেই ওরা মা'জিকে ধরল কেন?"

এমন সময় জঙ্গলের ভেতর থেকে পঞ্চুর ভৌ ভৌ ডাক শোনা যেতে লাগল।

বাবলু বলল, "চলুন তো সবাই। মনে হচ্ছে আমাদের কুকুরটা সন্ধান পেয়েছে ওদের।"

ওরা সবাই তখন পঞ্চুর কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে ছুটল। গিয়ে দেখল দুষ্কৃতীদের একজন ব্রিফকেসটা বুকে নিয়ে বড় একটি গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। আর পঞ্চু তার দিকে তাকিয়ে কখনও ভৌ ভৌ করে ডাকছে, কখনও রাগে গরগর করছে।

বাবলু গিয়ে ব্রিফকেসটি কেড়ে নিয়েই বলল, "মনে হয়, এটাই সেটা।"

কাজের মেয়েটিও ছুটে এসেছিল ওদের সঙ্গে। বলল, "হ্যাঁ। এটাই তো আমাদের। মা'জি তো এতে করেই সব নিয়ে আসছিলেন।"

এর পর শুরু হল গণধোলাই। পঞ্চুর কবলমুক্ত করে সবাই মিলে লোকটিকে এমন মার মারল যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল লোকটি। ওই অবস্থাতেই তাকে সেখানে ফেলে রেখে চলে এল সকলে।

হৃতসামগ্রী ফিরে পেয়ে সেই মহিলা যে আনন্দে কী করবেন কিছু ঠিক করতে পারলেন না। বাবলুকে বুকে জড়িয়ে ধরে অনেক আদর করলেন।

আর দেরি নয়। গার্ড ড্রাইভার সবাই যে যাঁর জায়গায় চলে গেলেন। অন্যান্য যাত্রীরাও চলে গেলেন যে যার সিটে। বাবলু বিলু ও পঞ্চুকে কামরায় উঠতে সাহায্য করে নিজেরা যেই না উঠতে যাবে অমনই কে যেন ছুটতে ছুটতে এসে বলল, "আমাকেও তোমাদের সঙ্গে নিয়ে নাও না বাবলু। আমি আর ওই লেডিজ কম্পার্টমেন্টে থাকতে পারব না। কী ভয়ই না করছিল আমার! ওরা বারবার আমার দিকে যেভাবে তাকাচ্ছিল তাতে ভয় হচ্ছিল, যাওয়ার সময় আমাকেই না নিয়ে যায়! নেহাত ওই মহিলা চেন টানলেন, তাই। সেইজন্যই তো যত রাগ ওঁর ওপরে গিয়ে পড়ল। ওঁকেই তখন মারতে মারতে টেনে নামাচ্ছিল ওরা। ঠিক সময়টিতে তোমরা এসে না পড়লে—।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "এ কী উত্তরা! তুমি এখানে?"

"পরে সব বলব। এখন ওঠো তো দেখি।"

ওরা ওঠার পরই ট্রেন ছাড়ল।

বাবলু অ্যাটেনডেন্টকে বলেকয়ে উত্তরার জন্য একটি বার্থ করিয়ে নিল।

অ্যাটেনডেন্ট বললেন, "তোমরা যে কুকুর নিয়ে গাড়িতে উঠেছিলে তা তো জানতাম না। এইভাবে কি কুকুর নিয়ে যাত্রী গাড়িতে যাওয়া যায়?"

"যায় না। তবে এ বড় ধার্মিক আর হিতকারী। তার নমুনাও তো দেখলেন? ওর গুণের জন্য ওকে একটু ক্ষমা করে নিন দাদা। আমরা ওকে এড়িয়ে গেলেও ও আমাদের ছাড়ে না। পাছে কেউ কিছু বলে তাই ও লুকিয়ে থাকে সিটের তলায়।"

"তাই নাকি? বাঃ বেশ ভাল কথা। আমার নিয়ে যেতে কোনও আপত্তি নেই। তবে কিনা আচমকা ম্যাজিস্ট্রেট চেকিং শুরু হয়ে গেলেই যত কৈফিয়ত আমাকে দিতে হবে।"

"কিচ্ছু হবে না আপনার। গন্ধে টের পায় ও। ওই রকম অবস্থা হলে কোথায় যে কেটে পড়বে কেউ ওর নাগালও পাবে না।"

অ্যাটেনডেন্ট ভদ্রলোক হো হো করে হাসতে লাগলেন।

সে-রাতের মতো শোয়া মাথায় উঠে গেল।

ভোম্বল, বাচ্চু আর বিচ্ছু তো উত্তরাকে দেখেই অবাক!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিচ্ছু বলল, "সেই এলেই যখন, হাওড়া স্টেশনেই দেখা করতে পারতে আমাদের সঙ্গে! একসঙ্গে সবাই মিলে চুটিয়ে গল্প করতে করতে আসা যেত।"

উত্তরা বলল, "ইচ্ছে করেই দেখা করিনি। যদি তোমরা আমাকে সঙ্গে না নাও, যদি বাড়ি ফিরে যেতে বলো, তাই।"

বাবলু বলল, "এইভাবে একা একা তোমাকে ছাড়ল বাড়ি থেকে?"

"আমি কি বলে এসেছি নাকি? আমার কাছে সামান্য কিছু ছিল আর আমার এক বান্ধবীর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করে পালিয়ে এসেছি। একটা চিঠি অবশ্য রেখে এসেছি আমার টেবিলে। যাতে বাড়ির লোকরা অন্য কিছু না ভাবে।"

বাবলু বলল, "একেই বলে ধন্যি মেয়ে।"

উত্তরা বলল, "কী বললে?"

"কিছু না। দয়া করে কাল সন্ধেবেলা রায়গড়ায় নেমেই বাড়িতে একটা এস টি ডি করে দিয়ো।"

ভোরের আলো ফুটে উঠলে ট্রেন এসে রাউরকেলায় থামল। অনেক যাত্রী নেমে গেলেন এখানে।

সবাই চোখে-মুখে জল দিয়ে চা-পর্বটা সেরে নিল এখানেই। এর পরের জংশনই ঝাড়সুগড়া। ওখান থেকেই পথটি দু'ভাগ হয়ে একটি পথ চলে গেছে মুম্বইয়ের দিকে, অপরটি সম্বলপুর, তিতলাগড় হয়ে রায়গড়া ছুঁয়ে বিশাখাপত্তনম। এ-পথের দৃশ্যাবলী বড়ই সুন্দর। রেলপথের দু'পাশেই পাহাড় আর বনভূমি। মাঝেমধ্যে ছোট-বড় অনেক নদীরও দেখা মেলে। প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে দেখতে, নিজেদের মধ্যে খোশগল্পে মেতে সারাটাদিন যে কীভাবে কেটে গেল ওদের, তা টেরও পেল না ওরা। প্রায় তিন ঘণ্টা লেটে ট্রেন যখন রায়গড়ায় পৌঁছল রাত্রি তখন আটটা।

অচেনা দেশ, অচেনা পরিবেশ। স্টেশনও খুব একটা জমজমাট নয়। এখানে হোটেল লজগুলোই যে ঠিক কোনখানে তাও জানে না ওরা। তা ছাড়া রহস্যের হাতছানি পেয়ে যেখানে আসা সেখানে বিপদ তো ওদের পদে পদে। এখন জ্যাকির চক্রান্তকেই ওদের ভয়। হয়তো মানুষটা অত্যন্ত সাদাসিধে, তবুও ওর ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করে ওকে সেই পর্যায়েও ফেলতে পারেনি ওরা। তাই বাবলু হঠাৎ করেই একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

বিলু বলল, "তুই হঠাৎ অমন হয়ে গেলি কেন বাবলু? কোনও কিছুর কি গন্ধ পাচ্ছিস?"

"না, তা নয়। তবে সতর্ক থাকিস একটু।"

"আজ রাতটা কোথায় কাটাবি, স্টেশনে?"

"না, না। তা কেন? কোনও হোটেলে বা লজেই থাকা যাবে।"

উত্তরা বলল, "কী দরকার? আমরা তো হার্তিপাথারে গিয়ে ফার্নান্ডেজ হাউসেই থাকতে পারি।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই একজন লোক যেতে যেতে ঘুরে তাকাল ওদের দিকে। তারপর ওদের প্রত্যেকের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে বলল, "কোত্থেকে আসছ তোমরা?"

বাবলু বলল, "আপনার দরকার?"

"আছে। আমি এখানকারই লোক। তোমরা ফার্নান্ডেজ হাউসের নাম করলে কিনা, তাই জিজ্ঞেস করছি। ওখানে তোমরা যেয়ো না। খুব গোলমাল চলছে ওখানে। এমনকী খুনও হয়েছে একজন।"

"সে কী!"

"তাই বলছি, ওখানে যেতে হয় কাল সকালে যেয়ো, দিনের আলোয়। রাতে কখনও নয়। তোমরা স্টেশন থেকে বেরিয়ে ডানদিকের পথ ধরে চলে যাও। বাজারের কাছে অনেক লজ দেখতে পাবে। বলরাম ভবন বা বেঙ্কটেশ লজে থাকতে পারো। খরচ খুব কম। যাও, চলে যাও।"

উত্তরার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে।

বাবলু বলল, "ডোন্ট নার্ভাস। এসো, আমাদের সঙ্গে। তোমার তো পরিচিত জায়গা। ভয় কী?"

"আমার খুব একটা পরিচিত জায়গা নয়। আমি তো কয়েক বছর আগে এখানে এসেছিলাম সকলের সঙ্গে, তাও কোরাপুট থেকে গাড়িতে। কিন্তু—।"

বাবলু বলল, "সেজন্য কিছু যায়-আসে না। মোটকথা, এখানকার খবরটা তা হলে মিথ্যে নয়। মি ফার্নান্ডেজ সঠিক খবর পেয়েই এসেছেন তা হলে। কিন্তু খুন হল কে?"

যেই খুন হোক, এই রাতদুপুরে ঠান্ডায় তো দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। ওরা তাই সোজা বড় রাস্তায় এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ডানদিকের পথ ধরে খানিক হেঁটেই বলরাম ভবনে উঠল। বেশ ভাল ব্যবস্থা এদের। দোতলার ওপর বেশ বড়সড় ঘরও একখানা পেয়ে গেল ওরা।

ঘরে ঢুকেই সর্বাগ্রে বাথরুমে গিয়ে এক এক করে ট্রেনজার্নির গ্লানি দূর করল সবাই। তারপর একটুও দেরি না করে চলল খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে আসতে। পঞ্চুকে এই রাতদুপুরে ইচ্ছে করেই সঙ্গে নিল না। ওর জন্য একটা পাঁউরুটি কিনে আনলেই হবে। বেচারির একটু বিশ্রাম দরকার।

বাবলুরা পঞ্চুকে ঘরে রেখেই দরজায় তালা দিয়ে বাইরে এল।

তারপর পাশের গলিতে একটি ভাল হোটেলে ঢুকে ভরপেট খেয়ে নিল সকলে। খাওয়াদাওয়ার পর বাড়িতে একটা এস টি ডি করে ওদের পৌঁছনো সংবাদ দিল। সেইসঙ্গে ফোন করল রুবিদিকেও। বাবলু বলল, "ওর জন্য আপনারা চিন্তা করবেন না। আমাদের সঙ্গেই আছে ও। ভালই আছে। পরে সুবিধেমতো আবার ফোন করব।"

রাত সাড়ে ন'টা। বাবলুরা পঞ্চুর জন্য কিছু বিস্কুট ও পাঁউরুটি কিনে লজে ফিরল। পঞ্চুর বোধহয় খিদে পেয়েছিল খুব। তাই চোখের নিমেষে গোগ্রাসে খেয়ে ফেলল সেগুলো।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের এখন পরিকল্পনার পালা। ওরা সবাই গোল হয়ে বসে কোন সূত্র ধরে কীভাবে ওদের তদন্তের কাজে এগোবে তাই স্থির করতে বসল। উত্তরা এর মধ্যে নেই। সে দু'-একটা হাই তুলে একপাশে শুয়ে দিব্যি ঘুমোতে লাগল বালিশে মাথা রেখে।

বাবলু ওর টাইম টেবল-এর ভেতর থেকে মাইক, ডোনা আর বনির ফোটোটা বের করে দেখতে লাগল। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও দেখল খুঁটিয়ে। আসলে এদেরই সন্ধান নেওয়ার জন্য তো এখানে আসা। কাজেই মুখগুলো যাতে সবসময় চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে তাই দেখতে লাগল।

বিলু বলল, "কাল সকালের কর্মসূচিটা তা হলে কী হবে আমাদের? আমরা কি ফার্নান্ডেজ হাউসের দিকেই যাব?"

বাবলু বলল, "অবশ্যই। খুব ভোরে উঠে রওনা দেব আমরা। ঠিক যে সময় মর্নিংওয়াক করতে যাই সেই সময় যাব। কোনও পরিবহণের সাহায্য নেব না। তিন কিমি পথ। পায়ে হেঁটেই চলে যাব আমরা।"

"যদি কেউ সন্দেহ করে?"

"কে করবে? আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি। যাচ্ছি জলপ্রপাত দেখতে। পাহাড়ের কোলে ওই মনোরম জায়গাটা একটি পিকনিক স্পট। কাজেই কারও মনে কোনও প্রশ্ন জাগার তো সম্ভাবনা নেই। ওইখানে গিয়ে ঘুরে বেড়ানোর ছলে আমরা খোঁজ নেব ফার্নান্ডেজ হাউসের। তা ছাড়া পথঘাট ঠিকমতো না চিনলেও উত্তরা নিশ্চয়ই বাড়ি চিনতে পারবে।"

ভোম্বল বলল, "পারা তো উচিত।"

বিলু বলল, "আচ্ছা বাবলু, তোর কি মনে হয় এই খুনটা ইউনিকর্নের লোকরাই করেছে?"

"ওরা ছাড়া আর কেউ নয়। বিশেষ করে ওই ফার্নান্ডেজ হাউসই গোলমালের কেন্দ্রস্থল। তা ছাড়া ফার্নান্ডেজ নিজেই স্বীকার করেছেন ওঁর সবকিছু ওইখানেই এমন জায়গায় লুকনো আছে যার হদিস একমাত্র উনি ছাড়া আর কেউ জানেন না। দুষ্কৃতীরা ফার্নান্ডেজের অবর্তমানে ওইগুলোর লোভেই এসেছিল এবং বাধা পেয়ে খুন করে পালিয়েছে।"

বাচ্চু বলল, "তবে বাবলুদা, যদি ইউনিকর্নের লোকেরাই এই কাজ করে থাকে তা হলে নিশ্চয়ই ওরা আশপাশের মধ্যেই আছে।"

"সেটাই স্বাভাবিক। আমার মনে হয় এইখানে একটু নজর রাখলে ওদের কারও না কারও নাগাল পেয়ে যাব আমরা।"

বিচ্ছু বলল, "এই তদন্তের ব্যাপারে কে. সিংপুরের লোকেরাও কিন্তু আমাদের সাহায্য করতে পারে।"

"কীভাবে? তা ছাড়া কে. সিংপুর তো অনেকদূর এখান থেকে। ওরা কীভাবে সাহায্য করবে আমাদের?"

বিচ্ছু হেসে বলল, "বাবলুদা, এরই মধ্যে ভুলে গেলে মি. ফার্নান্ডেজের কথাগুলো? তিনি কী বলেছিলেন? দেবগিরির ওই দানব একবার কে. সিংপুরে ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। তারপর জেল থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিশোধ নেবে বলে একই বাড়ির প্রায় সবাইকে—।"

"হত্যা করে। মনে পড়েছে। ওরা স্থানীয় লোক। ইউনিকর্ন-এর ব্যাপারে ওদের চেয়ে ভাল আর কেউ বলতে পারবে না।"

বিলু বলল, "তা হলে কাল সকালে আমরা হাতিপাথার থেকে ঘুরে এসেই কে. সিংপুরে যাই চল।"

"হ্যাঁ। কাল ভোরেই রওনা দেব আমরা।"

ওরা আর বিলম্ব না করে শুয়ে পড়ল যে যার। কাল রাতে ট্রেনে ভাল ঘুম হয়নি। তার ওপর সারাটা দিন বসে বসে আসা। ঘুমে দু'চোখ জড়িয়ে আসছে তাই। উত্তরা তো অনেক আগেই গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে গেছে।

॥ ৬ ॥

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে অল্প সময়ের মধ্যেই তৈরি হয়ে নিল সবাই। উত্তরাকে নিয়েও কোনও অসুবিধে হল না। সেও এক ডাকেই উঠে পড়ল এবং যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল।

সবাই ভালভাবে তৈরি হলে পঞ্চুকে নিয়ে নীচে এল ওরা। তারপর একটা চা দোকানে গিয়ে চা বিস্কুট খেয়ে রওনা হল হাতিপাথারের দিকে। উত্তরাই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। ও বলল, "এখানে কোথায় কী আছে তা ঠিকমতো বলতে না পারলেও রাস্তাঘাট চিনি। ওই—ওইদিকের পথটা বাসস্ট্যান্ড হয়ে মাজিগৌরীর মন্দিরের দিকে চলে গেছে। ওই পথটা গেছে—।"

বাচ্চু বলল, "মাজিগৌরীর মন্দির কত দূরে?"

"যাবে? খুব ভাল লাগবে কিন্তু। ওখান থেকে ঘুরে এসে তারপর না হয় হাতিপাথারে যাব।"

বাবলু বলল, "না, না। অনেক হাঁটতে হবে তা হলে। এখন যে কাজের জন্য এসেছি সেই কাজেই যাওয়া যাক।"

ভোম্বল বলল, "আমি কিন্তু আসবার সময় ক্যামেরা নিয়ে এসেছি একটা। এগুলোর ছবি তুলে যাব। দেবগিরি বামগিরি আর মালকানগিরির ছবি আমার চাই।"

বাবলু বলল, "খুব ভাল করেছিস রে তুই। এবার থেকে আমাদের প্রতিটি অভিযানেই ক্যামেরা সঙ্গে থাকবে। যেখানেই সন্দেহজনক কাউকে দেখব আমরা, সেখানেই নিজেরা দাঁড়িয়ে পড়ে ছবি তুলব। এতে হবে কী, ছবি তোলাও হবে, আবার দুষ্কৃতীরাও ক্যামেরাবন্দি হবে আমাদের।"

বিলু বলল, "এটা তো মন্দ বলিসনি। গুড আইডিয়া।"

ভোরের আলো অল্প অল্প করে ফুটে উঠছে তখন। রাতের ঘুম ভাঙছে রায়গড়ের। পাণ্ডব গোয়েন্দারা অভিভূত হয়ে গেল চারদিকের প্রকৃতি দেখে। কী বড় বড় পাহাড় চারদিকে। রায়গড় শহরটাকেই পাহাড়গুলো যেন ঘিরে রেখেছে। ওরা দারুণ উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে চলল। পঞ্চুর তো কথাই নেই। সে চলল সবার আগে।

একদল নেড়ি কুকুর দূর থেকে 'ভ্যাক ভ্যাক' করে ভেগে যেতে বলল পঞ্চুকে। পঞ্চু ভ্রূক্ষেপও করল না তাদের। তাই দেখে রাগে একটা খেঁকি খ্যাঁক খ্যাঁক করে তেড়ে এল ওর দিকে। এল কিন্তু লাভ হল না। উলটে ভোম্বলের জুতোসুদ্ধ পায়ের একটা লাথি খেয়ে 'কেঁউ-উ-উ' করে সেই যে পালাল, আর এল না। আসবেও না। এদের কাজই হল নিরীহ লোককে কামড়ানো আর চোর দেখলে পালানো।

যেতে যেতে একসময় জনপদ শেষ হয়ে এল। আর তখনই ওরা শুনতে পেল ভীষণ এক জলগর্জন। তার মানেই হাতিপাথার এসে গেছে।

উত্তরা বলল, "ওই ওই যে বাড়িটা দেখছ? ভাল করে দ্যাখো, ওই হল ফানান্ডেজ হাউস। এখন কি যাবে ওখানে?"

বাবলু বলল, "যাব তো নিশ্চয়। তবে একটু পরে, রোদ উঠলে। সবসময় মনে করবে আমরা এখানে ভ্রমণে এসেছি। আগে বেড়ানোর জায়গায় চলো যাই। তবেই সন্দেহমুক্ত হতে পারবে।"

ওরা পাহাড়ের কোলে নদীর দিকে সামান্য এগোতেই এক জায়গায় এলোমেলোভাবে পড়ে থাকা বড় বড় পাথরের কিছু চাঁই দেখতে পেল।

উত্তরা বলল, "এগুলো নাকি একদল হাতি। জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে এইখানে এসে নদীর ভয়াবহ রূপ দেখে আর নদী পার হতে পারেনি। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একসময় পাথর হয়ে গেছে। সেইজন্যই এর নাম হাতিপাথার।"

বাবলু বলল, "সত্যি কিংবদন্তি কত উদ্ভটই না হয়।"

ওরা সেই রমণীয় পরিবেশে পাথরগুলোর ফাঁকফোকর দিয়ে জলপ্রপাতের কাছাকাছি চলে এল। কী সুন্দর দৃশ্য এখানকার।

ভোম্বল তো পঞ্চুকে দাঁড় করিয়ে একটা ফোটোও তুলে নিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

উত্তরা বলল, "এই হল নাগবতী। কী মিষ্টি নাম না? এর আগে দু'বার আমি এখানে এসেছিলাম। সবসময় এখানে বসে বসে জলপ্রপাত দেখতাম।"

বাবলু বলল, "এমন দর্শনীয় জায়গা, অথচ কোনও ভ্রমণ গাইড-এ এর উল্লেখ নেই।"

"নাই-বা রইল! তোমাদের অভিযানে তো স্থান পাবে। তোমরাও কল্পনা নও, নাগবতী নদীও মিথ্যে নয়।"

বাবলু উত্তরাকে খুশি করার জন্য বলল, "অভিযান শেষে ফিরে গিয়ে তোমাকে যদি সিনেমায় নামাতে পারি তা হলে ওদের বলব তোমাকে নিয়ে এইখানে এসে শুটিং করে যেতে। আমরাও আসব।"

এমন সময় হঠাৎই কী যেন দেখে ভৌ ভৌ করে ছুটে গেল পঞ্চু। তারপর বেশ কিছুদূরে একজায়গায় দাঁড়িয়ে রাগে গরগর করতে লাগল।

বাবলু হেঁকে বলল, "কী হল পঞ্চু?"

পঞ্চু ডেকে উঠল, "ভৌ-উ-উ-উ।"

বিলু বলল, "কিছু না কিছু একটা দেখেছে ও। চল তো দেখি?"

সবাই তখন খুব সন্তর্পণে ধীরে ধীরে নেমে এল। এসেই দেখল তিনজন যুবককে পঞ্চু প্রায় কোণঠাসা করে ফেলেছে। ওরা বৃহদাকৃতির দুটো পাথরের আড়ালে পঞ্চুর ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে ছিল।

বাবলু গিয়ে ধমক দিয়ে পঞ্চুকে ডেকে নিতেই নিজমূর্তি ধরল ওরা।

একজন একটি স্প্রিং দেওয়া ছোরা বের করে আক্রমণের ভঙ্গিতে বলল, "এত ভোবে তোমরা এখানে কী করতে এসেছ?"

বাবলু বলল, "আগে ওটা পকেটে রাখো, তারপরে কথা।"

আর একজনও একটি ক্ষুর দেখিয়ে বলল, "যাও, চলি যাও হিয়াসে, ভাগো।"

বাবলু বলল, "ভোম্বল!"

ভোম্বল সঙ্গে সঙ্গে শাটার টিপে ছবি তুলে নিল।

যেই না ছবি তোলা ওরা অমনই মারমুখী হয়ে উঠল। একজন তো ছোরা উঁচিয়ে তেড়ে গেল ওর হাত থেকে ক্যামেরাটা কেড়ে নেবে বলে। আর একজন ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবলুর ওপব। বিলুও রেডি ছিল। একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে লোকটার মাথায় এক ঘা দিতেই 'উঃ' কবে বসে পড়ল লোকটি।

ওদিকে ভোম্বলকে যে তাড়া করেছিল পঞ্চু তখন কবজা কবেছে তাকে। ছুটে গিয়ে তার পা'টাকে এমনভাবে কামড়ে ধরেছে যে, আর এক পা-ও এগোতে পারছে না সে। তবুও পঞ্চুর কবলমুক্ত হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে এক পায়ে লাফাতে লাগল। লোকটার অবস্থা দেখে ওকে রাগিয়ে দেওয়ার জন্য ভোম্বলও এক পায়ে লাফিয়ে নেচে নেচে গান ধরল, "নাচ ময়ূরী নাচ রে..।"

লোকটা রেগে বলল, "ঘোড়ার ডিম খা না তুই। ঘোড়াব ডিম খা .. আগুন খা...।"

ভোম্বল বলল, "তুমি খাও না হে! এনে দেব, খাবে? আমাদের সঙ্গে লাগতে আসার ফলটা যে কী, টের পেয়েছ তো?"

তিনজনের মধ্যে বাকি ছিল আর একজন। বেগতিক দেখে সে তখন পাথরের খাঁজের আড়াল থেকে একটা পাইপগান বের করেছে। সেটাকে পঞ্চুর দিকে তাগ কবতেই সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। পঞ্চু তখন আগের লোকটিকে ছেড়ে ছুটে এল এই লোককে শিক্ষা দিতে। সে এক হুলুস্থুল ব্যাপার। পাইপগান ছিটকে পড়ল নাগবতীর জলে। যুদ্ধ করতে করতে টাল সামলাতে না পেরে সেই লোকটিও পঞ্চুসমেত তলিয়ে গেল জলস্রোতে। প্রপাতের প্রবল বেগে কোথায় যেন হাবিয়ে গেল ওরা।

সবাই হায় হায় করে উঠল।

বাবলু চিৎকার করে ডাকতে লাগল, "পঞ্চু-উ-উ! পঞ্চু-উ-উ-উ।"

কিন্তু কোথায় তখন পঞ্চু?

যে লোকটির মাথায় বিলু পাথরের ঘা দিয়েছিল সে তখন উঠে বসেছে। তাবপব বক্তচক্ষুতে ওদের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে নদীর দিকে এগোতেই বাবলু গিয়ে ওর জামার কলার ধরল, "যাবে কোথায় বাছাধন? তোমরা কারা? এখানে কী করছিলে? কী নাম তোমাদের?"

লোকটা শয়তানের হাসি হেসে বলল, "আমার নাম কুনা মহেশ। আর ওরা হল বাসুরুদ্র ও নাগাসুন্দর রেড্ডি। তবে কাজটা তোরা খুব ভাল করলি না রে ভেতো বাঙালি। আজ রাতেই তোদের চিতা আমরা জ্বালাব এখানে।"

বাবলু বলল, "আরে যা যাঃ।"

লোকটি তখন এক ঝটকায় বাবলুকে ফেলে দিয়ে স্বেচ্ছায় ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রপাতের জলে। অপরদিকে

পঞ্চুর কামড় খাওয়া সেই লোকটিও হাওয়া খারাপ বুঝে কেটে পড়েছে অনেক আগেই।

ততক্ষণে একজন-দু'জন করে বেশ কয়েকজন এসে জড়ো হয়েছে সেখানে। তারা বলল, "কাজটা তোমরা সত্যি ভাল করলে না ভাই। এরা অত্যন্ত ডেঞ্জারাস।"

বাবলু বলল, "বাঃ রে! আমরা কী করলাম? ওরাই তো আমাদের ছোরা দেখাল, তেড়ে এল, তাই আমরা বাধা দিয়েছি।"

বিলু তখন এক জায়গা থেকে একগাদা পাইপগান নিয়ে এসে বলল, "এই দেখুন এগুলো কী! এইগুলো কীসের জন্য রেখেছিল ওরা?"

"যেজন্যই রাখুক, তোমরা ওগুলো যথাস্থানে রেখে দিয়ে চলে যাও। না হলে বিপদে পড়বে। এখনই হয়তো ঘুরে আসবে ওরা।"

বাবলু বলল, "কিন্তু আমাদের কুকুরটা যে হারিয়ে গেল। জলের স্রোতে কোথায় যে ভেসে গেল সে।"

একজন বলল, "বেশিদূর যেতে পারবে না। খানিক গিয়েই বড় বড় পাথরে আটকে যাবে। মূল প্রপাতের মুখে পড়লে অবশ্য ভয় ছিল। তবে দূর থেকে আমরা তো সব দেখেছি। সাংঘাতিক কুকুর। ভগবান মরে যাবে, ভগবানের বাবা মরে যাবে, ওকে যারা হেনস্তা করবে তারা মরে যাবে কিন্তু ওর কিচ্ছুটি হবে না।"

"তা যেন নাই হয়, তবু আমরা দেখি ওকে একটু খুঁজেপেতে।" বলে যেই না এগোতে যাবে অমনই লোকটি আবার বলে উঠল, "ওই—ওই দ্যাখো ও আসছে।"

সবাই দেখল পঞ্চু সত্যিই আসছে। জলে ভিজে চুপসে গা-ঝাড়া দিতে দিতে আসছে ও। শীতে কাঁপছেও মাঝে মাঝে।

ততক্ষণে রোদ উঠে গেছে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা দুষ্কৃতীদের সেই অস্ত্রগুলো যথাস্থানে রেখে এসে বলল, "আপনারা এগুলো একটু নজরে রাখবেন, কেমন? আমরা এখনই পুলিশে খবর দিচ্ছি।"

"কোনও লাভ হবে না ভাই।"

বাবলু বলল, "জানি। তবু খবর তো দিই। পুলিশের কাজ পুলিশ করুক, আমাদের কাজ আমরা করি।"

পঞ্চুকে নিয়ে সবাই রওনা হল ফার্নান্ডেজ হাউসের দিকে।

বাড়ি চিনতে ভুল হল না। উত্তরা সবার আগে ছুটে গিয়ে দরজায় নক করতেই দশ বারো বছরের একটি কৃষ্ণবর্ণের ছেলে এসে খুলে দিল দরজা। ছেলেটি উত্তরাকে চিনল না। তবে হাসিমুখে ওদের সকলকেই ভেতরে আসতে দিল।

স্টুডিয়োর মতো এই বাড়িতে ঢুকে পেন্টিং করা ঘরদোর দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল সকলে।

ঘরের ভেতর পা পর্যন্ত চাদর-চাপা দিয়ে আগের মতোই একটি আরাম-কেদারায় বসে ছিলেন মি. ফার্নান্ডেজ। ওদের দেখে একটুও বিস্ময় প্রকাশ না করে বললেন, "তোমরা তা হলে সত্যিই এলে।"

বাবলু বলল, "আপনাকে কথা দিয়েছিলাম।"

"তা ওই কুনা মহেশদের পাল্লায় তোমরা পড়ে গেলে কী করে?"

"আমরা তো পড়িনি। ওরাই পড়ে গেছে আমাদের পাল্লায়। এবং টেরও পেয়েছে আমরা কী জিনিস। কিন্তু আপনি কী করে জানলেন?"

"দাশুর মুখে শুনলাম।"

"আপনি হঠাৎ চলে এলেন খারাপ খবর পেয়ে, শুনে আমাদেরও মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কী হয়েছিল ব্যাপারটা? শুনলাম এখানে নাকি একটা খুনও হয়েছে।"

"ঠিকই শুনেছ। তবে খুনটা ঠিক এখানে হয়নি। হয়েছে সেরাপল্লীতে। সেই জায়গাটা এখান থেকে অনেক দূরে। সিঙ্গাপুর রোডের কাছে।"

"কে খুন হল?"

"জ্যাকি।"

এই সুন্দর সকালে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই শোনাল কথাটা।

বাবলু বলল, "জ্যাকিদা খুন হল কেন?"

"জানি না। আসলে সবই বদলা নেওয়ার পালা। তবে আমার বাড়িতে ডাকাতি হয়েছিল অন্য কারণে। সোনা পাওয়ার লোভে। জ্যাকির দুই ছেলে আর বউকে মারধোর করে ওরা জানতে চেয়েছিল কোথায় কী আছে। আরে আমি কি এতই বোকা যে, ওদের হাতের কাছে সব রেখে যাব?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"এই ডাকাতির ব্যাপারটা পুলিশকে জানিয়েছিলেন?"

"পুলিশ সব জানে। থানা-পুলিশ হওয়ার পরই তো খবর পেয়ে আমরা আসছিলাম। তখনই সেরাপল্লীর কাছে গাড়ি থেকে নামিয়ে জ্যাকিকে খুন করল ওরা।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ভেবেই পেল না ঘটনার গতি কোনদিকে মোড় নিচ্ছে।

ফার্নান্ডেজ হাঁক দিলেন, "দাশু! এ দাশু! দাশরথঅ।"

ছেলেটি ঘরে এল।

"এদের কিছু খেতে দে।"

ছেলেটি চলে গেল।

বাবলু বলল, "আমাদের সময় খুব কম। তবে একটা কথা, জ্যাকিদার বউ, ছেলে, ওরা তো এই বাড়িতে, থাকত, ওরা কোথায়?"

"ওরা চলে গেছে।"

এর পর ঘরের ভেতর সুচ পড়লেও শব্দ হবে বুঝি।

বাবলু বলল, "আচ্ছা, এই যে কুনা মহেশের দল—।"

"আমার বাড়িতে ওরাই ডাকাতি করেছে।"

"এই ব্যাপারে থানা-পুলিশও তো হয়েছে। তারপরেও ওরা এখানে ঘোরাফেরা করে কী করে? তা ছাড়া ওরা তো আবার এখানে উপদ্রব করতে পারে। বিশেষ করে ওই বাচ্চা ছেলেটির ভরসায় আপনি একা—।"

"গড হেল্প মি। তবে আর আসবে না ওরা। কেন না ওরা বুঝেছে এখানে আরও একবার কেন, বারবার হানা দিলেও কিছু পাওয়া যাবে না।"

উত্তরা বলল, "আঙ্কল, আপনার দেখাশোনার জন্য সেরকম ভাল যদি কাউকে পাই তো আমরা কি পাঠিয়ে দেব? এই যেমন ধরুন, কোনও বয়স্কা মহিলা?"

"না, মা। এই দাশুকে তোমরা যা-তা মনে কোরো না। খুব কাজের ছেলে ও।"

সত্যিই কাজের ছেলে।

এইটুকু সময়ের মধ্যে ওদের সকলের জন্য প্লেটভর্তি জলখাবার আর চা নিয়ে এসে পরপর সাজিয়ে দিল। পঞ্চুও বাদ গেল না। অর্থাৎ কিনা মি. ফার্নান্ডেজ সব ব্যবস্থা আগে থেকেই করিয়ে রেখেছিলেন।

সবাই খেতে শুরু করলে ফার্নান্ডেজ বললেন, "বলরাম ভবনে তোমাদের কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?"

বাবলু বলল, "না। তা ছাড়া আমরা যে ওখানে উঠেছি আপনি কী করে জানলেন?"

"এখানকার সব হোটেলকেই আমার জানানো ছিল, তোমাদের মতো কেউ এলে তাদের যেন কোনও অসুবিধে না হয়। তারাই আমাকে জানিয়েছে।" তারপর একটু চুপ থেকে বললেন, "বাবলু, তুমি না জানতে চেয়েছিলে আমি টাকা কোথায় রাখি? তা হলে শোনো, টাকা আমি ব্যাঙ্কেও রাখি না, বাড়িতেও না। আমার টাকার সিংহভাগ ওইসব হোটেল ব্যবসায় রোল করে। তা যাক, মালকানগিরিতে তোমরা কবে যাচ্ছ?"

"কাল সকালেই যাব আমরা।"

"আজ নয় কেন?"

"আজ আমরা একবার দেবগিরিতে যাব।"

"যাও, ঘুরে এসো। কীভাবে যাবে তোমরা?"

"কেন? বাসে কিংবা ট্রেকারে।"

"পঞ্চুকে কোথায় রেখে যাবে?"

"সেও যাবে আমাদের সঙ্গে।"

"তা হলেই গেছ তোমরা! টাকার বাণ্ডিল ধরিয়ে দিলেও কুকুর নিয়ে যাবে না কেউ। ওকে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র উপায় আলাদা একটা গাড়ি করা। আমার গাড়িটা তো কলকাতাতেই রয়ে গেছে। এখানে যেটা ছিল সেটা জে. কে-র এক অফিসার বন্ধুকে ব্যবহার করতে দিয়েছি।"

উত্তরা বলল, "আপনি তা হলে এলেন কীসে?"

"জ্যাকিকে নিয়ে আমি ট্রেনে সম্বলপুর পর্যন্ত এসে একটা প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে আসছিলাম। এসেই পড়েছিলাম প্রায়, এমন সময় সেরাপল্লীর কাছে ওরা পথ আটকে গাড়ি থেকে টেনে নামাল জ্যাকিকে। তারপর আমার চোখের সামনেই ওকে শেষ করে দিল।" বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবলুকে বললেন, "তবে জ্যাকির ব্যাপারে তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না। তোমরা শুধু ডোনা আর বনির জন্য খোঁজখবর নাও।"

"আপনার ছেলে মাইকের কথা বললেন না তো?"

মাইকের নামে কীরকম যেন হয়ে গেলেন ফার্নান্ডেজ। বললেন, "ওর কথা বললাম না এই কারণে যে, ও হয়তো বেঁচে নেই। থাকলে যে-কোনও উপায়ে ওদের জাল কেটে বেরিয়ে আসবেই সে। কিন্তু ডোনা আর বনি তো তা পারবে না। যাই হোক, তোমরা কি এখন একবার লজে যাবে?"

"একবার যেতে হবে।"

"তা হলে দেরি কোরো না। আমি একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমরা রেডি থেকো।"

বাবলু বলল, "আমি একবার এই বাড়ির সব ঘরগুলো ঘুরে দেখব।"

"বেশ তো, দ্যাখো।" বলেই হাঁক দিলেন, "দাশু!"

দাশু এলে বললেন, "এদের একটু ঘরগুলো দেখিয়ে দাও তো।"

বাবলু বলল, "সকলের যাওয়ার দরকার নেই। আমিই একবার চোখ বুলিয়ে আসছি।" বলে দাশুর সঙ্গে এ-ঘর ও-ঘর করে ঘুরে দেখল। দু'-একটি ঘরের জিনিসপত্তরও ভাঙচুর করা হয়েছে দেখে একবার ছাদে উঠল। তারপর নেমে এসে বলল, "দেখা হয়েছে। এবার আমরা যাই?"

ফার্নান্ডেজ বললেন, "বেস্ট অব লাক। একটু পরেই আমি গাড়ি পাঠাচ্ছি।"

বাবলুরা ফার্নান্ডেজ হাউস থেকে বেরিয়ে তিনটি রিকশা নিয়ে প্রথমেই গেল থানায়। তারপর ভোরের বৃত্তান্ত সব জানিয়ে চলে এল বলরাম ভবনে। এবার গাড়ি এলেই রওনা হবে দেবগিরির পথে।

ফার্নান্ডেজ কথা রেখেছিলেন। একটু পরেই গাড়ি এল। ড্রাইভার বাঙালি। সেই গাড়িতে নিশ্চিন্তে পঞ্চুকে নিয়ে বসে পড়ল ওরা।

সিঙ্গাপুর রোড হয়ে গাড়ি চলল কে. সিংপুরের দিকে। কী চমৎকার পথের সৌন্দর্য এদিককার! বিশাল পর্বতমালা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পথের দু'পাশে। আর রয়েছে অগভীর বনভূমি। সবুজে সবুজ সব।

যেতে যেতে বাবলু বলল, "এখানে আসামাত্রই আমরা কিন্তু চিহ্নিত হয়ে গেলাম। আমাদের গোপনীয়তাটা আর বজায় রইল না। অথচ পরিস্থিতিটা এমনই হয়ে গেল যে, ওই দুষ্কৃতীদের মোকাবিলা না করেও পারা গেল না।"

বিলু বলল, "এ হয়তো একদিকে ভালই হল! দুষ্কৃতীদের খুবই কাছাকাছি চলে এলাম আমরা। এখন আমরা ওদের যত না খুঁজব ওরা বোধহয় তার চেয়েও বেশি খুঁজবে আমাদের। তার ফলে—।"

বাবলু বলল, "থাক। এসব কথা এখানে না হওয়াই ভাল।" বলেই চোখ টিপে দিল বিলুকে।

অনেকদূর যাওয়ার পর ড্রাইভার হঠাৎ এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে বলল, "তোমরা কি কে. সিংপুরেই যাবে? না দেবগিরিতে?"

"কে. সিংপুরেই চলুন।"

"ওখানে কেন অযথা সময় নষ্ট করতে যাচ্ছ তোমরা? কিচ্ছু নেই ওখানে। তার চেয়ে দেবগিরিতেই যাও, নীলকণ্ঠ স্বামীর গুহায় গিয়ে পুজো দাও, দর্শন করো। ভাল লাগবে।"

বাবলু বলল, "তবে তাই হোক।"

"এইখানেই নামো তা হলে। যদি চা-টা খেতে চাও, ওই দোকানটায় খেয়ে নাও। পাহাড়ের কাছে কিন্তু কিচ্ছু পাবে না। এখানেও এই একটিই দোকান।"

বাবলু বলল, "না। কিছুই খাবার দরকার নেই আমাদের। দু'-দু'বার চা খেয়েছি। এখন আমরা পাহাড়ে উঠে গুহা দেখব।"

"বেশ। তা হলে ঘণ্টা-দুই সময় দিলাম, ঘুরে এসো।"

উত্তরা বলল, "গাড়ি আর এগোবে না?"

"হ্যাঁ, পাহাড়ের কাছ পর্যন্ত যাবে। তবে কিনা আমাকেও একটু কিছু টিফিন করতে হবে তো? আমি টিফিন করি, তোমরা এগিয়ে যাও। দু'কিমির মতো পথ। বেড়াতে বেড়াতে চলে যাও। ভালই লাগবে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা গাড়ি থেকে নেমে হাঁটা শুরু করল। সুন্দর একটি আদিবাসী গ্রামের ভেতর দিয়ে খানিক যাওয়ার পরই দেখতে পেল চারদিকে পাহাড়ের শোভা। ছোট-বড় কত পাহাড় আর অসংখ্য টিলা। ওরা বাঁধা রাস্তা ছেড়ে শর্টকাটে সহজ পথে এগিয়ে চলল। সেই পাহাড়মালার মাঝে প্রকৃতির বুকে সম্পূর্ণ বৃক্ষলতাগুল্মহীন একটি পাহাড় ঢিবির মতো বিরাজ করছে। পাহাড়ের এইরকম আকৃতি সচরাচর দেখা যায় না। কখনও মনে হয় একটা অতিকায় হাতি ঘাড় গুঁজে শুয়ে আছে। কখনও মনে হয় কোনও অতিকায় দানব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যেন কারও অভিশাপে হাতিপাথারের পাথরের মতো হয়ে গেছে। কী সুন্দর! ওই পাহাড়ই দেবগিরি। যার পুণ্য প্রভাবে এই দেবগিরি তীর্থমহিমায় মহিমান্বিত। সেই পাহাড়ের গা কেটে ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে একেবারে ওপর পর্যন্ত। দলে দলে আদিবাসী যাত্রীরা ডালা নিয়ে চলেছেন সেখানে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা দারুণ উল্লাসে এগিয়ে চলল।

পঞ্চুর উল্লাস তো সবচেয়ে বেশি। তাই সে চলল সবার আগে। কখনও সে ছুটে অনেকদূর এগিয়ে যায়, কখনও বা লাফাতে লাফাতে চলে আসে ওদের কাছে। এইভাবে একসময় ওরা পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে পৌঁছল। তারপর শুরু করল এক এক করে সিঁড়ি ভেঙে পাহাড়ে ওঠা। সিঁড়ির দু'পাশেই রেলিং দেওয়া। তাই ধরে ধরেই উঠল ওরা। না হলে পড়ে যাওয়ার ভয়। আসলে সুগোল ন্যাড়া পাহাড় তো! তবু ওরই মধ্যে কিছু আদিবাসী কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে সেই গড়ানে পাথরের ঢাল বেয়ে সরীসৃপের মতো কী করে যে ওপরে উঠছে তা ওরা ভেবেই পেল না।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অনেক কষ্ট করে পাহাড়ে উঠল। খাড়াই পাহাড়। ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভাঙতে হাঁফ ধরে যায়। বাচ্চু-বিচ্ছু, উত্তরা তিনজনেই হাঁফিয়ে উঠল তাই।

উত্তরা বলল, "আমরা যখন কোরাপুটে থাকতাম তখনও পাহাড়ে উঠেছি। একটা টিলা পাহাড়ে প্রভু জগন্নাথদেবের বিশাল মন্দিরে যেতাম পুজো দিতে। কিন্তু কোনও কষ্ট হত না। আর এটা হচ্ছে একটা বিদঘুটে ধরনের যাচ্ছেতাই পাহাড়।"

বাবলু বলল, "এবং এও এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা।"

উত্তরা ঠোঁট উলটে বলল, "ছাই।"

ভোম্বল ততক্ষণে বেশ কয়েকটা ছবি তুলে ফেলেছে এই পাহাড়ের। একজন যাত্রী এসে ওদের গ্রুপ ছবিও তুলে দিল একটা। পঞ্চুর একক ছবিই উঠল তিন-চারটে।

বাবলু বলল, "আর তুলিস না ভোম্বল। মালকানগিরির জন্য রাখ।"

ওরা এবার দলবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলল গুহামন্দিরের দিকে। ওপরে উঠতেই দেখল সেখানে যেন ছোটখাটো একটা মেলা বসে গেছে। বেশ কয়েকটি প্রাকৃতিক কুণ্ডও আছে সেখানে।

বিচ্ছু গুনে বলল, "পাঁচটি। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, ভাগীরথী ও ইন্দ্রদ্যুম্ন।"

কুণ্ডের অপরিষ্কার জলেই স্নান, মুখ ধোয়া ইত্যাদি চলছে। শিশুদের মস্তকমুণ্ডনও চলছে একপাশে।

ক্লান্তি দূর হওয়ায় উত্তরাকে এখন তরতাজা দেখাচ্ছে বেশ। একটু উচ্ছ্বসিতও মনে হল। বলল, "এই জায়গাটাকে এই এলাকার মনুমেন্ট বলা চলে, কী বলো বাবলু?"

"তা ঠিক। তবে এখানে এই পরিবেশে তুমি কিন্তু আমার কাছে ফুল চাইলে ফুল দিতে পারব না।"

উত্তরা হেসে বলল, "পলাশ দিতে না পারো, অন্য ফুল তো দিতে পারবে। ওই দ্যাখো, কত—কত ফুল ফুটেছে গোলঞ্চের বনে। শাখায় শাখায় ফুল। আমাকে দেবে চলো।"

ওরা দেখল, সত্যিই তো! এক জায়গায় পাহাড়টা একটু ঢালু হয়ে আবার ওপরে উঠে গেছে। সেইখানে নীলকণ্ঠ গুহার পাশে গোলঞ্চের ঘন বন। একপাশে একটি বিশাল তেঁতুলগাছও আছে। আর আছে অনেক বেলগাছ। ওরা গুহার কাছে এগিয়ে গিয়েই দেখল গুহার আকৃতিও অন্য রকম। গুহা তো নয়, মনে হয় যেন এক অতিকায় দৈত্য গিলে খাওয়ার জন্য হাঁ করে আছে। সংকীর্ণ গুহামুখ দিয়ে ভেতরে ঢুকে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয়। বসতে গেলেও মাথায় লাগে। তবুও ওরই মধ্যে পুজো দেওয়ার জন্য কী ভিড়! এত ভিড়ের কারণটা কী? জানা গেল, একে আজ সোমবার, তায় সামনেই শিবরাত্রি। তাই কিছুক্ষণ আগে এক ধনী শেঠ এসেছিলেন এবারের মেলার ব্যাপারে কিছু অর্থসাহায্য করতে। সেজন্য সাধারণের পুজোপাঠ বন্ধ ছিল এতক্ষণ।

যাই হোক, পঞ্চুকে বাইরে রেখে পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকে দর্শন করে এল। যেমন ভিড়ের চাপ, তেমনই গরম। দম যেন বন্ধ হয়ে এল সকলের!

বিচ্ছু বলল, "ওই শেঠ কি আর আসবার সময় পেলেন না? থেকে থেকে আজকের দিনটিতেই এলেন!"

এক ভদ্রলোক ওর কথা শুনতে পেয়েই বললেন, "ওঁর কৃপাতেই এখানকার অনেক উন্নতি মা। এই অঞ্চলে অনেক দানধ্যান আছে ওঁর। বছরের মধ্যে প্রায় সোমবারই আসেন উনি। নিজের মাথায় নারকেল ভেঙে পুজো দেন।"

চমকে উঠল পাণ্ডব গোয়েন্দারা, "বলেন কী!"

"তবে! যা-তা লোক নাকি উনি?"

বাবলু বলল, "হায় হায় রে, আমরাই দর্শন পেলাম না ওঁর। তা কোথায় থাকেন উনি?"

"উনি তো এখানকারই মানুষ। আগে এই দেবগিরিতেই ছিলেন। এখন চলে গেছেন মালকানগিরিতে।"

বাবলুর মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে এল, "ইউনিকর্ন।"

চমকে উঠলেন ভদ্রলোক। বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক। ইউনিকর্ন। ওঁর ছেলেবেলার নাম হচ্ছে গণ্ডার। আমরা ওঁকে শেঠ বলি। দারুণ শিবভক্ত উনি। কিন্তু তোমরা কী করে ওই নাম জানলে?"

বাবলু বলল, "পথে আসতে আসতে কার মুখে যেন ওঁর সম্বন্ধে শুনছিলাম।"

ভোম্বল বলল, "আচ্ছা, এই অঞ্চলে ওই যে কুনা মহেশের দল, ওই দলের সঙ্গেও কি ওই ধর্মাবতারের কোনও সম্পর্ক আছে?"

ভদ্রলোক কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলেন এবার। বললেন, "তোমরা কারা? কোথা থেকে আসছ? এতসব জানলে কী করে?"

বাবলু বলল, "আমরা হাওড়ায় থাকি। বেড়াতে এসেছি এখানে। এসেই একটু আধটু গোলমালের মধ্যে পড়ে গেছি কিনা, তাই—।"

"ওদের নিয়ে কোনও আলোচনা কারও কাছে কোরো না। আমি কে সিংপুরে থাকি। বহুদিন বাংলায় ছিলাম। বাংলা বুঝি। তাই এত কথা বললাম তোমাদের। তোমরা দর্শন করেছ, এবার পাহাড়-পর্বতের সৌন্দর্য দেখে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।" বলে দ্রুত অন্যদিকে চলে গেলেন ভদ্রলোক।

বাবলু সকলকে নিয়ে একটু এদিক ওদিক করে আরও একটু উচ্চস্থানে উঠে পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখে নীচে নেমে এল। অধিক লোকসমাগমে সেখানেও তখন মেলা বসে গেছে। শুধুই আদিবাসীর ভিড়। তাদের কথাবার্তাও সব তেলুগু ভাষায়।

এবার প্রত্যাবর্তনের পালা। ওরা আবার পরিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে সেই আঁকাবাঁকা রাস্তার পথটি ধরে চলতে শুরু করল। যেতে যেতে বিলু বলল "এই ইউনিকর্ন হচ্ছে একজন কুখ্যাত ক্রিমিনাল। অথচ এদের কাছে তার অন্য ভাবমূর্তি।"

বাবলু বলল, "হবে না ই বা কেন? নিজের এলাকার লোকজনকে যে টাকা দিয়ে হাত করে রেখেছে। কাজেই সে এলে কেউ পুলিশে খবর দেয় না, আর পুলিশের মুখোমুখি হলেও পুলিশ তাকে ধরতে যায় না। তার কারণ এইসব লোকেদের সঙ্গে পুলিশেরও বন্ধুত্ব থাকে। এই তো সেবার আমরা চম্বলে গিয়ে ডাকাত আর পুলিশের বন্ধুত্ব কীরকম তা স্বচক্ষেই দেখে এলাম।"

ভোম্বল বলল, "তা ছাড়া ইউনিকর্নও দেশ ছেড়েছে বেশ কয়েক বছর আগে। কাজেই খুব একটা পুরনো লোক ছাড়া এখনকার নতুন প্রজন্মের কেউ ওকে চেনেও না। অতএব।'

হঠাৎই চোখের সামনে বিভীষিকা।

দেখল, তিনজনে তিনটি স্কুটার নিয়ে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। সেই তিনজন, কুনা মহেশ, বাসুকন্দ্র আর নাগাসুন্দর রেড্ডি। ওদের চোখ দেখেই বোঝা গেল, ওরাই ওদের টার্গেট।

পঞ্চু একবার তাকাল বাবলুর দিকে।

বাবলু চাপা গলায় বলল, 'রি রেডি।"

বিলু বলল, "কী করবি রে বাবলু, এগোবি? না কিছু লোকজন আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবি?"

ভোম্বল বলল, "আমাদের ভুল হল, গাড়িটা ওইখানে রেখে আসাটা। ড্রাইভার যদি পাহাড়ের কাছ পর্যন্ত নিয়ে আসত আমাদের।"

বাবলু বলল, "তার আর দোষ কী? তাকেও তো একটু জলযোগ সারতে হবে। তা ছাড়া সে ই বা জানবে কী করে যে, এমন হবে আমাদের?"

বাচ্চু বলল, "ওদের মতলবটা কী বলো তো?"

বিচ্ছু বলল, "আমার মনে হয় ওরা এখনই কিছু করবে না আমাদের। আমরা এই পথ ধরে কিছুটা এগিয়ে গেলেই ওরা পেছনদিক থেকে স্কুটারসমেত ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের ওপর।"

উত্তরা বলল, "আমাদের হত্যা করাই ওদের উদ্দেশ্য। সকালে কী বলেছিল মনে নেই? ওরা বলেছিল, 'আজ রাতেই তোদের চিতা আমরা জ্বালাব।' তাই এখন আমাদের মৃত্যুর জন্যই তৈরি হতে হবে।'

বাবলু বলল, "তা হলে মৃত্যুর জন্যই তৈরি হওয়া যাক।" বলেই বলল, "নির্ভয়ে এগিয়ে আয় সব।"

ওরা গেলেও পঞ্চু গেল না। পঞ্চু একটা বড় গাছের গুঁড়ির পাশে বসে রইল গ্যাঁট হয়ে।

উত্তরা বলল, "কী হল? পঞ্চু আসবে না?"

বাবলু হাত নেড়ে সকলকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলল, "গো অ্যাহেড।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

উত্তরা না জানলেও পাণ্ডব গোয়েন্দারা জানে পঞ্চু কেন এল না। আসলে ও রয়ে গেল এই কারণে যে, দুষ্কৃতীরা স্কুটার নিয়ে তাড়া করলেই ও ঝাঁপিয়ে পড়বে ওদের ওপর।

কিন্তু শয়তানরাও দুষ্টবুদ্ধি কম রাখে না। তারা করল কী, পঞ্চুর দিক থেকে আক্রমণের একটা আশঙ্কা অনুভব করেই ওর দিকে লক্ষ্য স্থির রাখল।

সেই কুনা মহেশ, বিলু যার মাথা ফাটিয়েছিল পাথর দিয়ে, সে তার মাথার ব্যান্ডেজে একবার হাত বুলিয়ে হঠাৎই তার গুপ্তস্থান থেকে একটা রিভলভার বের করে টার্গেট করল পঞ্চুকে।

ততক্ষণে বাবলুর পিস্তলও গর্জে উঠেছে 'ঢিসুম'।

গুলিটা কাঁধে লাগল কুনা মহেশের। সে একটা আর্তনাদ করেই চোখের পলকে স্কুটারের মুখ ঘুরিয়ে কেটে পড়বার ধান্দা করল। কিন্তু যাবে কোথায় বাছাধন? ততক্ষণে পঞ্চু এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ঘাড়ে।

আর যে দু'জন ছিল, অর্থাৎ বাসুরুদ্র ও নাগাসুন্দর, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরা হাতের কাছে যা ছিল তাই ছুড়ে মারতে লাগল ওদের। শেষরক্ষা হয় না দেখে বেগতিক বুঝে ওরাও পালাল। তবে যাওয়ার আগে নাগাসুন্দর গায়ের জোরে উঠিয়ে নিল উত্তরাকে। উত্তরা প্রচণ্ড বাধা দিল কিন্তু ওই অমানুষিক শক্তির সঙ্গে পেরে উঠল না সে। তাই চিৎকার করে বলতে লাগল, "বাবলু, আমাকে বাঁচাও। বিলু, ভোম্বল বাচাও আমাকে ওরা আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। বাঁচাও।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই তখন মারমুখী হয়ে ধাওয়া করল ওদের পেছনে। কিন্তু ওইভাবে কি ওদের নাগাল পাওয়া যায়? তাই একটু ছুটেই হাঁফিয়ে পড়ল ওরা। দুষ্কৃতীরা চোখের আড়ালে চলে গেল।

এদিকে চোখের সামনে উত্তরা হরণ দেখে বাবলুও আর থাকতে পারল না। কুনা মহেশের সেই স্কুটারটি নিয়ে সেও তাড়া করল প্রবলবেগে। যেভাবেই হোক নিজের জীবন বিপন্ন করেও উদ্ধার করতে হবে মেয়েটাকে। না হলে কবিদির কাছে মুখ দেখাতে পারবে না ওরা। উত্তরা যদিও স্মার্ট, তবুও বাচ্চু বিচ্ছুর মতো চটপটে নয়। তার ওপরে অনভ্যস্ত। মিষ্টি এবং আকর্ষক চেহারা ওর। এই সমস্ত বাজে লোকের হাতে পড়লে কী যে হবে ওর তা কে জানে?

এদিকে বিলু, ভোম্বল বাচ্চু, বিচ্ছু তখন কুনা মহেশকে নিয়ে পড়ল। চিৎকার চেঁচামেচি হইহট্টগোল শুনে অনেক লোকজনও তখন ছুটে এসেছে। রাগের চোটে তারা সবাই মিলে ধরে পেটাতে লাগল কুনা মহেশকে। কিন্তু আশ্চর্য! অত মারধরের পরও কেউ ওর মুখ থেকে একটি কথাও বের করতে পারল না। অবশেষে মার খেতে খেতে একসময় নিস্তেজ হয়ে পড়ল সে।

তেমনই নিস্তেজ হয়ে পড়ল পঞ্চু। আসলে বাবলু না থাকলে ও ওর মনোবল হারায়। কখন গেছে বাবলু, এখনও ফিরল না তো!

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরও দুশ্চিন্তার শেষ নেই। অনেক অনেক বেলা হয়ে গেল তবুও ফিরল না বাবলু। না বাবলু, না উত্তরা। দু'জনের কেউই না। ওরা তখন অধৈর্য হয়ে একসময় বড় রাস্তায় এল।

গাড়ির ড্রাইভার তখন হানটান করছে। বলল, "কী ব্যাপার গো তোমাদের? এত দেরি কেন?"

বিলু বলল, "ফিরব কী করে? আমাদের খুব বিপদ হয়ে গেছে দাদা।"

"কীরকম?"

"আমরা ক'জন এসেছিলাম। ক'জন যাচ্ছি? আমাদের ভেতর থেকে দু'জন কমে গেছে।" বলে সব বলল বিলু। তারপর বলল, "এতক্ষণেও যখন ফেরেনি ওরা, তখন আর ওদের ফেরার আশা রাখি না। যদি ফিরে আসে তা হলে ওদের ব্যবস্থা ওরাই করে নেবে। অবস্থা দেখে যা মনে হচ্ছে তাতে আমরা এখানে সারা রাত হা পিত্যেশ করে বসে থাকলেও ওরা আসবে না। হয়তো ওরা এখান থেকে অনেক অনেক, অনেক দূরে চলে গেছে।"

ড্রাইভার সবাইকে নিয়ে রায়গড়ায় ফিরে চলল। বিষণ্ণ পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সবার চোখেই জল। এমনকী পঞ্চুরও।

॥ ৭ ॥

পায় মধ্যরাতে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে টলতে টলতে ফিরে এল বাবলু। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল ওর ওপর দিয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে। বিলু দরজা খুলে দিলে ও প্রথমে দেহটা এলিয়ে দিল বিছানায়। তারপর একসময় বলল, "নাঃ, পারলাম না। কিছুতেই পারলাম না মেয়েটাকে রক্ষা করতে।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই চুপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পঞ্চুও অধোবদনে বসে আছে। উত্তরা নেই। তাই বাবলুর ফিরে আসাতেও ওর আনন্দ নেই।

অল্পক্ষণ শুয়ে থাকার পর একসময় উঠে বসল বাবলু।

বিলু বলল, "সারাদিনে খেয়েছিস কিছু?"

"না রে! এক কাপ চা ছাড়া কোথাও কিছু জোটেনি।"

"তোর জন্য কলা আর ডিমসেদ্ধ রেখে দিয়েছি। খাবি?"

"মন্দ কী? তাই দে।"

বিলু বাবলুকে খাবার এগিয়ে দিল।

এই প্রচণ্ড ক্ষুধার মুখে এই খাদ্যই যেন অমৃত মনে হল ওর। খাওয়া শেষ হলে বাবলু বলল, "ক'টা বাজে দ্যাখ তো?"

"সবে দেড়টা।"

"একবার বেরোতে হবে।"

ভোম্বল বলল, "কখনওই না। এই তো এলি তুই। রাতটুকু বিশ্রাম নে।"

বাবলু বিরক্তির সুরে বলল, "তোরা ভুলে যাচ্ছিস কেন, আমরা এখানে বেড়াতে আসিনি। এসেছি তদন্তের কাজে।"

"কিন্তু যে-কাজের তদন্তে এসেছি তার তো কিছুই এগোয়নি। মাঝখান থেকে দু'-একটা ঝুটঝামেলায় জড়িয়ে পড়লাম। কুনা মহেশের দলের সঙ্গে সংঘর্ষটা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনই উত্তরার সান্নিধ্যও অবাঞ্ছিত আমাদের কাছে।"

বাবলু বলল, "না। কেউই আমাদের কাছে অবাঞ্ছিত নয়, কী অবস্থায় ও আমাদের কাছে এসেছিল মনে আছে?"

"যে অবস্থাতেই আসুক, আমাদের অভিযানে ও একটা বাড়তি বোঝা।"

"তবুও ওর প্রতি আমাদের কর্তব্য আছে।"

"ঘোড়ার ডিম আছে। ওকে দেখতে ভাল, তাতে লাভ হবে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির। অবশ্য যদি ও ফিল্মে কখনও চান্স পায়! না হলে তোর-আমার কী?"

বাবলু বলল, "এই সরল সত্যটা বুঝতে অবশ্য ভুল হয়েছিল আমার। তাই নিজের জীবন বিপন্ন করেও ওই দুষ্কৃতীদের পেছনে ধাওয়া করেছিলাম। যাই হোক, পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আদর্শ যাই থাক, আমার নিজের একটা আদর্শ আছে। আমি একাই লড়ব পঞ্চুকে নিয়ে। তোরা কাল সকালের ট্রেনেই ঘরে ফিরে যা। অভিযান শেষ।"

বাবলু রেগেছে বুঝেই ভোম্বল একেবারে চুপ হয়ে গেল।

বিলু বলল, "না, শেষ নয়। তোর আদর্শই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আদর্শ। আমরা কি কেউ এই ব্যাপারে একটা কথাও বলেছি? তুই ছাড়া কি আমরা? কেন আমরা ফিরে যাব? ভোম্বলের কথায় কেউ রাগ করে?"

বাচ্চু বলল, "ভোম্বলদার কথায় রাগ করা উচিত নয়। তবুও এত অভিযানের পর এইরকম একটা কথা ভোম্বলদার মুখ থেকে বেরোনো শোভা পায় না।"

বিচ্ছু বলল, "ওকে ক্ষমা করো বাবলুদা। আসলে তুমি না থাকলে পঞ্চুর আর ওর মাথার ঠিক থাকে না। তাই যত রাগ ওর উত্তরার ওপরেই পড়েছিল। ও কি চায় না মেয়েটা ফিরে আসুক? কিন্তু তোমার কিছু হোক এটা ও কোনওমতেই চায় না।"

ভোম্বল বলল, "সেটাই ওকে বুঝিয়ে বল তো? যাক, আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি ভাই। এখন বল, এই রাতদুপুরে কেন বের হওয়া দরকার?"

বাবলু বলল, "শোন তা হলে। আমি তো উত্তরার অপহরণকারী বাসুরুদ্র আর নাগাসুন্দরের পিছু নিলাম। ওরা আমার থেকে অনেক এগিয়ে ছিল, তাই ওদের দেখা পেলেও নাগাল পেলাম না। হঠাৎ এক জায়গায় এসে স্কুটার গেল বিগড়ে। সেটা যে কোনও জায়গা তা জানি না। শুধু পাহাড় আর পাহাড় চারদিকে। জনমানুষের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। মাঝে একদল বুনো মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেও আমার ভাষা তারা বুঝতে না পারায় আমার কথার কোনও উত্তরই দিল না তারা। আমি তখন পায়ে হেঁটেই পথ চলতে লাগলাম। এইভাবে যেতে যেতে এক সময় একটি গ্রামে এসে পৌঁছলাম আমি। গ্রামের নাম নওরঙ্গি। তেলুগু ও ওড়িয়া ভাষার মানুষের বাস সেই গ্রামে। ওইখানেই একটি চালাঘরের চা-দোকানে গেলাম কিছু খাবারের আশায়। ওই দোকানে ইডলি ধোসা ইত্যাদি তৈরি হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, মাত্র এককাপ চা ছাড়া আমার জন্য কিছুমাত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বরাদ্দ ছিল না ওদের দোকানে। বাধ্য হয়ে আমি এককাপ চা-ই খেলাম। এমনকী একটা বিস্কুটও পেলাম না চায়ের সঙ্গে। ওরা আমার পরিচয় জানতে চাইলে আমি আমার বিপদের কথা বললাম। সব শুনে ওরা কপাল চাপড়াতে লাগল। বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। বাসুরুদ্র আর নাগাসুন্দরকে আমরা চিনি। কুনা মহেশের দলের লোক ওরা। একটু আগে ওরাই তো এখানে যত খাবার ছিল সব খেয়ে গেল। ওদের নিজেদের মধ্যে খুব চাপা গলায় যা আলোচনা হচ্ছিল তাতে বুঝলাম আজ মধ্যরাতে কে এক ফার্নান্ডেজ আছে তাকে খুন করে কোরাপুটের দিকে পালাবে ওরা।'"

ওদের কথা শুনে শিউরে উঠলাম আমি। বললাম, "ওই দু'জনের সঙ্গে কোনও মেয়ে ছিল না?"

ওরা বলল, "না। ওরা দু'জনেই ছিল। দু'জনের দুটো স্কুটারও রাখা ছিল একপাশে। কিন্তু কোনও মেয়ে তো ছিল না।"

আমি বললাম, "সে কী! তা হলে গেল কোথায় মেয়েটা? একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন তো, এই গ্রামেই কারও বাড়িতে বা অন্য কোথাও লুকিয়ে রেখেছে কিনা?"

ওরা বলল, "না, না, না। আমাদের এখানে ওইরকমটি হওয়ার কোনও উপায়ই নেই। আমরা গরিব হতে পারি, কিন্তু অনেক টাকার বিনিময়েও ওইসব বাজে কাজ আমরা করি না।"

অবশেষে অনেক খোঁজখবর নেওয়ার পর একজনের মুখ থেকে জানা গেল সে নাকি খানিক আগে খুব সুন্দরী একটি মেয়েকে রঙিলা ঝরনার ধারে মুনেশ্বর রেণুর গাড়িতে দেখেছে। মেয়েটি খুব কাঁদছিল। বাসরুদ্র আর নাগাসুন্দরও ছিল সেখানে।

আমি বললাম, "আমি তো ওই মেয়েরই খোঁজ করছি। মুনেশ্বর রেণু থাকে কোথায়?"

"ও তো এখানকার লোক নয়। ও থাকে কোরাপুটে। অতন্ত বদ লোক। সোনা পাচার থেকে বিদেশে ছেলেমেয়ে পাচার সবকিছুই করে ও।"

এরপর আমি ওই গ্রামে থেকে হেঁটে দশ কিমি পথ পাড়ি দিয়ে আসছি। হয়তো অনেক দেরি হয়ে গেছে। তবু একবার গিয়ে দেখি যদি কিছু করা যায়। সময় থাকতে গিয়ে পড়লে মি. ফার্নান্ডেজের জীবনরক্ষাও হবে, আর ধরতে যদি পারি ওদের, তা হলে মারের চোটে জেনে নেব উত্তরাকে কোথায় পাচার করল ওরা।"

বিলু বলল, "তা হলে আর দেরি কেন? এখনই চল।"

চল তো চল। ওদেরও আর তর সইছিল না। সবাই তৈরি হয়েই নীচে নামল। তারপর দারোয়ানকে ডেকে গেট খুলিয়ে বাইরে এল ওরা। রাতের রায়গড়া তখন থমথম করছে।

এইবার সমস্যা দেখা দিল, এত গভীর রাতে ওরা ওই তিন কিমি পথ পাড়ি দেবে কী করে? কোথাও কোনও পরিবহণ নেই। হেঁটে গেলেও যেতে অনেক দেরি হবে। তার চেয়েও বড় কথা, এখানে নৈশ পুলিশ পাহারা খুবই জোরদার। হঠাৎ ডাক পরিষেবার একটি ভ্যান দেখতে পেয়ে বাবলু ছুটে গেল ড্রাইভারের কাছে। তারপর অনেক বুঝিয়ে-বাঝিয়ে নিজেদের একটা মনগড়া বিপদের কথা বলে পঞ্চাশটা টাকা হাতে দিতেই যাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

হাতিপাথারের কাছাকাছি এসেই গাড়ি থেকে নেমে পড়ল ওরা। তারপর ড্রাইভারকে বিদায় জানিয়ে খুব সন্তর্পণে অন্ধকারে মিশে এগিয়ে চলল ফার্নান্ডেজ হাউসের দিকে। রাত দুটো পনেরো। এই সময়টুকুর মধ্যে কী যে ঘটে গেল তা কে জানে?

বিলু বলল, "আচ্ছা বাবলু, তোর কি মনে হয় ওরা সত্যিসত্যিই খুন করবে ফার্নান্ডেজকে? আমার কিন্তু তা মনে হয় না।"

বাবলু বলল, "ফার্নান্ডেজকে বাঁচিয়ে রাখার আর তো কোনও প্রয়োজন নেই ওদের। মাইক, ডোনা, বনির গুম হওয়ার পরও যখন ফার্নান্ডেজকে কবজা করতে পারেনি ওরা, তখন জ্যাকিদাকে মেরে ওঁর নার্ভ আরও দুর্বল করে দিল। ওঁর বাড়ি তছন্ন করে কোনও কিছুই না পেয়ে হতাশ হয়ে ওরা বুঝে গেছে ফার্নান্ডেজের জমানো সোনার খোঁজ হাজার চেষ্টা করলেও পাবে না ওরা। তাই এই ডেথ ওয়ারেন্ট ঘোষিত হয়েছে ওঁর নামে।"

ফার্নান্ডেজ হাউসের খুব কাছাকাছি এসে ওরা একটু অন্ধকার জায়গা দেখে গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে লক্ষ রাখতে লাগল বাড়িটার দিকে।

এমন সময় বিলুরই নজরে পড়ল সেটা। বলল, "বাবলু, ওই দ্যাখ।"

ওরা লক্ষ করল একটা লম্বা নাইলনের ফিতে ফার্নান্ডেজ হাউসের পাঁচিলের গা বেয়ে ঝুলছে। খুব উঁচু পাঁচিল নয়। তবু কী ভাবে কোথায় আটকে যে দড়িটা ঝুলছে তা টের পাওয়া গেল না। তবে এটা বোঝা গেল বহিরাগত কেউ একজন অনধিকার প্রবেশ করেছে ওই বাড়িতে।

ভোম্বল, বাচ্চু আর বিচ্ছুকে সেইখানে রেখেই বাবলু বিলুকে বলল, "চল তো, একবার পাঁচিল টপকে দেখি ভেতরে কী হচ্ছে।"

বাবলু, বিলু গেলে পঞ্চুও গেল ওদের সঙ্গে। গিয়ে পাঁচিলের গা ঘেঁষে একপাশে অন্ধকারে মিশে রইল।

বাবলু পাঁচিল টপকে বাড়ির ভেতরে ঢুকে প্রথমেই খুলে দিল দরজাটা। বিলুও ঢুকে পড়ল। ভেতরে ঢুকেই ওরা দেখল ইলেকট্রিক পোস্টের একটি টানা তারের সঙ্গে ফিতেটা আটকানো আছে। অর্থাৎ এখানে যে এটা আছে, সন্ধানী তা জানে।

যাই হোক, ওরা পা টিপে টিপে ফার্নান্ডেজের ঘরের দিকে গেল। দরজাটা আধভেজানো। ভেতরে আলো জ্বলছে।

ফার্নান্ডেজের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "আমি জানতে চাই জ্যাকিকে হঠাৎ খুন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল কেন?"

উত্তর এল, "ইনফরমারকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ?"

"তোর এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।"

"ভুল! জ্যাকি তো বোবা। তা হলে আমি যখন ওর দিকে রিভলভার তাক করলাম তখন ও কী করে বলে উঠল, 'আমাকে মেরো না!'"

চমকে উঠলেন ফার্নান্ডেজ। বললেন, "ও কি তোকে চিনতে পেরেছিল?"

"না। তুমিও কি পেরেছিলে?"

"প্রথমে পারিনি। তুই তো মুখোশ পরে ছিলি। পরে চলে যাওয়ার সময় দূরে গিয়ে তুই যখন কাশলি তখনই বুঝলাম জ্যাকির হত্যাকারী কে।"

"আমি ইচ্ছে করেই কাশলাম তোমাকে জানান দেব বলে। যাতে তুমি আমার জন্য আর চিন্তা না করো।"

"ডোনা, বনি এদের কোনও খোঁজখবর পেলি?"

"এখনও পর্যন্ত পাইনি। তবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তুমি এমন সোনার খনি ঘরের মধ্যে মজুত রেখে পরম নিশ্চিন্তে কলকাতায় গিয়ে বসে রইলে কী বলে? তার ওপরে ওই স্পাইটাকে সঙ্গে নিয়ে?

"সাধ করে কি গেছি? এক তো গেছি নিজের পায়ের জন্য, দ্বিতীয় কারণ ইউনিকর্নকে ধোঁকা দিতে। যাতে ওর ধারণা হয় আমি আমার সবকিছু নিয়েই চলে গেছি। তা ছাড়া জ্যাকিরও চিকিৎসা চলছিল ওখানে।

"সেই গেলেই যখন, তোমার উচিত ছিল ওগুলোকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া।"

"অত সোনা আমি কী করে নিয়ে যাব? যেখানে প্রতি মুহূর্তে আমার জীবন বিপন্ন। তা ছাড়া আমি অসুস্থ অবস্থায় গেছি।"

"জিনিসগুলো কোথায় রেখেছ?"

"আছে, আছে, যথাস্থানেই আছে।"

"আছে তো জানি। তবে হুট করে যদি তুমি মরে যাও তা হলে আমি তো জানতেও পারব না কোথায় রেখেছ সেগুলো। আমি একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না, তুমি আমাকে মুখে বলছ সোনার মোহে পড়িস না, সোনার অভিশাপ কুড়োস না, অথচ আমি যখন সোনার খনি লুট করে ঘরে আনছি তুমি তখন সেগুলো বিক্রি না করে যখের মতো আগলে রাখছ। এর কারণটা কী?"

"এর কারণও ওই একই। নেশা। মোহ। সোনার মোহ। আর সোনার অভিশাপ আছে বলেই সোনা সোনা করে আমরা পাগল হচ্ছি। ফলে আমি হারালাম আমার পাদুটো, আর আমরা দু'জনে হারালাম ডোনা ও বনিকে।"

"যাক, সময় খুব অল্প। এখন বলো দেখি ওগুলো কোথায় কীভাবে আছে?"

"কিছু সোনা লুকনো আছে আমাদের তিনতলার সিঁড়িঘরের ছাদে। ওটা ডবল ঢালাই ছাদ। একটি ছাদের ওপর কাঠের প্যাকিংয়ে জিনিসগুলো রেখে তার ওপর বালিমাটি ঢেলে আরও একটি পাতলা ঢালাই দিয়ে ঢেকে রেখেছি।"

"তার মানে রাজমিস্ত্রিরা সব জানে।"

"ওই কাজের জন্য আমি কলকাতা থেকে রাজমিস্ত্রি আনিয়েছিলাম।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'জ্যাকি জানত?"

"তুই যেখানে জানিস না সেখানে ওর জানার প্রশ্নই ওঠে না। সেই সময় ওকে আমি দিনকতকের জন্য কলকাতায় পাঠিয়েছিলাম।"

'বাকি জিনিস?"

'সেগুলো আছে পলিপ্যাকে মোড়া ছাদের জলট্যাঙ্কের ভেতরে। সেই ট্যাঙ্কও এত উঁচুতে বসানো আছে যেখানে মই ছাড়া তার নাগাল পাওয়া যাবে না।"

"ওগুলো রাখার জন্য এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা অবশ্য আর হতেই পারে না। কিন্তু তুমি মরে গেলে আমি জানতেও পারতাম না ওগুলো কীভাবে আছে।"

ফার্নান্ডেজ বললেন, "সব আমি একটা কাগজে লিখে আমাদের কলকাতার ব্যাঙ্কের লকারে রেখে দিয়েছি। তা থাক, এখন একটা কথা তুই আমাকে বল, তুই হঠাৎ জ্যাকিকে সন্দেহ করতে গেলি কেন?"

'তা হলে শোনো, জ্যাকি তো গাড়ির ড্রাইভার। সামান্য দু' তিন হাজার টাকার মাইনে পায়। বিজয়নগরের মতো জায়গায় সে অমন প্যালেস তৈরির টাকা পায় কী করে?'

'ওকে জমি কেনার টাকা আমি দিয়েছিলাম।"

'বাড়ি তৈরির?"

জানি না।"

'তা হলেই বুঝে দ্যাখো। এখন ওই জলের ট্যাঙ্কের ভেতর হাতড়ে হয়তো দেখবে এক টুকরো সোনাও তার অবশিষ্ট নেই।"

আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন ফার্নান্ডেজ, "কী বলছিস তুই?"

হতে পারে। না ও পারে। আর এও জেনে রেখো, ওই স্বর্ণ সন্ধানীদের সঙ্গে ওরও একটা গোপন আঁতাত ছিল। সেটা অনেক পরে আমি জেনেছি।'

'কিন্তু ও তো সবসময় আমার কাছেই বাগডায় থাকত।'

সেটা বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য। আর ওই সঞ্চিত স্বর্ণভাণ্ডারের খোঁজ পাওয়ার জন্য। তা ছাড়া সক্রিয় কোনও ভূমিকা তো ওর ছিল না। ছিল গোপন আঁতাত। আমি সেটা জানলাম তখনই, যখন উড়ো খবর পেয়ে ইউনিকর্নের খোঁজে গিয়ে বিফল হয়ে ফিরে আসি তখন। ফিরে আসার পর ডোনা ও বনিকে না পেয়ে পাগলের মতো হয়ে যাই আমি। তখনই গিয়ে আমি চেপে ধরি সেই লোকটাকে যে কি না আমাকে ওই উড়ো খবরটা দিয়েছিল মায়ের চোখে তার ভুবন অন্ধকার করে দিতেই এই চক্রান্তের কথা ফাঁস করে দেয় সে। জ্যাকির স্বরূপ আমি তখনই চিনতে পারি। সে এও বলে, তোমাকে দুর্ঘটনায় ফেলে জখম অবস্থায় মুঠোর মধ্যে নিয়ে যাওয়াটাই আসল উদ্দেশ্য ছিল ওদের। তোমার সামনে ডোনা ও বনির ওপর অত্যাচার চালিয়ে তোমার মুখ থেকে সব জেনে নিয়ে তোমাকে মেরে ফেলত। তবে কিনা জ্যাকির একটু ভুলেই ওদের সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। দুর্ঘটনাটা ও লোকালয়ের কাছাকাছি করে ফেলায় তোমাকে গ্রামবাসীরা উদ্ধার করে ফেলে। জ্যাকিও তখন নিজের জীবন বিপন্ন বুঝে বোবা হওয়ার ভান করে কলকাতায় তোমার কাছে থাকে নিরাপদ আশ্রয়ে। আমি ফাঁকা মাঠের রেডাল। তাই ইউনিকর্নের লোকরা শত চেষ্টাতেও নাগাল পায় না আমার। আমি শুধু ডোনা ও বনির জন্য ওই শয়তানটাকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছি। ওদের ফিরে পেলেই ওকে শেষ করব। কী গভীর চক্রান্ত! আমাকে মারবার জন্য ওরা জ্যাকির বউ ছেলেদের ওপর অত্যাচার করে, ঘরের মধ্যে ভাঙচুর করে। জানে এইসব করলেই তোমরা ছুটে আসবে। তখন তোমাদেরকেও কবজায় পাবে ওরা আর তুমি এলে রাতের অন্ধকারে আমি তো আসবই, সেই সুযোগে আমাকেও ওরা শেষ করবে। আমি গা-ঢাকা দেওয়ার পর থেকেই কুনা মহেশের দলকে ওরা কাজে লাগায় এই বাড়ির দিকে নজরদারি করার জন্য। কিন্তু আমার চোখকে কি ওরা ফাঁকি দেবে? আজও ওরা এসেছিল। হয় আমাকে, না হয় তোমাকে মারতে। কুনাটাকে দেখলাম না। তবে বাসুরুদ্র ও নাগাসুন্দরকে আমি দেখেছি। আচমকা পেছনদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাতে দু'জনের গলার টুঁটি টিপে মেরে ফেলেছি। টুঁ শব্দটি করতে পারেনি ওরা।"

শিউরে উঠলেন ফার্নান্ডেজ, "তুই আবার খুন করেছিস?"

"হ্যাঁ। অবশ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ না রেখে। জ্যাকির পর এই দু'জন। আর-একজন হবে। সে জন হল ইউনিকর্ন। তবে সেটা ডোনা ও বনিকে উদ্ধার করার পর।"

না। আর তোকে কিছুই করতে হবে না। ইউনিকর্নের জন্য আমি অন্য ব্যবস্থা করেছি। যদি নিজের মঙ্গল চাস তো পালা এখান থেকে। এতে তোর ভাল হবে।"

"এত দূর এগিয়ে আর পেছনো যায় না ড্যাডি।"

"এইভাবে আমরা সবাই যদি শেষ হয়ে যাই তা হলে কী হবে এত টাকা, এত সোনায়? তুই কালই কলকাতায় চলে যা। ইউনিকর্ন ফাঁদে না পড়া পর্যন্ত কলকাতা শহর থেকে এক পা-ও নড়বি না তুই। পাঁচজন বিস্ময় কিশোর-কিশোরীকে আমি ইউনিকর্নের খোঁজে লাগিয়েছি। ডোনা ও বনিকে খুঁজে বের করার জন্য, বা ইউনিকর্নকে ফাঁদে ফেলার জন্য ওদের দশ লাখ টাকাও দেব আমি। চাই কি বিশ লাখও দিতে পারি।"

"তোমার কি মাথাখারাপ হয়েছে? কাজ শেষ হলে ওদের দু' গালে ঠাস ঠাস করে কয়েকটা চড় দিয়ে দূর করে দিয়ো।"

গর্জে উঠলেন ফার্নান্ডেজ, "মাইক, ভুলে যেয়ো না ওই টাকা তোমার সোনা বেচার টাকা নয়। আর তোমার ড্যাডি অনেক, অনেক টাকা অন্যভাবে রোজগার করলেও কারও সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি।"

"কিন্তু ড্যাড, ওই ছেলেমেয়েগুলো যদি না পারে?"

"ওরা যদি এখনও বেঁচে থাকে তা হলে নিশ্চয়ই পারবে। আর মরে যদি গিয়ে থাকে তা হলে অন্য কথা। তুমি যে ওদের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করছ, তা এই তিন মাসে তুমি কতটা এগোলে? ওদের উদ্ধার করা দূরের কথা, কোথায় যে আছে ওরা, তাও কি জানতে পেরেছ?"

"না, পারিনি।"

"তা হলে কাল সকালের পর এই মুখ আর আমাকে দেখিয়ো না। আমার কাজ আমাকে করতে দাও। তোমার নিশ্চয়ই টাকা-পয়সার দরকার আছে?"

"কিছু পেলে ভাল হয়।"

"এই ড্রয়ারটা খুলে দশ হাজার টাকা নিয়ে যাও। কলকাতায় ব্যাঙ্কে সেভিংসে বা লকারে যা আছে তাতে আশা করি প্রয়োজনে তোমার অসুবিধে হবে না।"

মাইক টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছিল।

ফার্নান্ডেজ ডাকলেন, "শোনো।"

ঘুরে তাকাল মাইক।

"ডেডবডি দুটো কোথায় রেখছ?"

"নাগবতীর জলে ফেলে দিয়েছি।"

"ঠিক আছে। সাবধানে চলে যাও।"

"তুমিও সাবধানে থেকো।"

"আমার জন্য চিন্তা কোরো না। আমি দিনে ঘুমিয়ে রাতে জেগে থাকি। বিছানার বালিশে চাদর চাপা দিয়ে দরজাটা খোলা রেখে ওত পেতে এক কোণে বসে অপেক্ষা করি কখন ওরা আসবে। এলেই—।" বলে রিভলভারটা তুলে দেখালেন।

মাইক চলে গেল।

রাত তিনটে।

বাবলু চাপা গলায় বিলুকে বলল, "এরাই হচ্ছে সত্যিকারের ক্রিমিনাল। ইউনিকর্নের চেয়ে এরাও কম যায় না। যাই হোক, আর এখানে থাকা নয়। আমাদের এখানকার কাজ শেষ। এখনই আমরা কোরাপুটের দিকে রওনা হব। তবে যাওয়ার আগে ওই ডেডবডি দুটো একবার দেখে যাব। তারপর পুলিশে খবর দিয়েই চলে যাব এখান থেকে।"

"ওই দশরথ ছেলেটা কিন্তু টেরই পেল না এতক্ষণ কী হয়ে গেল এ-বাড়ির ভেতর।"

"ছেলেমানুষ তো! ওর ঘরে ও নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।"

বাবলু আর বিলু চুপিসারে দরজা ফাঁক করে বাইরে এল। আসবার সময় মাইকের সেই নাইলনের ফিতেটাও নিয়ে যেতে ভুলল না। কেন না এই ধরনের জিনিস প্রায়ই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কাজে লাগে।

পঞ্চু এতক্ষণ হানটান করছিল। ওদের দেখেই ছুটে এল। সেইসঙ্গে ভোম্বল, বাচ্চু ও বিচ্চু।

ভোম্বল বলল, "ওই লোকটা কে রে বাবলু? তোরা কেউ কিছু বললি না। হনহন করে চলে গেল। তবে আড়াল থেকে আমি ওর একটা ছবি তুলে নিয়েছি। ফ্লাশ জ্বলে উঠতেই দৌড়ে পালাল ও।"

বাবলু হেসে বলল, "কী ভাগ্যিস আক্রমণ করেনি! ও হয়তো ভেবেছিল পুলিশের কাজ এটা। ওর ব্যাপারে পরে বলব। এখন আমরা নদীর ধারে যাই চল।"

"কেন, সেখানে কী আছে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"আঃ। এখন কোনও কথা নয়।"

অতএব সবাই নিঃশব্দে বাবলুর কথামতো নাগবতীর ধারে এল। এই অন্ধকারে সেই বিভীষিকাময় বড় বড় পাথরের বোল্ডারগুলোর পাশ দিয়ে নদীতে এসেই ডেডবডি দুটোর সন্ধান করতে লাগল। বাসুরুদ্রর দেহটা নদীর মাঝখানে প্রবল জলস্রোতে ভেসে একটা পাথরের গায়ে আটকে আছে দেখল, আর নাগাসুন্দরকে খুঁজে বের করল পঞ্চু। নাগাসুন্দর মরেনি। তবে অবস্থা ওর কাহিল। কেমন একটা চাপা গোঙানির স্বর ভেসে আসছে ওর মুখ দিয়ে।

বাবলু গিয়ে অনেক চেষ্টার পর ওর মুখ থেকে কথা বের করল। বাবলু বলল, "আর একটু পরেই তো তুমি মববে। এখনও বলো ইউনিকর্নের ঠেক কোথায়? ওকে আমাদের ভীষণ দরকার।"

নাগাসুন্দর বলল, "জানি না।"

"তুমি জানো। বলো ঠিক করে?"

"কা-লী-মে-লা। ডুমা—।"

"দুদুমা?"

"ডুমা — মাকডুমা—।"

"সেটা কোথায়? ডোনা, বনি ওবা কি বেঁচে আছে?"

নাগাসুন্দর আর কথা বলতে পারল না। একটা হিক্কা তুলে সত্যসত্যই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর সময় নষ্ট না করে এগিয়ে চলল বলরাম ভবনের দিকে। এখন ওদেব যেভাবেই হোক পৌঁছতে হবে কোরাপুটে। সেখানে গিয়ে প্রথমেই খোঁজ নিতে হবে উত্তরার। মুনেশ্বব রেণুর ঠেক, আশা কবা যায় অল্প চেষ্টাতেই জেনে যাবে ওরা। মাইকের ব্যাপাবটাও এস টি ডি করে জানিয়ে রাখতে হবে কলকাতা পুলিশকে। এখানকার ব্যাপারও জানিয়ে দেবে লোকাল থানায়। তাবপব শুধু পাহাড়, জঙ্গল ঘুরে তোলপাড় আর তোলপাড়।

॥ ৮ ॥

অল্প সময়েব মধ্যেই ওরা ওদের মালপত্তর নিয়ে বেবিয়ে এল লজ থেকে। একটা টেলিফোন বুথে ঢুকে থানায় ফোন করে সর্বাগ্রে বাসুরুদ্র ও নাগাসুন্দবের খুন হওয়ার ব্যাপারটা জানিয়ে দিল। তারপর হাঁটাপথেই বাসস্ট্যান্ডে। বাসস্ট্যান্ড ওখান থেকে খুব একটা দূরে নয়, তাই হেঁটেই চলে এল ওরা। ওইসঙ্গে মর্নিংওয়াকটাও হয়ে গেল।

জেপুরের একটি বাস তখন ছাড়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা পঞ্চুকে নিয়ে সেই বাসে ওঠার চেষ্টাও কবল না। রায়গড়া থেকে কোরাপুট জেপুরের অনেক জিপগাড়ি আছে। তারই একটি ভাড়া করে নিল ওরা। মোট তিনশো টাকায় বফা হয়ে যেতেই একটা দোকানে ঢুকে একটু চা-পর্ব সেরে নিয়ে রওনা হল কোরাপুটের দিকে।

ঘণ্টা তিনেকের রাস্তা। ভোরের আলোয় নির্জন পথ ধরে এগিয়ে চলল জিপগাড়ি। শহরের বাড়িঘব ফেলে বেরিয়ে আসতেই শুরু হল পাহাড় আর জঙ্গল। সে কী অনবদ্য প্রকৃতি! ওরা সবাই অভিভূত হয়ে গেল। কখনও গভীর খাদের পাশ দিয়ে, কখনও পাহাড়ের অনেক – অনেক উচ্চস্থান দিযে, কখনও বা গভীর অবণ্যের বুক চিরে ঘাটের পর ঘাট পেরিয়ে এগিয়ে চলল জিপ।

যেতে যেতে ভোম্বল বলল, "দ্যাখ বাবলু, সেবার আমরা রায়পুর থেকে কাঁকের হয়ে জগদলপুর যাওয়ার সময় প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্য দেখতে না পেয়ে দণ্ডকারণ্যকে নির্মূলারণ্য বলেছিলাম সে-কথা মনে আছে?"

বাবলু হেসে বলল, "নিশ্চয়।"

"এখন কিন্তু ধারণা পালটে গেল। দণ্ডকারণ্যে অরণ্য দেখছি আজও আছে।"

সবাই একসঙ্গে বলল, "তা হলে আমাদের সেই মন্তব্য আমরা ফিরিয়ে নিলাম।"

জিপের চালক বললেন, "তোমরা কি বেড়াতে বেরিয়েছ? না তোমাদের কোনও আত্মীয় আছে কোরাপুটে?"

"আমরা বেড়াতে এসেছি এখানে। গুপ্তেশ্বর যাব, দুদুমার ফলস দেখব, মালকানগিরি যাব।"

"মালকানগিরি কেন যাবে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"এমনি। জায়গাটার নাম শুনে ভাল লাগে, তাই। তা ছাড়া আমাদের ইচ্ছে আছে ওখানকার আদিবাসীদের জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করবার।"

"তা হলে তোমরা আরও একটু এগিয়ে যাও কালীমেলার দিকে। আদিবাসী কাকে বলে সেখানে গেলেই দেখতে পাবে।"

কালীমেলা নাম শুনেই চমকে উঠল বাবলু। এই নাম তো নাগাসুন্দরের মুখেই শুনেছে সে। বলল, "ওখানে কোনও মেলা বসে বুঝি?"

"আরে না, না। এখানে কালীমেলা, বালিমেলা অনেক মেলা ই আছে। ওসব জায়গারই নাম। তবে কিনা সামনেই শিবরাত্রি। তাই গুপ্তেশ্বরে এখন জোর মেলা।"

বাস তখন গোবিন্দপালিতে এসে পৌঁছেছে। সেখানে এক প্লেট করে ইডলি আর চা খাওয়ার পর আবার রওনা হল কোরাপুটের দিকে।

যেতে যেতে বাবলু বলল, "আচ্ছা দাদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, এখানে মুনেশ্বর রেণু নামে কেউ আছে? কোরাপুটে?"

"আছে। কেন বলো তো?"

"না, এমনিই। একটা ব্যাপারে ওর সঙ্গে একবার দেখা করতাম।"

"খবরদার নয়। খুব বাজে লোক। ওসব লোকের সংস্পর্শে না যাওয়াই ভাল।"

"ওঁর বাড়িটা শহর থেকে কত দূরে?"

"কোরাপুট তো শহর নয়। বরং জেপুরকে শহর বলা যেতে পারে। বাসস্ট্যান্ডের পেছনদিকেই হাঙরমুখো একটা বাড়ি আছে, সেই বাড়িটাই মুনেশ্বরের।"

একসময় কোরাপুট এসে গেল। ছবির মতো সুন্দর ছোট্ট একটি জনপদ। এখানকার প্রকৃতি দেখে ওদের খুব ভাল লেগে গেল জায়গা। চারদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা। একপাশে পাহাড়ের ওপর শ্রীজগন্নাথদেবের বিশাল মন্দির। জিপ থেকে নেমে বাসস্ট্যান্ডের গায়েই যে লজটা আছে তারই দোতলায় [illegible] ওরা।

বিলু বলল, "কী দারুণ শীত করছে না?"

বাবলু বলল, "করবেই তো। আসলে আমরা একেবারে শিবরাত্রির মুখেই এসে [illegible]।"

বিচ্ছু বলল, "অথচ উচ্চতা এমন কিছু নয়। এক জায়গায় লেখা আছে দেখলাম [illegible]।"

বাচ্চু বলল, "তাতে কী? পাহাড়ের শীত যাবে কোথায়?"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ঘরে জিনিসপত্র রেখে বাথরুমে গিয়ে স্নানপর্ব সমাপ্ত করে একেবারে সারাদিনের জন্য তৈরি হয়ে বেরিয়ে এল। উত্তরার ব্যাপারে ওদের দৃঢ় বিশ্বাস, মেয়েটা এখনও কোরাপুটেই আছে। কেন না কাল রাতে ওকে এখানে নিয়ে আসার পর আশা করা যায় এত অল্প সময়ের মধ্যে ওকে পাচার করতে পারেনি ওরা। তাই এখন প্রথম কাজই হল মুনেশ্বরের ঠিকানাটা খুঁজে বের করা।

ওরা বাজারের পথ ধরে চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে রাখতে খোঁজখবর নিয়ে এগিয়ে চলল মুনেশ্বরের ঠিকানা খুঁজে বের করতে। ছোট্ট জায়গা। তাই কোনও অসুবিধে হল না। বাসস্ট্যান্ডের পেছনদিকেই বাড়ি। একজন দূর থেকে চিনিয়ে দিল মুনেশ্বরের বাড়িটা। ওরাও বেশ কিছুটা ব্যবধান রেখেই নজর রাখতে লাগল ওই বাড়ির দিকে।

এইভাবে অনেক সময় কেটে যাওয়ার পর একসময় বাচ্চু বলল, "আমরা কি সারাদিনই ওই বাড়ির দিকে চেয়ে বসে থাকব? ওর ভেতরে ঢোকার একটা উপায় বের করো?"

বাবলু বলল, "কীভাবে যে ওই বাড়িতে ঢুকব তাই তো ভাবছি। প্রকাশ্য দিনের বেলায় তো লুকিয়ে ঢোকা যাবে না। অথচ আমার মন বলছে উত্তরা ওখানে ছাড়া আর অন্য কোথাও নেই।"

ভোম্বল বলল, "আমার মনে হয় আর কোনওরকম চিন্তাভাবনা না করে বুক ফুলিয়ে ওই বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলেই হয়। আমরা ভেতরে ঢুকে রেণুজির সঙ্গে দেখা করে জানতে চাইব উত্তরাকে কোথায় রাখা হয়েছে?"

বিলু বলল, "ঠিক। এইরকম না করলে চলবে না।"

হঠাৎ বিচ্ছুর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বলল, "দ্যাখো বাবলুদা, সবচেয়ে ভাল হয় পঞ্চুকে ওই বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে। পঞ্চু গিয়ে ওখানে উপদ্রব শুরু করলেই ওরা হইচই লাগিয়ে দেবে। আর আমরাও তখন ওই বাড়ির ভেতরে ঢোকবার একটা লাইসেন্স পেয়ে যাব। অর্থাৎ আমরা আমাদের কুকুরকে ফিরিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আনবার জন্যই যে ওই বাড়িতে ঢুকেছি একটাই ধারণা হবে সকলের। পরে ওদের শান্ত করার জন্য বলব অন্য কুকুরের তাড়া খেয়েই ও বেচারি ভয়ে ঢুকেছিল বাড়িতে।"

বাবলু বলল, "দি আইডিয়া। এই সহজ বুদ্ধিটা এতক্ষণ কারও মাথায় আসছিল না আমাদের! এর চেয়ে ভাল পরিকল্পনা আর হতেই পারে না।" বলেই পঞ্চুর দিকে তাকাল বাবলু। তারপর একটা ইশারা করতেই পঞ্চু ভৌ ভৌ রবে ছুটে গেল ওর খেলা দেখাতে।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে পঞ্চু উল্কার বেগে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। এতক্ষণে ও মনের মতো একটা কাজ পেয়েছে। ও তো চাইছিল এইরকমই কিছু একটা করতে। তাই নির্দেশ পেয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকেই তাণ্ডব শুরু করে দিল। মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার। একটু পরেই মনে হল, বাড়ির মধ্যে যেন কথক নাচ শুরু হয়ে গেছে। চিৎকার আর চেচামেচি শুনে আশপাশের লোকজনও তখন ছুটে এল। বাড়ির মেয়ে-বউরা তখন চেঁচাতে লাগল ছাদে উঠে। পঞ্চুকে তখন পায় কে? দারুণ মজা পেয়ে হাঁকডাকে ভুবন ভরিয়ে একবার নীচে একবার ওপরে, এই করতে লাগল। পঞ্চুর ভয়ে তখন কেউ কাঁদল, কেউ নাচল, কেউ রাগল, কেউ গান গাইল, কেউ খলখল করে হাসল, কেউ বা গালাগালি দিয়ে অভিশাপ দিল পঞ্চুকে। আর তারই মাঝখানে হঠাৎ দরজা খোলা পেয়ে দৌড়ে যে বেরিয়ে এল সে হল উত্তরা।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা তো উল্লাসে নৃত্য করতে লাগল। বাচ্চু আর বিচ্ছু ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল উত্তরাকে। উত্তরাও মুক্তির আনন্দে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে একসময় সে বলল, "তোমরা কী করে জানলে যে আমি এখানে আছি?"

"আগে আমাদের লজে চলো, তারপরে সব বলছি।"

বাবলু তখন হাঁক দিয়ে ডেকে নিল পঞ্চুকে।

ওদিকে মুনেশ্বর বেণুর বাড়িতে তখন ভূতের উপদ্রব শুরু হয়ে গেছে। যে যা পাচ্ছে তাই নিয়ে পালাচ্ছে। ভাঙচুর করছে। সে যেন এক দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার।

লজে ফিরে পঞ্চুকে তো সবাই মিলে অনেক আদর করল। পাণ্ডব গোয়েন্দারা উত্তরাকে খুলে বলল সব কথা। মাইকের প্রত্যাবর্তন, বাসুরুদ্র ও নাগাসুন্দরের মৃত্যুর খবর সব বলল।

উত্তরাও বলল শয়তানরা কীভাবে ওকে নিয়ে এসেছে। ও বলল, "আমাকে ওরা যখন নিয়ে আসছিল তখন আমি ওদের প্রচণ্ড বাধা দিচ্ছিলাম। সেইজন্য ওরা মেন রোড ছেড়ে জঙ্গলের পথে আমাকে আনছিল। ওদের উদ্দেশ্য কী ছিল, তা জানি না। এমন সময় মুনেশ্বর বেণুর লোকেদের সঙ্গে ওদের দেখা। কিছুক্ষণ কী সব কথাবার্তা হল ওদের মধ্যে, তারপরই ওরা আমাকে জোর করে ভয় দেখিয়ে ওদের গাড়িতে ওঠাল। গাড়িটা বড়িলা ঝরনার ধারে ধোয়ামোছা হচ্ছিল। ওর মধ্যে নিষিদ্ধ ড্রাগও কিছু ছিল বলে মনে হয়। তবে যখনই আমি শুনলাম আমাকে ওরা কোরাপুটে নিয়ে যাবে তখনই আমি শান্ত হলাম। ওরা ভাবল আমি বুঝি ভয় পেয়ে গেছি। আর আমি ভাবলাম বেশি গোলমাল না করে ওদের সঙ্গে একবার আমি কোরাপুটে গিয়ে পড়লে হয়। ওখানে আমার ছেলেবেলা কেটেছে। অনেকেই আমাকে চেনে। গাড়ি থেকে নামবার সময়ই ছুটে গিয়ে কোনও একটা দোকানে ঢুকে পড়ব অথবা চেঁচিয়ে লোকজন জড়ো করব। তারপরে আমার পরিচিতদের ডেকে ওদের এমন জব্দ করব যে, হাড়ে হাড়ে টের পাবে বাছাধনরা। কিন্তু কপাল খারাপ। পথের মাঝখানে গাড়িটা বিগড়ে যাওয়ায় কোরাপুটে আসতে অনেক রাত হয়ে গেল আমার। ফলে কোনওরকম গোলমাল বাধাতে পারলাম না।"

বাবলু বলল, "কোরাপুটের সবাই তোমাকে চেনে। কিন্তু ওই মুনেশ্বর তোমাকে চিনত না?"

"না। লোকটা নিউ কামার। আগে ও মালকানগিরিতে থাকত। সম্প্রতি কয়েক বছর হল এখানে এসেছে। লোকটার নাম আমি শুনেছি বাবার মুখে, কিন্তু চোখে দেখিনি কখনও।"

বিচ্ছু বলল, "আচ্ছা, তুমি যে একটা বাইরের মেয়ে, এইভাবে রাতদুপুরে তোমাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে আটকে রাখল, তা ওর বাড়ির লোকরা আপত্তি করল না?"

"না। মনে হয় এটা ওদের গা-সওয়া। অথবা ভুল বোঝায় বাড়ির লোকেদের। তা ছাড়া কাল রাত বারোটা নাগাদ যখন এখানে এসে পৌঁছলাম তখন কেউ জেগে ছিল না।"

ভোম্বল বলল, "কাল রাত্রে তা হলে খেলে কী?"

"কিছুই না। পথেই যা এক জায়গায় একটু জলখাবার খেয়েছি। তবে আজ সকালে একজন লোকের হাত দিয়ে কিছু খাবার পাঠিয়ে দিয়েছিল ওরা।"

বাবলু বলল, "সবই তো বুঝলাম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এত কাণ্ড হয়ে গেল, তা ওই মুনেশ্বর রেণু কোথায়? তাঁকে তো দেখলাম না।"

"আমিও দেখিনি। শুনলাম, উনি নাকি গুপ্তেশ্বরের মেলা নিয়ে খুব ব্যস্ত।" তারপর একটু থেমে বলল, "যাই হোক, আর কেউ কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না আমার। এখন একটা কাজ করা যাক। অনেকদিন পরে তো এখানে এসেছি আমি, তা চলো না সবাই মিলে আমার পুরনো বন্ধুবান্ধবীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে মুনেশ্বর রেণুর ব্যাপারে জানিয়ে আসি সকলকে।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। জানানো উচিত। এইরকম একটা ফ্যামিলি যে এখানে বিল্ডিং হাঁকিয়ে বসবাস করে কী করে, তা তো ভেবে পাই না।"

উত্তরা বলল, "আমাদের এই কোরাপুটে সন্ন্যাসীদা বলে একজন যা আছে না, ওর কানে গেলে মুনেশ্বরের ওই হাঙরমুখো বাড়ি এখনই হয়তো জ্বালিয়ে দেবে।"

বাবলু বলল, "তাই নাকি? তোমার ওই সন্ন্যাসীদার সঙ্গে আমাদের একটু পরিচয় করিয়ে দিতে পারো?"

"হ্যাঁ পারি। আমি গিয়ে এখনই ডেকে আনছি তাকে।" বলেই যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল সে।

বাবলু বলল, "তোমার সাহস তো কম নয়! এত কাণ্ডের পরও তুমি একা বেরোতে যাচ্ছ?"

"এখানে আমি কাউকে ভয় করি না।" বলেই বলল, "আয় তো রে পঞ্চু!"

শুধু পঞ্চু নয়, ভোম্বলও ছুটল ওদের সঙ্গে।

খানিক পরেই ওরা ফিরে এল সন্ন্যাসীদাকে নিয়ে। পঁচিশ-ত্রিশ বছরের এক বলবান যুবক। অনেকদিন পরে উত্তরাকে দেখে দারুণ খুশি হয়েছে সে। সন্ন্যাসীদার বোন রোমি হল রুবিদির বান্ধবী। ফলে সম্পর্কটা অত্যন্ত গভীর।

সন্ন্যাসীদা এলে বাবলু বারান্দায় গিয়ে হেঁকে নীচের চা-দোকানে বলে দিল সকলেব জন্য কয়েক কাপ চা আর বিস্কুট আনতে।

সন্ন্যাসীদা বলল, "শোনো, তোমাদের কথার আগে আমার কথাটা আমি বলে রাখি। আমার একান্ত অনুরোধ আজ তোমরা সবাই আমাদের বাড়িতেই খাওয়াদাওয়া করবে। ভাগ্যিস দোকানে এসে উত্তরার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমার এক বন্ধুর ভাইকে পাঠিয়েছি বাড়িতে খবর দিতে। রোমি তো দারুণ খুশি হবে তোমাদের পেলে।"

বাবলু বলল, "আমরা অবশ্যই আপনাদের বাড়িতে যাব।"

একটু পরে চা এলে চা খেতে খেতে বাবলু উত্তরা-হরণের ব্যাপারটা আগাগোড়া খুলে বলল সন্ন্যাসীদাকে।

শুনেই চোখ-মুখ লাল করে সন্ন্যাসীদা বলল, "অনেকদিন ধরেই মুনেশ্বরটাকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু এতদিন ওকে বাগে পাচ্ছিলাম না। এইবার পেয়েছি। আজই ওর অবস্থা কী করি দ্যাখো।"

"পাড়ার লোকজনরা কিন্তু ওর বাড়ির হাল খারাপ করে দিয়েছে।"

"তবু তো ওরা আসল ব্যাপারটা কেউ জানে না। জানলে বাড়ি একেবারে জ্বালিয়ে দিত।"

বাবলু বলল, "মুনেশ্বর বাড়িতে ছিলেন না তাই রক্ষে!"

"ও কোনও সময়ই বাড়িতে থাকে না। পুরো দু' নম্বরি লোক। কয়েকটা আপদ এখানে যা জুটেছে না, এলাকাটাকে জ্বালিয়ে খাচ্ছে। এক হচ্ছে এই মুনেশ্বর, আর একটা তো জঙ্গলেই থাকে— গন্ডার। ইদানীং শুনছি নাকি ও সিনেমা ব্যবসায় নামছে।"

বাবলু বলল, "গন্ডার মানে? ইউনিকর্ন!"

"হ্যাঁ। এক সাহেবের দেওয়া নাম। আমরা ওকে গন্ডার বলি। কিন্তু ওই নাম তুমি কী করে জানলে?"

"উনি তো দেবগিরিতে গিয়েছিলেন গতকাল। আমরাও গিয়েছিলাম। দেখা হয়নি যদিও, তবুও সেখানেই ওঁর পরিচয় পেয়েছি।"

"শুধু দেবগিরি কেন? অনেক জায়গাতেই ওঁরা যান। এ ছাড়াও রাজারাম ধুন, মাইক ফার্নান্ডেজ, জুলি টাস্ক, আরও অনেক আছে। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কীভাবে কাজকারবার করছে ওরা, তা কেউ টের পাচ্ছে না। বিরাট মাফিয়াচক্র ওদের। যাই হোক, তোমরা এখানে নির্ভয়ে ঘোরাফেবা করো, আর কেউ কিচ্ছুটি বলবে না তোমাদের।"

"আজ বিকেলেই আমরা জেপুরে চলে যাব।"

"যেখানেই যাও, কোনও অসুবিধে হলেই জানিয়ো আমাকে।" বলে একটা ফোন নাম্বার লিখে বাবলুর হাতে দিয়ে বলল, "এইখানে আমার নাম করে ফোন করলেই আমি খবর পেয়ে যাব। তোমরা তা হলে দেরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

না করে এখনই চলে এসো আমাদের বাড়ি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা তৈরিই ছিল। উত্তরাই যা একটু স্নান করে পোশাক বদলাল। ওর ব্যাগটা তো বাচ্চু-বিচ্ছুই বয়ে নিয়ে এসেছিল রায়গড়া থেকে। তাই অসুবিধে হল না।

যাই হোক, ওরা সবাই ঘরে তালা দিয়ে পঞ্চুকে নিয়ে সন্ন্যাসীদার বাড়িতে এল। রোমিদি, মা ও অন্যান্যরা, এমনকী আশপাশের বাড়িরও যারা যারা উত্তরাকে চিনত সবাই ছুটে এল। সে এক মিলনমেলা বসে গেল যেন বাড়িব ভেতর।

পঞ্চুকে নিয়েও আনন্দ-উল্লাস নেহাত কম হল না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তো ওকে নিয়ে রীতিমতো ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল।

এর পর দুপুরের খাওয়া খেয়ে সবাই মিলে লজে ফিরে জিনিসপত্র নিয়ে রওনা হল জেপুরের দিকে।

॥ ৯ ॥

জেপুর। কোবাপুট জেলার প্রাণকেন্দ্র। ওড়িশা, অন্ধ্র ও মধ্যপ্রদেশেব বিভিন্ন শহরের সঙ্গে এর দারুণ যোগাযোগ। ইন্দ্রাবতী ও মাচকুন্দ হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রোজেক্টেব জন্যই এর এত রমরমা। পুরাণ-বর্ণিত সেই মৎস্যতীর্থই মৎস্যকুণ্ড, মাচ্ছিকুণ্ড থেকে আজকের মাচকুন্দ। যাব স্থানীয় নাম দুদুমা। আনকাডোলির কাছে ১৭৫ ফুট জলপ্রপাতের জন্য যা কিনা বিখ্যাত।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা কোরাপুট থেকে ট্রেকারে এসে বাসস্ট্যান্ডে নেমেই শহরের দিকে একটু এগিয়ে হোটেল শান্তিনিবাসে গিয়ে উঠল। খুব পরিষ্কার-পবিচ্ছন্ন লজ এটি। এর তিনতলায় বেশ বড়সড একখানি মনের মতো ঘর পেয়ে দারুণ খুশি হল ওরা।

এখন ওদের প্রধান কাজ হল বেলা থাকতে থাকতে জেপুর শহরটাকে একটু চিনে নেওয়া, আর এখান থেকে মালকানগিরি যাওয়ার পরিবহন ব্যবস্থা কী আছে তা জানা। ওবা তাই দেরি না করে ঘবে জিনিসপত্র রেখে বাইরে এল। তারপব এক জায়গায চা-পর্ব সেরে নিয়ে এগিয়ে চলল রাজপথ ধরে। শহবটি উত্তব-দক্ষিণে দেড় কিমি লম্বা। শহরের একেবারে শেষপ্রান্তে বাজবাড়ি। এখানকার রাজা মানে বড জমিদার। এখন তো বাজাও নেই জমিদারিও নেই। রাজবাড়িরও ভগ্নদশা। এখানকার বাজা ছিলেন বীববিক্রমদেও। তাঁব সময়কাল ছিল ১৮৭৪ থেকে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। জেপুরের প্রভূত উন্নতি তাঁর আমলেই হয়েছিল।

যাই হোক, সব দেখেশুনে সন্ধে পর্যন্ত ঘুরে বাসের খবরাখবর নিয়ে ওরা একেবারে রাতের খাওয়া সেরে লজে ফিরে মালকানগিরি যাওয়ার ব্যাপারে জোর আলোচনায় বসল।

বাবলু বলল, "জানিস তো, সব ভাল যার শেষ ভাল। আমরা এখন সেই শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। যদিও আমরা এ কাজের দায়-দায়িত্ব কিছুই ঘাড়ে নিইনি, তবুও ডোনা ও বনিকে উদ্ধারের ব্যাপারটা সবার আগে এসে যায়।"

ভোম্বল বলল, "ইউনিকর্নের ব্যাপারে কী করবি কিছু তো বললি না?"

"ওর ব্যাপারেও কিছু একটা ভাবনাচিন্তা করতেই হবে। সেটা অবশ্য ওর মুখোমুখি হওয়ার পর। তা ছাড়া এখনও পর্যন্ত তার সঙ্গে আমাদের শত্রুতার কোনও ব্যাপার ঘটেনি। আমাদের কোনও ক্ষতিই করেনি সে। অতএব ওর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তবে সন্ধান যদি পাই তা হলে ওর মাফিয়ারাজের অবসান আমরা ঘটাবই।"

এমন সময় হঠাৎ দরজায় টক টক শব্দ।

বাবলু দরজা খুলেই অবাক! দেখল একজন পুলিশ ইনস্পেক্টর, কয়েকজন কনস্টেবল ও বদখতে চেহাবাব পাঞ্জাবি ও জওহর কোট পরা একজন লোক দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে।

বাবলু বলল, "কাকে চাই?"

ইনস্পেক্টর বললেন, "তোমাদের প্রত্যেককে। ডাকাতির অপরাধে তোমাদের গ্রেফতার করা হবে।"

"বলেন কী! ডাকাতির অপরাধে? আমাদের? আপনারা প্রকৃতিস্থ আছেন তো সবাই?"

ইনস্পেক্টর ধমকে উঠলেন, "চোপ, বদমাশ কোথাকার!" বলেই কনস্টেবলদের বললেন, "সার্চ দ্য রুম অ্যান্ড এভরিবডি।"

কনস্টেবলরা তল্লাশির জন্য ঘরে ঢুকতেই পঞ্চু হাওয়া খারাপ বুঝে সুট করে কেটে পড়ল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"সেই বদখতে চেহারার লোকটি এবাব বাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমাকে চেনো তোমরা?"

বাবলু বলল, "না।"

"আমারই নাম মুনেশ্বরনাথ রেণু। কোরাপুটে যার বাড়িতে আজ সকালে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে ডাকাতি করেছিলে তোমরা।"

বাবলু বলল, "অ।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "এঁর অভিযোগ কি সত্যি?"

"সত্যি। তবে কিনা আমরা চুরিই কবিনি, ডাকাতিও না। করেছি শুধু চোরেব ওপর বাটপাড়ি।" বলে উত্তরাকে টেনে সামনে দাঁড় করিয়ে বলল, "ওই দুরাত্মাব লোকেরা আমাদেব এই মেয়েটিকে ওঁর বাড়িতে গুম করে রেখেছিল। শুধুমাত্র এর জন্যই ওঁর বাড়িতে ঢুকেছিলাম আমরা। লুঠপাট যা কবেছে তা বাইবের লোকে।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "তাই বা ঢুকবে কেন? কোরাপুটে কি থানা-পুলিশ ছিল না?"

"ছিল। তবে মেয়েটা যে ওই বাড়িতেই ছিল এমন কোনও প্রমাণ ছিল না আমাদেব হাতে। সেইজন্যই আমরা পুলিশকে জানাইনি।"

পুলিশের লোকেরা তখন গোটা ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজে কোনও কিছু না পেযে প্রত্যেকেব বডি সার্চ শুরু করল। আর সেটা করতে গিয়েই ওদের হাতে যা এল তাই দেখে চমকে উঠল সকলে। না, বাবলুব পিস্তলটা নয়। সেটা পুলিশ দেখেই পঞ্চু মুখে নিয়ে কেটে পড়েছিল। এল অন্য জিনিস। পুলিশের কাছে যা দারুণ সন্দেহের।

ইনস্পেক্টর বললেন, "স্ট্রেঞ্জ! এরা তো দেখছি সাংঘাতিক ছেলেমেযে। নিশ্চয়ই এবা কোনও স্পাই দলেব হয়ে কাজ করে।"

মুনেশ্বর বললেন, "তাই হবে। আমি এখনও বাড়ি যাইনি। গুপ্তেশ্বব থেকে সবে এসেছি। এসেই ফোনে খবর পেলাম আমার বাড়িতে ডাকাতি করেছে এরা। আসলে এদেব দিযে কাজ কবিযে জিনিসপত্র নিযে হাওয়া হয়েছে দলের চাঁইরা। বেশ পাকা মাথা কাজ কবছে এদেব পেছনে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের ঘিরে তখন জমাট ভিড়। হোটেলের ম্যানেজার থেকে অন্য অতিথিবা সবাই ছুটে এসেছে। সবাই দেখতে এসেছে খুদে ডাকাতদের দলকে। মুখে মুখে বানানো গল্প তৈবি হযেও তখন শহবময রাষ্ট্র হতে শুরু করেছে।

ইনস্পেক্টর ম্যানেজারকে বললেন, "আপনার টেলিফোনটা কোথায?"

ম্যানেজার বললেন, "নীচের ঘরে।"

"চলুন তো।"

ইনস্পেক্টর ম্যানেজারের সঙ্গে নীচে গিয়ে ফোন করেই ফিরে এলেন। তারপব নিজেও শুরু করলেন তল্লাশি। যদি সন্দেহজনক আরও কিছু পাওয়া যায়।

খানিক পরেই বাঘের মতো বিক্রমশালী এমন একজন এসে হাজিব হলেন সেখানে, যাঁকে দেখেই তটস্থ হয়ে উঠল সকলে। তিনি এসেই দম্ভের সুরে বললেন, "কই, কোথায়? কোনখানে? ব্যাপারটা কী?"

ইনস্পেক্টর বললেন, "আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমবা দুঃখিত স্যার। এই ছেলেমেযেগুলোই আজ সকালে কোরাপুটে মুনেশ্বর রেণুর বাড়িতে ডাকাতি করে এখানে পালিয়ে এসেছে। সঙ্গে একটা কুকুরও নিয়ে এসেছে এরা। এদের সার্চ করতে গিয়েই এটা পাই।" বলে সেটা তুলে দিলেন তাঁর হাতে।

উনি একবার সন্দেহের চোখে বাবলুদের সকলকে দেখে একটু আড়ালে চলে গেলেন। তারপর গম্ভীর মুখে ফিরে এসে মুনেশ্বরকে বললেন, "এই ছেলেমেয়েরা আপনার বাড়িতে ডাকাতি কবেছে?"

"হ্যাঁ স্যার। সিন্দুক ভেঙে পনেরো লাখ টাকা আর এক দেড়শো ভরি সোনার গয়না নিয়ে পাচাব করেছে। এ ছাড়া আরও যে কী কী নিয়েছে, তা জানি না।"

বিক্রমশালী মানুষটি এবার দারুণ রেগে বললেন, "অ্যারেস্ট।"

কনস্টেবলরা হাতকড়া নিয়ে এগিয়ে এল বাবলুর দিকে।

অমনই বাঘের গর্জন শোনা গেল, "আরে ওদের নয়, এই ক্রিমিন্যালটার হাতে হাতকড়া লাগাও।" বলে মুনেশ্বরকে দেখিয়ে দিলেন।

মুনেশ্বর বললেন, "এটা কীরকম বিচার হল ধর্মাবতার, আমার ঘরে চুরি হল আর আমাকেই অ্যারেস্ট করলেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"এটাই তো নিয়ম। ওই পনেরো লাখ টাকা আর একশো ভরি সোনা কোন রাস্তা দিয়ে আপনার ঘরে ঢুকল প্রশাসনকে তা খতিয়ে দেখতে হবে না? যেহেতু এই অঞ্চলে আপনার সুনাম মোটেই নেই।"

মুনেশ্বর গ্রেফতার হলেন।

তিনি এবার ইনস্পেক্টরকে বললেন, "ওই বাজে লোকটার কথা শুনে এদের কোনও নিগ্রহ হয়নি তো?"

"না স্যার।"

বাবলুরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সেই বিশাল ব্যক্তিত্বর দিকে। উনি সকলের দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললেন, "আমিই রাঘব পানিগ্রাহী। একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। এঁরা সবাই আমাকে মান্য করেন খুব। ও সি বর্মণের আমাকে লেখা চিঠিটা এঁদের হাতে পড়ে যাওয়ায় এঁরা অন্যরকম ভেবেছিলেন। মনে করেছিলেন, তোমরা বোধহয় বড়বড় লোকেদের কনফিডেনশিয়াল চিঠিপত্র হাপিস করে দাও। যাই হোক, চিঠি পড়ে তোমাদের ব্যাপারে সব আমি জেনেছি। ব্যাপারটা কী বলো তো?

বাবলু তখন সব বলল রাঘববাবুকে। ওরা হাওড়া থেকে রায়গড়া হয়ে মালকানগিরি যাচ্ছিল শিক্ষামূলক অভিযানে। উদ্দেশ্য, ওইখানকার আরণ্যকদের জীবনযাত্রার ব্যাপারে অবহিত হওয়া। এমন সময় মুনেশ্বরের লোকেদের উত্তরাহরণ এবং সেই কারণেই বুদ্ধি খাটিয়ে মুনেশ্বর রেণুর বাড়িতে অনধিকার প্রবেশের কথাটাও বলল।

রাঘববাবু বাবলুর পিঠ চাপড়ে বললেন, "শাবাশ পাণ্ডব গোয়েন্দা, এই মুনেশ্বর লোকটাকে লকআপে ঢোকানোর খুবই দরকার হয়ে পড়েছিল। এখন হাতেনাতে প্রমাণ পাওয়া গেল।' বলে ইনস্পেক্টরকে বললেন 'এদের কথাগুলো লিখে এদের দিয়ে সই করিয়ে রাখুন। আর জেনে রাখুন, এরা কিন্তু আমার লোক। এই এলাকায় এদের যেন কোনওরকম অসুবিধে না হয়। মালকানগিরির পি এস কেও আপনারা একটু জানিয়ে রাখুন। আমিও এদের ব্যাপারে ফোনে কথা বলছি ডি এস পি সাহেবের সঙ্গে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের জয়জয়কার পড়ে গেল। এই বাঙালি ছেলেমেয়েরা রাঘব পানিগ্রাহীর লোক? এ যেন ভাবাও যায় না! রাঘববাবু কি শুধুই একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি? এই এলাকার প্রাণপুরুষ তিনি। বড় বড় রাজনৈতিক নেতারাও তাঁকে অত্যন্ত মান্য করেন।

সবাই বিদায় নিলে দেখা মিলল পঞ্চুর। বাবলুর পিস্তলটি মুখে নিয়ে এতক্ষণ অন্ধকারে লুকিয়ে বসে ছিল সে। এবার সেটা যথাস্থানে রেখেই খাটের নীচে শুয়ে চোখ বুজল। পাণ্ডব গোয়েন্দারাও জেগে রইল না আর। কারণ কাল খুব ভোরেই ওদের উঠতে হবে।

ভোর পাঁচটায় বাস। ওরা সবাই তৈরি হয়ে যখন বাসস্ট্যান্ডে এল তখন একটি সরকারি বাস ছাড়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। লোকজন খুব একটা বেশি ছিল না। তাই কন্ডাক্টরকে বলেকয়ে পঞ্চুকেও বাসের মধ্যে উঠিয়ে নিতে খুব একটা অসুবিধে হল না ওদের।

জেপুর ছেড়ে আসার পরই দূরের যে পাহাড়গুলো এতক্ষণ হাতছানি দিয়ে ডাকছিল তারা এবার অনেক কাছে চলে এল। অরণ্য আর পর্বত ছাড়া এ রাজ্যে বুঝি আর কিছুই নেই! পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মন ভরে গেল তাই।

বাসে যেতে যেতে একটি সহজ সরল হাসিখুশি ছেলের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল ওদের। ছেলেটি নিজে থেকেই ওদের কথাবার্তা শুনে আলাপ করল ওদের সঙ্গে। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের ভদ্র ও মিষ্টি চেহারা দেখে সে অভিভূত। তার ওপর সে যখন জানতে পারল ওরা ওদের দেশ দেখতে এসেছে তখন সে কী আনন্দ ওর আনন্দের আতিশয্যে কী যে করবে কিছু ভেবে পেল না। ছেলেটি বলল, "আমার নাম গোপীনাথ ডাকুয়া। আমি মালকানগিরির কাছেই কোটামেটা গ্রামে থাকি। এখন আমি আসছি অবশ্য ভুবনেশ্বর থেকে। কেন না সেখানেই হস্টেলে থেকে আমি পড়াশোনা করি। গুপ্তেশ্বরের মেলার জন্য ছুটি নিয়ে বাড়ি আসছি। তামাল কানগিরিতে গিয়ে কোথায় থাকবে তোমরা, কিছু ঠিক করেছ কি?"

"না। তুমিই বলো না কোথায় থাকা যায়?"

ছেলেটি একটু চিন্তা করে বলল, "ওখানে থাকার জন্য বাসস্ট্যান্ডের কাছেই একটি লজ হয়েছে। তোমরা সেখানে থাকতে পারো। নয়তো আমার কোনও বন্ধুর বাড়িতেও ব্যবস্থা করে দিতে পারি তোমাদের।"

বাবলু বলল, "কোনও দরকার নেই। আমরা লজেই উঠব।"

"তা হলে এক কাজ করা যাক, আমি কোটামেটায় না নেমে একেবারে মালকানগিরিতে গিয়ে নামি। সেখানে তোমাদের লজে উঠিয়ে দিয়ে পরের বাসে বরং ঘরে ফিরব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"তোমার দেরি হয়ে যাবে না?"

"তা একটু হয় তো কী হবে?"

বাবলু বলল, "সত্যি, এই দূর দেশে তোমার মতো একজন বন্ধু পেয়ে খুব ভাল লাগল আমাদের।"

প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা জার্নির পর বাস এসে মালকানগিরিতে থামল। পুরো পাহাড়ি এলাকা। আর কী ভয়ংকর নির্জন। ঘরবাড়ি, অল্পস্বল্প দোকানপাট সবই আছে, তবু কেমন যেন থমথম করছে জায়গাটা। দেখেই মনে হয় শহরের মতো হয়ে গড়ে উঠতে চাইছে, তবু শহর নয়।

গোপীনাথ ওদের লজে উঠিয়ে দিয়ে বিদায় নিল।

লজও সেইরকম। অত্যন্ত নিম্নমানের। যাই হোক, পাণ্ডব গোয়েন্দারা লজে জিনিসপত্র রেখে ঘর বন্ধ করে চলল মালকানগিরির পথঘাট চিনে আসতে। সকাল থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি। এখন কিছু একটু মুখে না দিলেই নয়।

ওরা পায়ে পায়ে বাজারের কাছে চলে এল। বুনো আদিবাসীদের হাট বসে গেছে সেখানে। সমস্ত পরিবেশটাই কীরকম যেন পালটে গেছে। বিচিত্র কর্ণাভরণ ও অন্যান্য অলংকারে নিজেদের চেহারাগুলোই যেন কীরকম করে রেখেছে তারা। বিশেষ করে মেয়েরা। পুরুষরা স্বাভাবিক। বাজারের মধ্যে অনেক দোকানপাট, এমনকী ছোট্ট একটি সিনেমাহলও আছে। ছোট্ট অথচ কী মিষ্টি জায়গাটা!

ওরা বাজারেই একটি দোকানে বসে যে যার রুচি অনুযায়ী কচুরি শিঙাড়া, জিলিপি ইত্যাদি খেয়ে পেট ভরাল।

পঞ্চু কচুরি ছাড়া অন্য কিছু খেল না।

এরপর ওরা বাসের রাস্তা ধরে আরও একটু এগিয়ে শহর যেখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে সেইখানে রাস্তার বাঁ দিকে মস্ত একটি ঝিলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

বিলু দূরের পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, "ওই সমস্ত পাহাড়ে জঙ্গলে কোথায় কোনখানে মাফিয়ারা ওত পেতে বসে আছে বল তো? আমি তো দিশা পাচ্ছি না কিছুরই।"

ভোম্বল বলল, "ওই ভয়াবহ দুর্গম এলাকার মধ্যে থেকে ডোনা ও বনিকে খুঁজে বের করা মরুভূমির বালিতে ছড়িয়ে পড়া পোস্তর দানা খোঁজার মতোই ব্যাপার।"

বাচ্চু বলল, "যা বলেছ, কী ভাগ্যিস ওদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিটা আমরা দিয়ে আসিনি। এখানে নিরাশার অন্ধকার ছাড়া তো কিছুই আমরা দেখতে পাচ্ছি না।"

বিচ্ছু বলল, "তবু হাল আমরা ছাড়ব না।"

এমন সময় পঞ্চু হঠাৎ 'ভুক ভুক' করতে লাগল।

ওরা দেখল একটি ছেলে সাইকেল নিয়ে বাঁধের ওপর দিয়েই দ্রুত ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। ছেলেটি কাছে এসে ওদের সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, "তোমরা কি পাণ্ডব গোয়েন্দা? রাঘব পানিগ্রাহীর লোক?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। কেন বলো তো?"

"আমি থানা থেকে আসছি। তোমাদের যাতে কোনওরকম অসুবিধে না হয় আমাদের কাছে নির্দেশ আছে সেইরকম।"

"এ তো খুবই আনন্দের কথা। যদি আমাদের অসুবিধে হয় তা হলে নিশ্চয়ই আমরা থানায় গিয়ে জানাব। তোমার নামটি কী ভাই? তুমি বেশ ভাল বাংলা বলছ তো।"

"আমি তো বাঙালিই। আমার নাম যদুগোপাল। এখানে যত ঘর-বাড়ি দোকান-পত্তর দেখছ তার সবই প্রায় বাঙালির। আমরা উদ্বাস্তু তো, বাংলাদেশ থেকে এসেছি।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। আমাদের খোঁজখবর নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। এখনও পর্যন্ত আমাদের কোনও অসুবিধে হয়নি।"

ছেলেটি চলে গেল।

হঠাৎই কী মনে হতে বাবলু বলল, "এই চল তো রে, একজনের সঙ্গে দেখা করে আসি।"

বিলু বলল, "এখানে কার সঙ্গে দেখা করবি তুই?"

"চল না। গেলেই বুঝতে পারবি।"

ওরা পঞ্চুকে নিয়ে পায়ে পায়ে আবার বাজারের কাছ পর্যন্ত এল। বাজারে এসেই বাবলু একজনকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, এখানে গোপী সিংঘলের দোকান কোথায়?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গোপী সিংঘল? নাম শোনামাত্রই দোকান চিনিয়ে দিল সে। খুবই পরিচিত নাম, কাজেই অসুবিধে হল না। মালকানগিরি বাজারে পেতল-কাঁসার বড় দোকান। এ ছাড়া জগদলপুরেও দোকান আছে ওঁর।

বাবলু সকলকে নিয়ে দোকানের সামনে গিয়ে নমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনিই সিংঘলজি?"

এক মধ্যবয়সি ভদ্রলোক সবিস্ময়ে বললেন, "হাঁ, হাঁ। আমিই গোপী সিংঘল। কী ব্যাপার ভাই?"

বাবলু এদিক সেদিক একবার তাকিয়ে বলল, "আমরা মি. জেড ফার্নান্ডেজের কাছ থেকে আসছি। উনি বলেছিলেন এখানে এলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে।"

সিংঘলজি দারুণ উৎসাহিত হয়ে ওদের সকলকে দোকানে বসালেন। তারপর খুব চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপারটা কী? কেমন আছেন ফার্নান্ডেজ সাহেব? আমার বহুত পুরানা দোস্ত উনি।"

বাবলু বলল, "ভালই আছেন। তবে পা নিয়ে এখনও ভুগছেন। ওঁর ড্রাইভার জ্যাকি খুন হয়েছেন সম্প্রতি।"

"এই খবরটা অবশ্য এখনই পেলাম। এদিকে ওঁর ছেলে, বহু, নাতি, ওদেরও তো কোনও খোঁজখবর নেই। যাকগে, তোমরা উঠেছ কোথায়?"

"বাজারের কাছেই যে লজটা আছে তাতেই উঠেছি।"

"হায় রাম! ওখানে কেউ ওঠে? এত বড় একটা মকান খালি পড়ে থাকতে তোমরা ওখানে উঠলে কী বলে?"

"উনি আমাদের এইখানে উঠতে বলেছিলেন। তবে কিনা আসবার সময় আমরা ওঁর সঙ্গে দেখা করে চাবিটা আনতে ভুলে গেছি।"

"ওর জন্য কুছু অসুবিধা হবে না তোমাদের। আমার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে। তোমরা এখনই গিয়ে ওই লজ থেকে জিনিসপত্র নিয়ে এসো, যাও।"

বাবলুব নির্দেশে বিলু আর ভোম্বল পঞ্চুকে নিয়ে চলে গেল জিনিসপত্র আনতে। সামান্য কয়েকটা ব্যাগ মাত্র।

ওরা এলে সিংঘলজি ওদের সকলকে নিয়ে বাজারের পেছনদিকে একটি সুন্দর দোতলা বাড়ির চাবি খুলে ঢুকিয়ে দিলেন ওদের। সিংঘলজির নির্দেশে একটি ছেলে এসে ঝাঁটপাটও দিয়ে গেল ঘরে।

সবাইকে ঘরে বসিয়ে সিংঘলজি বললেন, "তোমরা এইখানে যতদিন ইচ্ছে থাকো। এখানে অনেক হোটেল পাবে বাঙালি খানার। যা যা দরকার সবই পাবে। তা এইবারে বলো তো, তোমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য কী?"

বাবলু বলল, "আসলে আমরা এখানকার আদিবাসীদের সমাজজীবন কীরকম তা প্রত্যক্ষ করবার জন্যই এসেছি। কিন্তু আসবার আগে ওঁর পারিবারিক বিপর্যয়ের কাহিনী শুনে মন আমাদের খুবই খারাপ হয়ে গেছে। তাই ভাবলাম ওখানে গিয়ে বনে-জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ করে যদি ওদের খুঁজে পাই তো মন্দ কী? আর ওই ইউনিকর্ন নামের লোকটাকেও আমাদের একবার দেখবার ইচ্ছে আছে?"

সিংঘলজি একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "ইউনিকর্নের দর্শনলাভ ভাগ্যের ব্যাপার। যখন যেখানে সোনার খোঁজ পায় তখন সেখানেই চলে যায়। বাঘে-মানুষে লড়াই করে সোনা খোঁজে ওরা। এই সোনা সোনা করেই তো যত বিপত্তি!"

বাবলু বলল, "এত টাকা-পয়সা উনি রাখেন কোথায়?"

"শেষ বয়সের জন্য জমিয়ে রাখতেন। শুনেছি ভিজিয়ানাগ্রামে একটি ফিল্মি স্টুডিয়ো খুলতে চলেছেন। সত্যি-মিথ্যা জানি না।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, কালীমেলা-ডুমা এইসব জায়গাগুলো কী খুবই দূরে দূরে?"

"কালীমেলা জানি। বাকিগুলোর কথা বলতে পারব না। তবে একটা কথা, অরণ্যের অত গভীরে তোমরা কিছুতেই যেয়ো না। ওখানকার আদিবাসীরা এমনিতে খুব সরল প্রকৃতির হলেও মাফিয়াচক্রে জড়িয়ে আছে ওরা। ইউনিকর্নরা ওদের দিয়েই কাজ করায়। যে-কোনও মুহূর্তে তোমাদের জীবন বিপন্ন হতে পারে। যাক, আজকের দিনটা তোমরা বিশ্রাম নাও। কাল সকালে যা করলে ভাল হয় তাই কোরো। আমি অবশ্য বিকেলে থাকব না, কাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা না করে কোথাও যেয়ো না কিন্তু।"

সিংঘলজি বিদায় নিলেন।

বাবলুরা স্নানাহার সেরে দুপুরবেলা ছাদে উঠে প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে লাগল চারদিকের। কোনওরকমে আজকের দিনটা একবার কাটাতে পারলে হয়! তারপর কাল সকাল থেকেই শুরু হবে ওদের অরণ্য অভিযান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

॥ ১০ ॥

কিন্তু সকাল পর্যন্ত ওদের আর অপেক্ষা করতে হল না। ঠিক ভবসন্ধেবেলাতেই ঘটে গেল এক দারুণ বিপর্যয়। ওরা তো দুপুরে বিশ্রাম নিয়ে বিকেলবেলা মালকানগিরির পথেপথে ঘুরে বেড়াল। তারপর সন্ধেব সময় মালকানগিরির জনপদ ঝিমিয়ে পড়লে যে যার বাড়িব সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে নিশ্চিন্ত মনে ফিরে আসছিল ঘবের দিকে। ফেরার পথে হঠাৎই দেখা হয়ে গেল সেই ছেলেটির সঙ্গে। গোপীনাথ ডাকুয়া। আজই সকালেব বাসে আলাপ যার সঙ্গে। গোপীনাথ বলল, "আমি কখন থেকে খুঁজছি তোমাদের। লজে গিয়ে শুনলাম তোমরা নাকি অন্য কোথায় চলে গেছ। তাই মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। আসলে তোমাদের খুব ভাল লেগে গেছে আমার। তাই ভাবলাম আমিও তোমাদের সঙ্গে ঘুরব। আমি থাকলে তোমাদেব সুবিধেও হবে। কেন না আমি ওইসব আদিবাসীদেব ভাষা বুঝি। তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলিযে দিতে পারব।"

বাবলু বলল, "এ তো খুবই আনন্দেব কথা। আমরা কাল সকালেই যাচ্ছি। তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে। তা আজ রাতে তুমি থাকবে কোথায?"

"আমার এক বন্ধুর বাড়িতে উঠেছি আমি, সেখানেই থাকব।"

"না, না। তুমি আমাদেব সঙ্গেই থাকবে। যাও তোমাব জিনিসপত্র যা আছে নিযে এসো।"

"জিনিসপত্র বলতে সামান্য একটা কিট ব্যাগ আর গায়েব চাদব।"

"তাই নিযে এসো, যাও।"

গোপীনাথ যাচ্ছিল।

বিলু আর ভোম্বল বলল, "চলো আমরাও তোমাব সঙ্গে যাই।"

বাবলু বলল, "বেশি দেবি কবিস না। যাবি আর আসবি। পঞ্চুটাকেও ববং সঙ্গে নে।"

পঞ্চু তো ঘুরতে পেলে আর কিছু চায় না। তাই দিব্যি খোশমেজাজে চলল ওদেব সঙ্গে।

এদিকে বাড়িব কাছাকাছি আসতেই কেমন যেন একটা অন্যবকমেব গন্ধ পেল বাবলু। দেখল, বেশ কযেকজন লোক অত্যন্ত সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা কবছে সেখানে।

ওদেব আসতে দেখে একজন এগিযে এসে বলল, "এই শযতানরা, তোবা কাবা? এখানে কী করতে এসেছিস বল?"

বাবলু ওদের প্রত্যেকেব মুখেব দিকে তাকিযে বলল "তোমবা কাবা?"

"সেটা একটু পরেই জানতে পারবি। আমাদের বস মুনেশ্বব রেণু তোদের জন্যই এখন পুলিশ লকআপে। এইবার তোদেব অবস্থা আমরা কী কবি দ্যাখ। ওই বাঘব শয়তানের এমন সাধ্য নেই যে, আমাদের খপ্পর থেকে তোদের রক্ষা করে।"

বাবলু হেসে বলল, "যত যাই করো দাদা, খেলা তোমাদেব শেষ হয়ে এসেছে। ওই মুনেশ্ববকে মোচড় দিয়েই তোমাদেব সব কিছু জেনে নেবে পুলিশ।"

লোকটি তখন ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবলুর ওপর। তাবপর দু'হাতে ওর গলা টিপে বলল, "তবে রে শয়তান! এই ফার্নান্ডেজ হাউসে তোরা ঢুকলি কী কবে? ওই গোপী সিংঘল কে হয় তোদের? নাগাসুন্দর আব বাসুরুদ্রকে খুন করল কারা?"

বাবলু বলল, "এইভাবে গলা টিপে থাকলে কি কথা বলা যায?"

লোকটি গলাব চাপ শিথিল করে বলল, "এইবার বল।"

বাবলু বলল, "নাগাসুন্দব আর বাসুরুদ্রকে খুন করেছে গন্ডাবের পোষা গুন্ডারা। ফার্নান্ডেজ হাউস লুট করে প্রচুর সোনা ও টাকা নিয়ে পালাচ্ছিল ওরা। সেই সময় গন্ডার, মানে ওই বিখ্যাত ইউনিকর্ন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সেই জিনিস ছিনতাই করে পাঠিয়ে দিয়েছে দেবগিরিতে।"

ওই লোকটির সঙ্গে আরও যারা ছিল তারা কাছে এগিয়ে এসে বলল, "তুই মিথ্যে বলছিস না তো?"

"মিথ্যে বলে লাভ? আমরা কি তোমাদের মতো সোনা নিয়ে স্মাগলিং করি?"

আগের লোকটি বলল, "ঠিক আছে। আমাদের বস-এর নির্দেশে বধ্যভূমিতে যেতেই হবে তোদের। ওই গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, ওইখানে গিয়ে ওঠ তোরা।"

বাবলু বলল, "তোরা মানে? গেলে আমি একাই যাব। ওরা এখানেই থাকবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"কেউ থাকবে না এখানে। সবাইকে নিয়ে যাব আমরা। আমাদের অরণ্যদেবী তোদের রক্তপিপাসায় লোলুপ দৃষ্টিতে পথ চেয়ে বসে আছেন।" বলেই ওরা এগিয়ে গেল বাচ্চু, বিচ্ছু আর উত্তরার দিকে।

এইবার সাপের মতো ফোঁস করে উঠল বাবলু। বলল, "খবরদার, মেয়েদের গায়ে হাত দিয়ো না।"

কিন্তু কে শোনে কার কথা?

কথা যেমন শুনল না, হাতেনাতে ফলও তেমনই পেয়ে গেল। অভ্যস্ত বাচ্চু-বিচ্ছু সঙ্গে সঙ্গে চোখে আঙুল গুঁজে দিল ওদের। যেই না দেওয়া অমনই দু'হাতে চোখ ঢেকে 'বাবা রে, মা রে' করে উঠল ওরা।

বাচ্চু-বিচ্ছু তখন চিৎকার করতে লাগল, "ডাকাত, ডাকাত।"

ততক্ষণে ওরা উত্তরাকে উঠিয়ে নিয়েছে। আর উঠিয়ে নিয়েছে সেই দু'জনকে, যে দু'জন চোখে খোঁচা খেয়ে চোখ ঢেকে বসেছিল। আর ঠিক রাখা যায় না। এইবার একটু পিস্তলের খেলা না দেখালেই নয়। বাবলুর পিস্তল এবার একজনকে টার্গেট করে গর্জে উঠল, ঢিসুম।

লোকটি আর্তনাদ করে উঠল। দারুণ ভয় পেয়ে অন্য সঙ্গীরা তাকেও উঠিয়ে নিল গাড়িতে। তারপর আক্রমণের ভঙ্গিতে বাবলুর দিকে এগিয়ে আসতেই অন্ধকারের ভেতর থেকে ভয়ংকর একটা ডাক ছেড়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পঞ্চু। তারপর শুধু চিৎকার আর চেঁচামেচি।

ঠিক সময়টিতেই ভাগ্যিস সে চলে এসেছিল। সঙ্গে বিলু, ভোম্বল আর সেই গোপীনাথ ডাকুয়াও ছিল। কিন্তু এলে কী হবে, ওরা তখন গাড়ি নিয়ে উধাও। যাওয়ার আগে একজন বাবলুর নাকে এমন একটা ঘুসি মেরে গেল যে, কিছুক্ষণের জন্য চোখে অন্ধকার দেখল সে।

ততক্ষণে আরও অনেক লোকজন ছুটে এসেছে। সবাই মিলে বাবলুর চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে একটু প্রকৃতিস্থ করল বাবলুকে। বাবলু নাক দিয়ে গড়িয়ে পড়া রক্ত রুমালে মুছে বলল, "উত্তরা? ওকে কি নিয়ে গেল ওরা? কোনদিকে গেল?"

একজন বলল, "ডানদিকের পথ ধরে কালীমেলার দিকেই গেছে। ওই একটাই তো যাওয়ার জায়গা ওদের।"

"কালীমেলা কতদূর এখান থেকে?"

"তা দূর আছে। চল্লিশ পঞ্চাশ কিমি তো বটেই।"

"পঞ্চু! পঞ্চু কোথায়?"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই চেঁচাতে লাগল 'পঞ্চু! পঞ্চু উ উ উ।"

কিন্তু কোথায় পঞ্চু! কোথাও থেকেই সাড়া পাওয়া গেল না ওর।

একজন আদিবাসী মহিলা দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। সে তার নিজস্ব ভাষায় কী যেন বলতেই গোপীনাথ বলল, "তোমাদের ওই কুকুরটাকে খুঁজছ তো? সে ওদের গাড়িতেই আছে। যাকে পাচ্ছে তাকেই কামড়াচ্ছে সে।"

বাবলু বলল, "ঠিকই করছে। কিন্তু ওরা প্রায় আট দশজন ছিল। তার মধ্যে জখমের সংখ্যা তিন। বাকিরা যদি ওকে মেরে ফেলে? ও তো একা। ওদের সঙ্গে পেরে উঠবে কেন? আর ওই মেয়েটার তো কোনও কিছুই করবার ক্ষমতা নেই।"

জনতার ভেতর থেকে একজন বলল, "তোমাদের উচিত এখনই পুলিশে খবর দেওয়া।"

বাবলু বলল, "পুলিশকে তো জানাতেই হবে। তবে এই মুহূর্তে কেউ আমাকে একটা স্কুটারের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?"

সবাই 'না না' করে উঠল। বলল, "এই রাতদুপুরে তুমি ওদের পিছু নেবে নাকি? ওরা অত্যন্ত বাজে লোক। ওই সমস্ত এলাকায় ভয়ংকর দাপট ওদের।"

বাবলু বলল, "বুঝলাম। কিন্তু সেই ভয়ে তো ঘরে খিল এঁটে চুপ করে বসে থাকা যায় না। আমাদের একটা মেয়েকে তুলে নিয়ে গেল যেখানে, সেখানে একটা দায়-দায়িত্ব তো আছে। তা ছাড়া আমার প্রিয় কুকুর--।"

গোলমাল শুনে সিংঘলজিও এসে পড়েছিলেন তখন। সব শুনে বললেন, "নিশ্চয়ই যাবে। আমার স্কুটারটাই নিয়ে যাও তুমি। ওদের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব না হলেও কোথায় কতদূরে গেল ওরা সেই খবরটুকু তো জানা যাবে।"

স্কুটার এলে শীতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাবলু মাঙ্কি ক্যাপে মুখ ঢেকে বিলু, ভোম্বলদের সাবধানে ঘরে থাকতে বলে ঝড়ের বেগে উধাও হয়ে গেল।

অনেক—অনেকদূর যাওয়ার পরও ওদের নাগাল পেল না। শুধু অন্তহীন সর্পিল পথ একটা অজগরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মতো দূর-দুর্গমে হারিয়ে গেছে। কে বলবে ওই ঘন গিরিসংকটের মধ্যে মজুত আছে মন মন সোনা।

হঠাৎ এক জায়গায় এসে পথের আর দিশা না পেয়ে স্কুটার থামাল বাবলু। দেখল দুষ্কৃতীদের সেই গাড়িটা পাহাড়ের এক বিপজ্জনক খাদের পাশে কাত হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। এমনকী পঞ্চুও নেই সেখানে।

দৃশ্য দেখে চোখে জল এসে গেল। যাঃ, সর্বনাশ হয়ে গেছে। আসলে পঞ্চুর আঁচড়-কামড়ের ধাক্কা সামলাতে না পেরেই ঘটেছে এই দুর্ঘটনা। কিন্তু পঞ্চু! পঞ্চু গেল কোথায়? পঞ্চুও কি পড়েছে খাদে?

বাবলু চিৎকার করে ডাকল, "প-ন-চু-উ-উ। উ-ত্ত-রা-আ-আ-।"

ওর কণ্ঠস্বর পাহাড়ে-পর্বতে ধ্বনিত হয়ে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল কিন্তু কোনও সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না ওদের।

এমন সময় মাথায় একটা জোর আঘাত পেয়ে পথেই লুটিয়ে পড়ল বাবলু।

অনেক পরে যখন ওর জ্ঞান ফিরল তখন দেখল এক বিশাল গুহার মধ্যে ভয়ংকরী এক দেবীমূর্তির সামনে শুয়ে আছে সে। হাত-পা কোনও কিছুই বাঁধা ছিল না। আর গুহার বাইবে মশাল জ্বেলে অর্ধনগ্ন কিছু নারীপুরুষ পরস্পরকে ধরাধরি করে উদ্দাম নৃত্য করছে। বিচিত্র সব অঙ্গাভরণের জন্য, গালে, মুখে, কপালে চিত্রবিচিত্র করায় কী ভয়াবহই না লাগছে ওদের! সামনে একটি হাড়িকাঠও পোঁতা আছে। সর্বনাশ! ওরা কি বলি দেবে ওকে? ভয়ে বুকের রক্ত যেন শুকিয়ে জল হয়ে গেল। এই গুহার ভেতর থেকে কী কবে যে ওদের হাত থেকে মুক্তি পাবে তাই ভেবেই অস্থির হযে উঠল ও। তবু বিপদে সাহস এবং ধৈর্যহারা কখনও হয় না সে। পিস্তলটা ঠিক জায়গায় আছে কিনা দেখতে গিয়েই চমকে উঠল। না, সেটা তো নেই। স্কুটার থেকে নামার সময় হাতেই ছিল সেটা। মাথায় আঘাত পেতেই সম্ভবত খসে পড়েছে হাত থেকে। বাঁচার আশা যেটুকু ছিল মনের মধ্যে, তাও ক্ষীণ হয়ে গেল এবার। পঞ্চু নেই, পিস্তল নেই। এর চেয়ে অসহায় অবস্থা আর কিছু কি হতে পারে?

তবুও পালানোর জন্য শেষ চেষ্টা একবাব ওকে কবে দেখতেই হবে। তাই একটু একটু করে অন্ধকাবে গুহার দেওয়ালের দিকে সরে যেতে লাগল ও। বুনোরা তখন নেশার ঘোরে নেচে চলেছে। সে কী উদ্দাম নাচ! যেন শত শত নাগ-নাগিণী ফণা তুলে নাচছে। মেয়েরা হিস হিস করছে। ছেলেরা গাইছে, "এহেঃ এহেঃ এহেঃ এহেঃ, রেহেঃ রেহেঃ এহেঃ এহেঃ।" একটানা একই সুরের বন্যতা। দেখতেও ভাল লাগছে। বাবলু বুঝল, বন্যেরা সত্যই বনে সুন্দব।

এমন সময় হঠাৎই দেখতে পেল অন্ধকারে ঝোপের আড়াল থেকে একটি চোখ জ্বলজ্বল করছে। বাবলু আরও তীক্ষ্ণ চোখে সেইদিকে তাকাতেই দেখল একটা মুখ। ওই—ওই তো পঞ্চু। বাবলু ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকতেই অন্ধকার গায়ে মেখে এক-পা এক-পা কবে কাছে এল পঞ্চু। বাবলুর পিস্তলটা মুখে ছিল ওর। সেটা নামিয়ে রাখতেই বাবলু ওর গায়ে হাত বুলিয়ে অন্ধকারে মিশে খুব সন্তর্পণে আরও গভীর অন্ধকারে হারিয়ে গেল। সেই 'এহেঃ এহেঃ' গানের সুরও মিলিয়ে আসতে লাগল একসময়।

সেই অন্ধকারে কিছুটা পথ আসার পরই বাবলু দেখল এই পাহাড়ি পথের একটু উচ্চস্থান থেকে কে যেন একটা লণ্ঠন দুলিয়ে কীসের যেন সংকেত দিচ্ছে ওকে। বাবলু থমকে দাঁড়াল সেই আলোটা লক্ষ্য করে। কে ও? কী বলতে চায়?

এমন সময় হঠাৎ একটি কোমল কণ্ঠস্বর কানে এল ওর, "যদি বাঁচতে চাও তাড়াতাড়ি চলে এসো। না হলে ভালুকের হাতে প্রাণটা খোয়াবে।"

বাবলু সেই আলো লক্ষ্য করে ওপরে উঠেই দেখল ওদেরই বয়সি একটি মেয়ে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ গায়ের রং। পরিষ্কার মুখ-চোখ। স্বাস্থ্যে-সম্পদে যেন ঝলমল করছে। বাবলু বলল, "কে তুমি?"

হাসিমুখে মেয়েটি বলল, "আমার নাম মালা। বনমালা আমি। অরণ্যদুহিতা। এতক্ষণ ওদের নাচ-গান দেখছিলাম আর তোমার পরিণতি যে কী হবে তাই ভেবে দুঃখ পাচ্ছিলাম। তুমি যে কী করে ওখান থেকে বেরিয়ে এলে তা আমি এখনও ভেবে পাচ্ছি না। যাক, খুব বরাতজোর যে, বেঁচে গেছ!"

বাবলু বলল, "এরা কি নরখাদক?"

"আরে না, না। অত্যন্ত শান্ত, ভীরু ও নিরীহ আদিবাসী এরা। তবে কিনা এই শিবরাত্রির কোটালে মাঝেমধ্যে এদের মনে অন্ধ সংস্কার জেগে ওঠে। তখনই হঠাৎ করে এইরকম নারকীয় কাণ্ড ঘটিয়ে বসে। আসলে সভ্যতার আলো আজ এতদিনেও এখানে এসে পৌঁছয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মালা সেই লণ্ঠনের আলোয় পথ দেখিয়ে একটি কুঁড়েঘরে নিয়ে গেল ওকে। বলল, "আশা করি গরিব মানুষদের ঘরে রাত কাটাতে কোনও অসুবিধে হবে না তোমার।"

বাবলু বলল, "কী যে বলো, এই মহারণ্যে পথঘাট চিনি না, কোথায় বলতে কোথায় চলে যেতাম। হয় বাঘে খেত, না হয় ভালুকে আঁচড়াত। তুমি যে কী উপকার করলে আমার! কিন্তু ঘরে তুমি একা কেন? আর কেউ নেই?"

"না। আমার বাবা গুপ্তেশ্বরের মেলায় গেছেন দোকান দিতে। আমি তাই একা আছি।"

"তোমার মা?"

"কিছুদিন আগে উনি গত হয়েছেন।"

এক জায়গায় বাবলুর ঘুমোবার মতো একটু ব্যবস্থা করে মালা বলল, "তোমার খুব খিদেও পেয়েছে নিশ্চয়। রুটি আছে। পালম শাক ভাজা দিয়ে দু'জনে খেয়ে নিই এসো।"

বাবলু বলল, "দু'জনে নয়। আরও একজন আছে। আমার এই আদরের কুকুর পঞ্চু।"

মালা বলল, "ও হ্যাঁ, তাই তো!" বলে খাবার ভাগ করতে বসল।

বাবলু বলল, "ওরা এই রাতদুপুরে আমার খোঁজে তোমার কাছে আসবে না তো?"

"না, না। তা আসবে না।"

"আচ্ছা, ওখানে গুহার ভেতরে ওই যে দেবীমূর্তি দেখলাম, উনি কোন দেবী?"

"উনিই তো রাবণের বোন শূর্পণখা। এখানকার অরণ্যবাসীরা দারুণ মান্য করে ওঁকে। ওরা তো ওঁরই বংশধর। তাই দেবীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য হাঁস, মুরগি, ছাগল, ভেড়া সবকিছুই বলি দেয় ওরা। তারপর মাথায় যদি কারও মানত চাপে তখনই অন্ধ সংস্কারের বশে খারাপ কিছু করে ফেলে। আজ তোমার কপালে দুঃখ ছিল, তাই—। যাক, খুব বেঁচে গেছ এ-যাত্রা।"

"আর বলতে হবে না। রীতিমতো রোমাঞ্চকর ব্যাপার।"

খেতে খেতেই কথা হতে লাগল। এই পাহাড়ে জঙ্গলে এইরকম একটি আরণ্যক পরিবেশে পালম শাক ভাজা দিয়ে রুটি খেতে কী ভাল যে লাগল বাবলুর, তা ও-ই জানে।

একসময় বাবলু বলল, "তোমবা এখানে কতদিন আছ?"

"আমার জন্মই তো এখানে। কালীমেলার স্কুলে আমি ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছি। আমাদের বাড়ি ছিল ফবিদপুরে। আমাব মা-বাবা একসময় বাস্তুহারা হয়ে সেখান থেকে এই দেশে আসেন। তারপর এখানে আশ্রয় নেন। কিন্তু তুমি কী করে এদের খপ্পরে পড়ে গেলে?"

বাবলু তখন সব বলল। সব শুনে মালা বলল, "সে কী! উত্তরাকে পেলে না তা হলে?"

বাবলু দুঃখেব সঙ্গে বলল, "না।"

"কাল সকালে একবার গিয়ে দেখতে হবে তো।"

"আবার আমি ওই অরণ্যবাসীদের খপ্পরে পড়ে যাব না তো?"

"যাতে না পড়ো সেই ব্যবস্থাই করব।"

বাবলু খাওয়া শেষ কবে মুখ-হাত ধুয়ে বলল, "আব-একটা কাজ তোমাকে করতে হবে যে?"

"কী কাজ বলো?"

"গন্ডারের নাম শুনেছ? ইউনিকর্ন? যাকে এখানকার 'মাফিয়া কিং' বলা হয়? ওই শয়তানটার ডেবা কোনখানে, আমাকে একবার চিনিয়ে দিতে পারো?"

মালা বলল, "অসম্ভব! সে অতি ভয়ংকর জায়গা। কিন্তু সেখানে গিয়ে তুমি করবেটা কী? তোমরা কি সোনার খোঁজে এখানে এসেছিলে?"

বাবলু তখন ফার্নান্ডেজ হাউসের পুরো ইতিহাস শুনিয়ে দিল মালাকে। সব শুনে মালা বলল, "যাদের খোঁজে তোমরা এখানে এসেছ তারা এখনও বেঁচে আছে। ডোনা আর বনিকে আমি দেখেছি। আমি জানি তারা কোথায়। কিন্তু যে জায়গায় তারা আছে সেখান থেকে পালিয়ে আসা তাদের পক্ষেও যেমন কঠিন, তেমনই সেখানে গিয়ে তাদের উদ্ধার করে আনাও তোমার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার।"

"কিন্তু তুমি যদি আমার পাশে থাকো তা হলে সেই অসম্ভব নিশ্চয়ই সম্ভব হবে।"

"হবে না। ওরা যেখানে আছে সেখানে একমাত্র রাতের অন্ধকার আর দিনের আলো ছাড়া কারও প্রবেশের অধিকার নেই।"

"কোথায় সেই জায়গা?"

"এখান থেকেও দু'-তিন মাইল দূরে ডুমার উপত্যকায়।"

বাবলু উৎসাহিত হয়ে বলল, "তুমি কি আমাকে সেই জায়গায় নিয়ে যেতে পারো না?"

"পারি। কিন্তু ওখানে যাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। দু'পাশে তুঙ্গ পাহাড়। তারই মধ্যিখান দিয়ে দম-আটকানো খাড়াই বেয়ে পাহাড়ের উচ্চস্থানে উঠতে হবে। সেখানে প্রকৃতি-সৃষ্ট একটি বিশাল গুহা আছে। সেই গুহার ছাদ নেই। ঝিনুকের খোলার মতো দু'পাশে দুটি দেওয়াল আছে শুধু। সেই জায়গাটা পার হয়ে গেলে তবেই অনেক নীচে ওদের ঘাঁটি নজরে আসবে। কিন্তু পাহাড়ের ওই অংশে গেলেই চোখে পড়ে যাবে ওদের। কেন না আশপাশের পাহাড়ের বিভিন্ন অংশ থেকে দেখতে পাওয়া যায় জায়গাটা। যেহেতু সোনা নিয়ে কাজকারবার, তাই সকলের কড়া নজর থাকে ওইদিকে।"

"তুমি কি ওই জায়গাটা পেরিয়ে কখনও গেছ?"

"না গেলে বলছি কী করে? আমাকে ওরা সবাই চেনে। আসলে আরণ্যকদের ওরা কিছু বলে না। আমি একবার অরণ্যবাসীদের সঙ্গে ভেড়া কিনতে ওদের গ্রামে গিয়েছিলাম। তখনই দেখেছি ডোনা আর বনিকে। দিনতিনেক আগেও একবার ফুল তুলতে ওই পাহাড়ে গিয়েছিলাম। দূর থেকে তখনও দেখেছি।"

বাবলু উৎসাহিত হয়ে বলল, "তুমি আমায় দূর থেকেই জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ো, তা হলেই হবে। আমি ঠিক কায়দা করে পৌঁছে যাব ওদের কাছে।"

মালা সমানে ঘাড় নেড়ে বলল, "না, না, না, না। এইভাবে নিজের মৃত্যুকে ডেকে এনো না বন্ধু। আসলে ওইখানকার প্রাকৃতিক অবস্থানটা আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না। তাই তুমি এই কথা বলছ।"

বাবলু একটুক্ষণ কী যেন ভেবে বলল, "আরণ্যকরা ওখানে যায় না?"

"আমিও তো যাই। কিন্তু তোমার এই মিষ্টি চেহারা তুমি ঢাকবে কী করে? তুমি গেলেই যে সন্দেহ করবে ওরা! তা ছাড়া একা আমিও সাহস করে ডুমারের উপত্যকায় নামিনি কখনও। সেই যা একবার গিয়েছিলাম ভেড়া কিনতে।"

বাবলু বলল, "শোনো, আমি এই পোশাকে এইভাবে যাব না। সারা গায়ে কালিঝুলি মেখে আদিবাসী ছেলেদের মতো হয়েই যাব। বনফুলের মালা গলায় পরে লতাপাতা জড়িয়ে এমনভাবে যাব যে, আমাকেও ওরা বুনো ছাড়া অন্যকিছু ভাববে না।"

মালা হেসে বলল, "তুমি যখন একান্তই যাবে তখন আর তোমাকে ধরে রাখতে পারব না। অনেক রাত হয়েছে, এবার একটু লক্ষ্মী ছেলের মতো শুয়ে ঘুমোও। না হলে ভোরে উঠতে পারবে না কাল।"

বাবলু আর কথা না বাড়িয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল খুব ভোরে, মালার ডাকে।

ঘুম থেকে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে মালার তৈরি ভেলিগুড়ের চা খেয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হল ওরা।

মালা বলল, "প্যান্ট জামা ছাড়তে হবে না। একটু গুটিয়ে নাও শুধু। আমার একটা পুরনো কালো কোট আছে সেটা গায়ে দিয়ে এই মুখোশটা পরে নাও।"

বাবলু বলল, "কীসের মুখোশ এটা?"

"আরণ্যকরা ওদের পরবের সময় পরে। মালকানগিরির হাটেও এগুলো বিক্রি হয় পরবের সময়। রাক্ষসের মুখ। আমি একটা সংগ্রহে রেখেছিলাম।"

"কী ভাল কাজ যে করেছিলে তুমি! এই মুখোশই এখন আমার রক্ষাকবচ।"

বাবলু দু'মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে নিল। তারপর হাত পায়ের নিম্নাংশে একটু করে ভুসো কালি মেখে পিস্তলটা যথাস্থানে গুঁজে পঞ্চুকে বলল, "চল।"

ভোরের আবছা অন্ধকারে মালার নির্দেশিত পথে এগিয়ে চলল বাবলু। এই মহারণ্যে এই সময়টাও বিপজ্জনক। তবুও ওরা একটু ঝুঁকি নিয়েই পথে বের হল। দু'পাশে প্রেতের মতো কালো কালো বিশাল পর্বত। তারই গভীর গোপনে দুর্গম গিরিসংকটের মধ্য দিয়ে পথ চলতে দম যেন বন্ধ হয়ে এল। পথ এখানে নেই বললেই হয়! শুধুই খাড়াই বেয়ে এবড়োখেবড়ো পাথরে পা রেখে ওপরে ওঠা। ওদের মতো হাতে একটা বল্লমও নিয়েছে বাবলু। তাতেই ভর দিয়ে মাঝে মাঝে ওপরে উঠছে। মালার হাতে তির-ধনুক। যেন শিকারে বেরিয়েছে ওরা। সঙ্গে পঞ্চু তো আছেই।

খানিক যাওয়ার পরই একটি শীতল জলের ঝরনা পার হতে হল ওদের। তারপর আরও কষ্ট করে খানিক ওপরে ওঠার পর মনে হল যেন একটা সমতলে এসে হাজির হয়েছে ওরা। সেখানে ছাদহীন বিশাল এক গুহা। সামনে এবং পেছনে দৃশ্য। দু'পাশে আড়াল। যেন কয়েকশো ফুট উঁচু সামুদ্রিক ঝিনুক একটা জাদুর প্রভাবে ফসিল হয়ে গেছে। মাথার ওপরে সুনীল আকাশ। নীচে ঝোপঝাড়, সবুজের সমারোহ আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নানা রঙের ফুলের বন। মালা তো ফুলে ফুলে সাজিয়ে নিল নিজেকে। লতা কাঠির বুনোনে মালা গেঁথে বাবলুকেও সাজিয়ে দিল অরণ্যচারীদের মতো। এই মুহূর্তে বাবলুর মনে হল, হায় রে! প্রকৃতির এই বিস্ময়ে ওর বন্ধুরাও যদি থাকত, তা হলে কী ভালই না হত।

তখন সোনালি রোদের ছ'টায় ঝলমল করছে চারদিক।

মালা বলল, "ওই দূরের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো। পাহাড়ে পাহাড়ে আদিবাসীরা কেমন জেগে উঠেছে। কেউ কেউ থমকে দাঁড়িয়ে লক্ষ করছে আমাদের। শুধু তোমার এই পোশাকের জন্যই সন্দেহ করছে না কেউ।" বলে বাবলুর হাত ধরে এক জায়গায় একটু আড়াল থেকে ফাটলের মধ্য দিয়ে নীচের দিকে তাকাতে বলে বলল, "ওই দ্যাখো ডিমারের উপত্যকা। কী শান্ত সুন্দর গ্রাম। কিন্তু কী বিপজ্জনক। ওই গ্রামই ওদের দুর্ভেদ্য দুর্গ।"

বাবলু বলল, "সত্যই তো! অনেক নিচুতে গ্রাম। ওখানে আমরা পৌঁছব কী করে?"

"রাস্তা আছে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সহজেই নামা যাবে। কিন্তু অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে ওটা দুষ্কর। একেবারে বাঁশির চড়াই যাকে বলে।"

বাবলু আক্ষেপ করে বলল, "বাইনোকুলারটা সঙ্গেই ছিল কিন্তু সেটা বন্ধুদের কাছে রয়ে গেছে। ক্যামেরাও ছিল, তাও রয়ে গেছে ওদের কাছে। সত্যি, কী আপশোশ যে হচ্ছে!"

এমন সময় হঠাৎই উল্লসিত হয়ে উঠল মালা। বলল, "ওই, ওই দ্যাখো, তোমাব শিশু বনি কেমন একটা ভেড়ার পিঠে ওঠবার চেষ্টা করছে। আর তার পাশেই যে সুন্দবী মহিলাকে দেখতে পাচ্ছ তাকে আশা করি চিনতে ভুল হচ্ছে না?"

"না। উনিই ডোনা। ডোনা ফার্নান্ডেজ।"

বাবলুর মন আনন্দে ভরে উঠল। এত দূরে এই দুর্গমে নিয়ে আসার পরও ভগবান কি ওকে বিমুখ করবেন! এরপরও যদি ওদের না নিয়ে ফিরে যেতে হয় তা হলে তার চেয়ে দুঃখের আর কী-ই বা হতে পারে?

বাবলু বলল, "মালা, তুমি কি কোনওরকমে একবার ডোনার কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারো না?"

"তাতে লাভ?"

"তুমি গিয়ে ওকে বলবে তার এক ভাই এসেছে তাকে আর তার ছেলেকে এই শত্রুপুরী থেকে উদ্ধাব করে নিয়ে যাবে বলে। অতএব মানসিকভাবে সে যেন প্রস্তুত থাকে। দিনের আলোয় যদি সম্ভব না হয় তা হলে রাতের অন্ধকারে ও নিয়ে যাবে। আজকের রাত যেন তার কাছে নিদ্রাবিহীন রাত হয়।"

মালা বলল, "চেষ্টা করে দেখতে পারি। তবে কিনা রাবণের চেরির মতো ওকে ওরা যেভাবে ঘিরে আছে তাতে ওর কাছে যাওয়াই মুশকিল। তাব ওপরে কিছু বলতে গেলেই তো কানখাড়া করে ছুটে আসবে।"

"আসুক না! ক্ষতি কী? ওরা তো তোমার ভাষা বুঝবে না। তুমি পরিষ্কার বাংলায় খুব সহজভাবে কথা বলবে। ডোনা বাংলা জানে। ফার্নান্ডেজ পরিবারে থেকে বাংলাতেই কথা বলে সাধারণত। ওকে এও জানিয়ে দিয়ো মাইক এখনও জীবিত।"

মালা বলল, "বেশ, আমি যাচ্ছি। তুমি কিন্তু সাবধানে থেকো। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত লুকিয়ে থেকো ঝোপঝাড়ে।"

বাবলু বলল, "আমার এই পঞ্চুকে কি তোমার সঙ্গে দেব?"

"কোনও প্রয়োজন নেই।"

"আছে। ও সঙ্গে থাকলে তোমার পক্ষেও ভাল, আর সেও চিনে আসবে ওদের মা-ছেলেকে।"

"কিন্তু তোমার কোনও বিপদ হলে?"

বাবলু তখন পিস্তলটা বের করে দেখাল ওকে।

পিস্তল দেখেই শিউরে উঠল মালা। বলল, "মাগো!" তারপর আর দেরি না করে তির-কাঁড় হাতে নিয়ে শিকারির মতো ধীরে ধীরে পাকদণ্ডী বেয়ে নীচে নামতে লাগল। সঙ্গে রইল পঞ্চু। যে কিনা একেবারেই সন্দেহের ঊর্ধ্বে।

বাবলু এবার বেশ বড়সড় একটি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে পূর্ব আর পশ্চিমের আসা-যাওয়ার পথের দিকে নজর রাখতে লাগল। মালার সঙ্গে ও যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিকটা পূর্ব। সেইদিক থেকে সূর্যের সোনালি রোদের ছ'টা ফোকাসের মতো এই গুহার ভিতর দিয়ে ডিমারের উপত্যকায় গিয়ে পড়ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যেন রঙের খেলা শুরু হয়ে গেছে এখানে। সেইদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর কথা মনে পড়ল ওর। ওরা এখন কী করছে কে জানে? নিশ্চয়ই চুপচাপ বসে নেই। পুলিশে খবর দিয়ে এতক্ষণে হয়তো একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে সেই দুর্ঘটনাস্থলের কাছে এসেছে। সেখানে এসে ওই খাদের গায়ে হেলে থাকা গাড়ি আর স্কুটারটা দেখে কী ভাবছে কে জানে? আর উত্তরা? ও যদি সত্যিই খাদে পড়ে তাকে তা হলে তার চেয়ে দুঃখের আর কিছুই নেই। ডোনা আর বনিকে উদ্ধার করলেও আর একটা আক্ষেপ থেকেই যাবে।

হঠাৎ কাদের যেন পদশব্দ শুনতে পেল বাবলু। এবারে আর বসে থাকা নয়। ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে থেকে কানদুটো খাড়া করে রইল, দেখল দু'জন বলিষ্ঠ চেহারার বন্দুকধারী পুবের পথ দিয়ে খাড়াই বেয়ে ওপরে উঠে থমকে দাঁড়াল। তারপর একটু হাঁফ ছেড়ে জায়গাটার মাঝামাঝি এসে বসে পড়ল ঘন সবুজ ঘাসের ওপর। পথশ্রমের ক্লান্তি দূর করার জন্যই বোধ হয় সিগারেট ধরাল তারা।

ওদেরই ভেতর থেকে একজন বলল, "আজ কোনখানে পাথর কাটা হবে গন্ডার বলেছে কিছু?"

"বলেছে তো মাকড়ুমা পেরিয়ে ব্রহ্মগিরির দিকে যাবে। শবর নদীর ধার পর্যন্ত অনেক স্বর্ণশিরা নাকি চোখে পড়েছে।"

"এদিকে রেণুর খবর জানিস? অ্যারেস্ট হয়েছে লোকটা।"

"তার চেয়েও সাংঘাতিক খবর আছে আমার কাছে। ওর দলের লোকরা কাল রাতে ওই ছেলেমেয়েগুলোর ভেতর থেকে একটাকে নিয়ে পালিয়ে আসছিল। আর ওদের ওই পাজি কুকুরটা করেছে কী, গাড়িতে উঠে এমন আঁচড়কামড় লাগিয়েছে যে, কেউ চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়েছে, কেউ ঝুলে পড়েছে গাছের ডাল ধরে। আর বাকিরা টাল সামলাতে না পারায় গাড়িটা খাদের কাছে এসে কাত হয়ে যায়। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, গাড়িটা রক্ষা পেল কিন্তু জখম হল সবাই।"

"মরেছে ক'জন?"

"তা বলতে পারব না। তবে চার-পাঁচজন উঠে এসেছে কোনওরকমে। ওদেরই একজনের মুখে শুনলাম ফার্নান্ডেজ হাউসের সমস্ত সোনা বাসুরুদ্র আর নাগাসুন্দরকে দিয়ে লুট করিয়ে ওদের মেরে সব জিনিস নাকি একা গন্ডারই পাচার করেছে দেবগিরিতে।"

"এটা কিন্তু আমাদের সঙ্গে দারুণ বিশ্বাসঘাতকতা করল ও।"

"এর ফল ওকে ভুগতে হবে। রেণুর লোকেরা ছাড়বে না ওকে।"

"আমরাও ছাড়ব না। জান লড়াব আমরা আর মধু খাবেন একা উনি, তাই কখনও হয়। ওর ওই একটিমাত্র চোখও যদি আমি উপড়ে না নিই তো আমার নাম বটুক নয়। সবচেয়ে বড় কথা, ডোনাকে আর ওই দুধের বাচ্চাটাকে তিনমাস ধরে এখানে আটকে রাখার কোনও মানে হয়? মতলবটা কী ওর? ডোনাকে বিয়ে করবে?"

"আরে না, না। অত কাঁচা কাজ গন্ডারের নয়। মতলব ওর দুটো। এক, ডোনাকে আটকে রেখে মাইককে জব্দ করা। দুই, ডোনা তো সার্কাস পার্টির মেয়ে, তাই ওর ছেলেটাকে আটকে রেখে ওকে বাধ্য করাবে আবার নতুন করে খেলা দেখাতে। বাইরের দেশের এক সার্কাস দলের সঙ্গে এই মর্মে কথাও নাকি হয়ে গেছে।"

"মেয়েটা এখান থেকে পালাবারও অনেক চেষ্টা করেছিল।"

"করলে কী হবে? ব্রুনো আর ব্রুটোর নজর এড়িয়ে যাবে কোথায়? একবার তো ধরা পড়ে কী কাণ্ড! ওর চোখের সামনেই ছেলেটাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে যাচ্ছিল ওরা।"

লোক দু'জন সিগারেট খাওয়া শেষ করে আর বসে না থেকে ডিমারের উপত্যকায় নেমে গেল।

বাবলু তখন আত্মপ্রকাশ করে আবার গেল সেই ফাটলটার কাছে। কিন্তু ডিমারের উপত্যকায় অরণ্যবাসীদের ভিড়ে ডোনা, বনি, পঞ্চু, মালা কাউকেই তো দেখতে পেল না। যাদের দেখতে পেল তারাও সব মানুষ না অন্য কিছু তা ভেবে পেল না। নারীপুরুষ সকলেরই বিচিত্র পোশাক আর কী গয়না পরার ধুম! কানে, মাথায়, নাকে, হাতে, এমনকী পায়েও তার ব্যতিক্রম নেই। আর সেইসঙ্গে চুরুটের মতো কীসব যেন মুখে দিয়ে টানছে। এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল বাবলুর বুক। তবে কি ওরা ওদের খপ্পরে পড়ে গেল? সর্বনাশ! তা যদি হয় তা হলে তো পাকা ঘুঁটি কেঁচে গেল এবার।

অনেক—অনেক পরেও ওরা যখন ফিরে এল না, বাবলুর মন তখন খুবই খারাপ হয়ে গেল। এত দেরি হওয়ার তো কথা নয়। বাবলু আর ঠিক রাখতে পারল না নিজেকে। মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করে 'যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আছে কপালে' ভেবে ডিমারের উপত্যকায় নামার জন্য এগোল। এমন সময় হঠাৎ একদল নানা বয়সের অরণ্যচারীকে গুহাপথ ধরে ডিমারের উপত্যকার দিকে যেতে দেখেই সুযোগটাকে আর হাতছাড়া করল না। ওদের দলে ভিড়ে সকলের পেছনে থেকেই যেতে লাগল ওদের সঙ্গে। ঝাঁকের কই যেমন ঝাঁকে মেশে ঠিক সেইভাবেই মিশে গেল।

উপত্যকায় পৌঁছে সোনা-কাটরাদের গ্রামে ঢুকেই মুগ্ধ হয়ে গেল বাবলু। কী চমৎকার, শান্ত সুন্দর গ্রাম। চেহারায় বিকট হলেও দেখলেই মনে হয় খুবই নিরীহ ওরা। কয়েকজন মাফিয়া এসে এদের মিসগাইড করে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়ে কী দারুণ মুনাফাই না লুটছে! এরা যদি ঘুণাক্ষরেও এদের প্রতারণা একবার টের পেত তা হলে কবেই এদের শেষ করে দিত এরা!

যাই হোক, পল্লীর ভেতর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎই এক জায়গায় হাতে একটা হ্যাঁচকা টান পেয়ে দলছুট হল বাবলু। মনে হল, জোর করে কেউ যেন পেছনদিক থেকে টেনে নিল ওকে। তারপর একটা ঘরে ঢুকিয়ে ওর মুখোশ খুলে দিতেই বাবলু সবিস্ময়ে দেখল ওর দিকে হাসি হাসি মুখ করে তাকিয়ে আছে এক পরমাসুন্দরী।

বাবলু বলল, "সিস্টার ডোনা, আপনি?"

ডোনা হেসে বলল, "মাই সুইট ব্রাদার, একটু আগে মালার মুখে সব শুনেছি আমি। তোমার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।"

"কিন্তু আপনি আমাকে চিনলেন কী করে?"

"তোমার মুখোশ দেখে। ওই অরণ্যবাসীদের মধ্যে একমাত্র তুমিই মুখোশ পরে আছ। তা ছাড়া তোমার হাঁটাচলা, পোশাক, হাত-পায়ের কালি এসব তো অরণ্যবাসীদের মতো নয়।"

বাবলু বলল, "বনিকে আর আপনাকে এখান থেকে নিয়ে যাব বলেই আমরা এসেছি। বৃদ্ধ ফার্নান্ডেজ আপনাদের আশায় আজও পথ চেয়ে বসে আছেন। আপনার মাইকও হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন আপনাকে।"

ডোনার ঠোঁটের কোণে এবার একটু অন্যরকমের হাসি দেখা দিল। বলল, "যে যেখানে আছে সুখে থাকুক। তবে আর আমি ওদের কারও নই। ওই মাফিয়া পরিবারের সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্কের শেষ।"

"সে কী! মাইক আপনার স্বামী। আপনি—।"

"আই হেট হিম। একজন ক্রিমিন্যাল কখনও আমার মতো মেয়ের কেউ হতে পারে না। বনির দুর্ভাগ্য এই যে, ওইরকম একজন তার বাবা। তুমি যদি এদের এই চক্র থেকে আমাকে বের করে নিয়ে যেতে পারো তা হলে তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। বনিকে আমি মুখে কাপড় বেঁধে আপেলের ঝুড়িতে বসিয়ে মালার হাত দিয়ে পাচার করেছি। আপাতত ও বাঁচুক। এখন আমি যে কীভাবে এখান থেকে বেরোব কিছুতেই তা ভেবে পাচ্ছি না।"

"আপনার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু মালাকে তো আমি দেখলাম না। কোথায় সে? আর আমার কুকুরটা?"

"ওরা শবর নদীর পাশ দিয়ে আরও একটু দুর্গম পথে রওনা হয়েছে আলতামিরার দিকে। সেখান থেকে খারকোণ্ডা, ব্রহ্মগিরি হয়ে দুপুরের মধ্যেই পৌঁছে যাবে ওদের গ্রামে। কুকুরটাও সঙ্গে গেছে ওর।"

"সর্বনাশ! আজ ব্রহ্মগিরিতেই সে সোনা খোঁজার কাজ ওদের। তা ছাড়া মালা কি ওই পথের সন্ধান জানে?"

"না। তবে আলতামিরায় গেলে জেনে যাবে।"

"আমি এদিকে হানটান করছি।"

"জানি। কিন্তু বনিকে পাচার করার এমন চমৎকার সুযোগ যে আর পেতাম না ভাই!"

ওদের কথার মধ্যেই দেখা গেল শিশু বনিকে বুকে নিয়ে সত্যিকারের একটা দানবই যেন ঢুকে এল ঘরের ভেতর। সেই দানবটার কী বীভৎস চেহারা! তার একটা চোখ ঠুলি দিয়ে ঢাকা আর একটা চোখে হিংসার আগুন। কোনও মানুষের নয়, যেন একটা বাঘেরই চোখ সেটা। দানবটা বলল, "মিসেস ডোনা ফার্নান্ডেজ, আর তোমার বনিকে বাঁচিয়ে রাখা গেল না। আজ রাতে আমি নিজের হাতে কংসের মতো নৃশংস হয়ে বধ করব তোমার এই শিশুকে।"

ডোনা সেই দানবের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে বলল, "আর কখনও আমি এই ভুল করব না ইউনিকর্ন, আমার বনিকে তুমি ফিরিয়ে দাও। এইবারের মতো তুমি ক্ষমা করো আমাকে।"

গর্জে উঠল গম্ভার, "না, আর তা সম্ভব নয়। তোমার চোখের সামনেই তোমার এই শিশু আজ বধ হবে।" বলেই আবার হাঁক দিল, "ব্রুনো! ব্রুটো! কাম হিয়ার।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নেপালিদের মতো খর্বাকৃতি লালমুখো দুটো শয়তান এবার ছুটে এল ঘরের ভেতর।

ইউনিকর্ন বাবলুকে দেখিয়ে বলল, "ওই শয়তানটাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যা।"

ব্রুনো আর ব্রুটো বাঘের মতো থাবা উঁচিয়ে এগিয়ে এল বাবলুর দিকে। বাবলু বুঝল এখানে ওর কোনও চালাকিই খাটবে না। তাই অসহায়ভাবে ওদের হাতে নিজেকে ধরা দিতে বাধ্য হল।

ওরা ওকে টানতে টানতে নিয়ে এসে গ্রামের মাঝখানে একটা উঁচু মঞ্চে, বোধহয় ফাঁসির মঞ্চই হবে, সেখানে দু'হাতে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিল। ওর পাশে ঠিক একই রকমভাবে আরও একজন ঝুলছিল। সে হল মালা।

মালার চোখে জল। বলল, "তোমাকে কত করে বারণ করেছিলাম, তুমি তো শুনলে না। এখন কী হবে বলো তো?"

বাবলু বলল, "বিপদে ধৈর্য হারিয়ো না মালা। কাল রাতের কথাটা একবার চিন্তা করো দেখি, কীভাবে ওদের খপ্পর থেকে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম, তা ভুলে যাওনি নিশ্চয়। যাক, পঞ্চু কোথায়? তাকে দেখছি না কেন?"

"তাকে একটা নাইলনের জালে জড়িয়ে রেখেছে ওরা।"

বাবলু আক্ষেপ করে বলল, "ওঃ মাই গড। পঞ্চু ওই জালকে দারুণ ভয় পায়।"

মালা বলল, "এখন আর আক্ষেপ করে লাভ কী? শুধু তোমারই জন্য আমাদের এই বিপদ।"

ব্রুনো আর ব্রুটো তখন টানতে টানতে নিয়ে আসছে ডোনাকে। তারপর ওই একই মঞ্চে একটি খুঁটির সঙ্গে বেশটি করে বেঁধে ফেলল।

শিশু বনিকে বুকে নিয়ে ইউনিকর্নও এসে হাজির হল সেখানে। এসেই ভীষণ মূর্তি ধরে বলল, "চাবুক লাও।"

ব্রুনো আর ব্রুটো চাবুক এনে দিল। সেই চাবুক হাতে নিয়ে বনিকে একজনের কোলে দিয়ে ওদের তিনজনকে সে কী মার!

চাবুকের ঘা খেয়ে ছটফট করতে লাগল সকলে।

জ্বালায় জর্জরিত বাবলুর চোখেও জল। বলল, "ইউনিকর্ন, যতই তুমি আমাদের মারো, তুমি কিন্তু পার পাচ্ছ না। রেণুর লোকেরা এখন হন্যে হয়ে খুঁজছে তোমাকে। এমনকী তোমার দলের লোকরাও বিগড়েছে এখন। তোমার মরণ ওদের হাতেই।"

ইউনিকর্ন হো হো করে হেসে বলল, "ওরে বালক, মানুষ মরণশীল। কাজেই মৃত্যুকে আমি ভয় করি না। তা ছাড়া আমি মানুষ নই, দেবগিরি পর্বতের দানব আমি। আমার নাম গন্ডার। গন্ডারের মতোই শক্তিশালী আমি। বিধাতার সৃষ্টিতে আমি এক বিভীষিকা। একচক্ষু ইউনিকর্ন। আমার মৃত্যুভয় নেই।" বলে এক-পা এক-পা করে বাবলুর খুব কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল, "আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বল তো, এখানে কোনও মৃত্যুভয় দেখতে পাস কি না?"

বাবলু তখন ঝুলন্ত অবস্থাতেই পাদুটো উঁচিয়ে আচমকা ওর পেটে এমন একটা লাথি মারল যে, এক ঘায়েই কাত। মুখ দিয়ে 'কোঁক' করে একটা শব্দ বের করে দু'হাতে পেট চেপে সেইখানেই বসে পড়ল সে।

ঠিক সেই সময় প্রায় আট-দশজন বন্দুকধারী এসে ঘিরে ফেলল ওকে। বলল, "প্রতারক, এতদিনে তোমার যোগ্য শাস্তি তুমি পেয়েছ। ফার্নান্ডেজ হাউস লুঠ করে অত সোনা দেবগিরিতে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ তুমি?"

"কে বলেছে এইসব কথা? সব মিথ্যে, সব বানানো।"

"দেবগিরিতে তুমি যাওনি?"

"গিয়েছিলাম। কিন্তু তার বেশি কিছু নয়।"

"বাসুরুদ্র আর নাগাসুন্দরের খুন হওয়ার কথাও কি তা হলে মিথ্যে? এও কি বানানো বলতে চাও?"

"না। এমন কথা আমি বলি না। ওরা মরেছে ঠিকই, তবে আমার হাতে নয়।"

"তুমি ধরা পড়ে গেছ ইউনিকর্ন। আমাদের হাত থেকে আর তোমার পরিত্রাণ নেই। আজই তোমার খেলা শেষ।"

এই নাটকীয় মুহূর্তে তখন ব্রুনো আর ব্রুটোর নির্দেশে অসংখ্য অরণ্যচারী এসে ঘিরে ফেলেছে ওদের। ওরা অরণ্যচারীদের দিকে বন্দুক তাগ করে বলল, "খবরদার! এক-পা এগোবে না কেউ। এগোলেই গুলি করব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বন্দুকের ভয় দেখাতে দারুণ খেপে গেল অরণ্যবাসীরা। ওরা কিছু করার আগেই আশপাশ থেকে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রত্যেকের হাত থেকে কেড়ে নিল বন্দুকগুলো। তারপর সেগুলো ফেলে রাখল একপাশে।

ইউনিকর্ন বলল, "এই বিদ্রোহীদের বেঁধে ফ্যাল।"

ব্রুনো আর ব্রুটোর চেষ্টায় বন্দুকধারী সবাই বন্দি হল।

ইউনিকর্ন নিজে এবার বন্দুক তাগ করল সকলের দিকে। সে কী ভয়ংকর দৃশ্য! ইউনিকর্ন একজনকে বলল, "এই, ভাল করে চিতা সাজা। বেশ বড় করে করবি। যাতে একসঙ্গে সব ক'টাকেই পুড়িয়ে মারা যায়।"

ব্রুনো আর ব্রুটোর চেষ্টায় কিছু সময়ের মধ্যেই বিশাল এক চিতা সাজানো হল। তারপর তাতে তেল ঢেলে আগুন ধরাতেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল অগ্নিশিখা।

ইউনিকর্ন তখন উন্মাদ হয়ে গেছে। শিশু বনিকে যার কোলে দিয়েছিল তার কাছ থেকে নিয়ে সেই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে গেল পৈশাচিক উল্লাসে।

সে-দৃশ্য দেখা যায় না। চিৎকার করে উঠল ডোনা, "বনি-ই-ই।"

ব্রুনো আর ব্রুটো গিয়ে শান্ত করল ইউনিকর্নকে। বলল, "থামুন বস। এই শিশুকে বধ করবার অনেক সময় পাবেন। কিন্তু ওই সাপের বাচ্চাটাকে আগে শেষ করুন। এই শয়তানটাই আপনার নামে মিথ্যে অপবাদ রটিয়েছে সকলের কাছে।"

ইউনিকর্ন বলল, "হ্যাঁ। তাই কর। এই সাপদুটোকে ফেলে দে অগ্নিকুণ্ডে।"

ব্রুনো আর ব্রুটো তখন আগুনে ফেলার জন্য বাবলু ও মালার বন্ধন মুক্ত করল। যেই না করা, বাবলু অমনই ওই দুই শয়তানের ঘাড় ধরে এমন মোচড় দিল যে, আর্তনাদ করে উঠল ওরা। তারপর জোরে একটা ধাক্কা দিতেই একেবারে অগ্নিকুণ্ডের পাশে। জ্বলন্ত চিতার সাজানো কাঠ তখন নাড়া পেয়ে ওদেরই ঘাড়ের ওপর পড়ল। সে কী চিৎকার তখন!

বাবলু ততক্ষণে ডোনার বাঁধন মুক্ত করেছে।

বিপদ বুঝে ইউনিকর্নও বনিকে নামিয়ে বন্দুক ধরেছে বাবলুর দিকে। ইউনিকর্নের চোখে হত্যার লালসা। বলল, "এইবার কোথায় যাবি বাছাধন? এইবার তোকে বাঁচাবে কে?"

বাবলু বলল, "এইবার আমিই আমাকে বাঁচাব।" বলেই মঞ্চ থেকে লাফিয়ে ওর পিস্তল টার্গেট করল ইউনিকর্নের দিকে, "ঢিসুম।"

আর্তনাদ করে উঠল ইউনিকর্ন। ওর হাত থেকে বন্দুক খসে পড়ল। গুলিটা ওর কাঁধেই লেগেছে বোধহয়। আর সেই মুহূর্তে দুরন্ত গতিতে ছুটে আসতে দেখা গেল পঞ্চুকে। বীরবিক্রমে সে এসেই ঝাঁপিয়ে পড়ল ইউনিকর্নের ঘাড়ে। আর্তনাদ আর প্রাণান্ত চিৎকার। ইউনিকর্ন চিৎকার করে উঠল, "ওরে আমার চোখ গেল রে...। আমি অন্ধ হয়ে গে-লা-ম।"

এই চরম মুহূর্তে পঞ্চু কোথা থেকে এল? বাবলু দেখল মালাও তখন ছুটতে ছুটতে আসছে। অর্থাৎ ও-ই যে বন্ধনমুক্ত হয়ে সর্বাগ্রে জাল থেকে মুক্ত করেছে পঞ্চুকে, তা বেশ বোঝাই গেল। বাবলু তাই কৃতজ্ঞ চোখে তাকাল মালার দিকে।

ডোনা তখন বনিকে বুকে নিয়ে মাতৃস্নেহ উজাড় করে দিচ্ছে।

বাবলু আর সময় নষ্ট না করে সেই বিদ্রোহীদেরও বন্ধনমুক্ত করল।

মুক্তি পেয়ে ওরা যে যার বন্দুক কুড়িয়ে নিয়ে হাতে হাত মেলাল বাবলুর। পরক্ষণেই যেন ভূত দেখার মতো কিছু দেখে যে যেদিকে পারল পালাল।

ওরা দেখল কিছু ছেলেমেয়ের সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে পুলিশ নেমে আসছে ডিমারের উপত্যকায়। বাবলুও দেখল। দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, "বিলু! ভোম্বল! আমি এখানে এ-এ।"

পঞ্চু তখন ইউনিকর্নের বুকে উঠে বসে আছে। সেখান থেকে সেও সাড়া দিল, "ভৌ। ভৌ-উ-উ-উ-উ-।"

দেখতে দেখতে ওরা সবাই কাছে এসে গেল। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই। সেই গোপীনাথ ডাকুয়া নামের ছেলেটি, কয়েকজন আদিবাসী, এমনকী ওদের সঙ্গে উত্তরাও।

উত্তরা এখানে কীভাবে এল?

বাবলু বলল, "এ কী, তুমি! তুমি এখানে কী করে এলে? তোমাকে খাদ থেকে উদ্ধার করল কে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

উত্তরা অবাক হয়ে বলল, "খাদ? কী বলছ যা-তা? আমি আবার খাদে পড়লাম কখন? আমাকে নিয়ে পালিয়ে আসবার সময় পঞ্চু যখন ওদের সবাইকে আঁচড়ে-কামড়ে দিচ্ছিল আমি তখন চলন্ত গাড়ি থেকে পথের ধারে ঝুঁকে থাকা একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়ি। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে ওখানে গিয়ে শুনি আমার খোঁজে তুমি গেছ।"

"সে কী! আমি যে ওদের ধাওয়া করে অতদূর গেলাম, কই, পথে তোমাকে কোথাও দেখতে পেলাম না তো?"

"আমি তোমাকে দেখেছি। কিন্তু মাঙ্কি-ক্যাপ থাকায় অন্ধকারে চিনতে পারিনি।"

বাবলু বলল, "যাক, ভালই হয়েছে। আমরা যে সবাই একসঙ্গে হতে পারলাম, এর চেয়ে আনন্দের আর কিছুই নেই।" বলে বিলুকে বলল, "কিন্তু ডিমারের উপত্যকার পথ চিনে তোরা কী করে এলি বল?"

বিলু বলল, "তোরা দু'জনে চলে যাওয়ার পর মন তো আমাদের খুবই খারাপ হয়ে গেল। আমরা থানায় খবর দিয়ে যখন তোদের জন্য হানটান করছি, তখনই উত্তরা এল। ইতিমধ্যে তোদের খোঁজে কয়েকজন পুলিশও চলে গেছে ওখানে। গিয়ে তোর ওই স্কুটার আর ওদের গাড়ির অবস্থা দেখে ব্যাপারটা দুর্ঘটনাই মনে করেছিল সকলে। ভেবেছিল সবাই তোরা শেষ হয়ে গেছিস। অতএব রাতে আর কিছু করা হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই সকালের জন্য অপেক্ষা করতে হল সকলকে। খুব ভোরে জেপুর থেকে আরও পুলিশ, পুলিশ অফিসাররা এলে আমরা সিংঘলজির ব্যবস্থাপনায় একটা আলাদা গাড়ি নিয়ে এখানে আসি। তারপর চারদিকে খোঁজাখুঁজি করতে করতে এসে পড়ি আদিবাসীদের গ্রামে। ওরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হলেও পুলিশকে খুব ভয় পায়। আমাদের এই পথের বন্ধু গোপীনাথ ওদের ভাষা বোঝে। ও আমাদের উদ্দেশ্যটা বুঝিয়ে বলতেই ওরা ইউনিকর্নের এই ঘাঁটিতে আসার পথ চিনিয়ে দেয় আমাদের।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু তুই কী করে এখানে এলি, তা তো বললি না?"

বাবলু তখন মালাকে দেখিয়ে বলল, "এই মেয়েটার সাহায্যেই আমি এখানে আসতে পেরেছি। কাল রাতে দারুণ এক বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পর ও-ই আমাকে আশ্রয় দিয়ে আমার প্রাণরক্ষা করে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই তখন অভিনন্দন জানাল মালাকে। তারপব বনিকে অনেক আদর করে ডোনাকে বলল, "আপনার বিপদের মেঘ এখন কেটে গেছে। এবার আপনি নির্ভয়ে ফার্নান্ডেজ হাউসে ফিরে যেতে পারেন। সেখানে আপনার জন্য—।"

বাধা দিয়ে ডোনা বলল, "ব্যস, আর কিছু বলবার দরকার নেই। আমার যা বলবার তা আমি তোমাদের বাবলুকে আগেই বলেছি। এখন যত তাড়াতাড়ি পারো এই অভিশপ্ত জায়গা ছেড়ে এগিয়ে চলো।"

পুলিশের পদস্থ অফিসাররা তখন ইউনিকর্নকে অ্যারেস্ট করে জেরার পর জেরা করে চলেছেন। বাবলু বলল, "পারলে আপনারা ব্রহ্মগিরির দিকে এগিয়ে যান। ওখানে এখন সোনার খনি লুঠ হচ্ছে।"

অফিসারদের নির্দেশে একদল পুলিশ তখন আদিবাসীদের সাহায্য নিয়ে এগিয়ে চলল ব্রহ্মগিরির দিকে।

বাবলু বলল, "আপনারা কাজ করুন এবার, আমরা তা হলে আসি?"

পদস্থ অফিসাররা সবাই তখন পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন, "বেস্ট অব লাক। সাবধানে যেয়ো তা হলে, কেমন?"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বিজয়গর্বে এগিয়ে চলল। সবার আগে পঞ্চু। যেতে যেতে বাবলু মালাকে বলল, "ডিমারের উপত্যকার মতো তোমাকেও এবার ছেড়ে যাব আমরা। কিন্তু এত সহজে তোমাকে যে ছাড়তে মন চাইছে না আমার।"

মালা বেদনার সুরে বলল, "তা, কী আর করবে বলো?"

"করবার আছে বইকী! আজ আমরা সবাই গিয়ে মালকানগিরিতে বিশ্রাম নেব। তারপর কাল সকালে চলে যাব রামগিরি পর্বতমালার সেই স্ট্যালাকটাইট গুহায়। ওখানে শিবরাত্রির মেলা এখন জমে উঠেছে। তা ছাড়া তোমার বাবাও তো আছেন ওখানে। তোমাকে তাঁর কাছে রেখে আমরা নিশ্চিন্তে বিদায় নেব।"

বাবলুকে সমর্থন করে সবাই বলে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। এইরকমই হওয়া উচিত। মালাকে এখনই ছাড়া নয়!" বাবলু বলল, "সেইসঙ্গে সিস্টার ডোনাকেও অনুরোধ করব আমাদের সঙ্গে যেতে।"

ডোনা বলল, "আমি রাজি। তবে জানো তো, আমি একেবারেই মানিলেস। মেলা দেখার পর তোমরা আমাকে আমার জন্মভূমি গোয়ায় যাওয়ার একটু ব্যবস্থা করে দিয়ো। আর আমার এই গোয়ায় যাওয়ার ব্যাপারটা সকলের কাছেই গোপন রেখো তোমরা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "আপনার সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই।"

বাবলু উত্তরার দিকে তাকাল। উত্তরা বাবলুর দিকে।

উত্তরা বলল, "এই বেশ হল, কী বলো? দরকার নেই আমার কমিশনের, দরকার নেই সিনেমায় নামার। আমার আশা তো পূর্ণ হয়েছে। কেন না এদের দু'জনের মুক্তিই আমি চেয়েছিলাম।"

ওরা তখন ডিমারের উপত্যকা পেরিয়ে সেই ছাদহীন গুহামুখে গিয়ে পৌঁছেছে। সেখান থেকে শেষবারের মতো একবার উপত্যকার দিকে চোখ বুলিয়ে মালার নির্দেশিত পথে এগিয়ে চলল ওরা।

উত্তরা আর ওর মনের উচ্ছ্বাসকে চেপে রাখতে পাবল না। তাই আনন্দ-ঝরনার মতো কলকলিয়ে শূন্যে দু'হাত তুলে সোচ্চারে বলে উঠল, "থ্রি চিয়ার্স ফর পাণ্ডব গোয়েন্দা।"

বনি ছাড়া সবাই বলল, "হিপ হিপ হুরবে।"

পঞ্চুও ওদের সুরে সুর মেলাল। অপার আনন্দে একটা ডিগবাজি খেয়েই ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"